চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 4 December, 2019 ■ আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে স্বাক্ষরতা নিয়ে গুজামিল, নয়া সমীক্ষায় কমবে হার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। গুজামিল দিয়ে বেড়েছে স্বাক্ষরতার হার। তাই, নয়া সমীক্ষায় রাজ্যে স্বাক্ষরতার হার কমার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথের দেয়া তথ্য অনুসারে বাম জমানায় প্রকাশিত স্বাক্ষরতার হার বর্তমানে বাস্তবের সাথে অনেকটাই অমিল বলে মনে হচ্ছে। কারণ, ২০১৬ সালে সারা রাজ্যে সমীক্ষায় ৩২৩৩ জন নিরক্ষর ব্যক্তি চিহ্নিত হয়েছিল। অথচ, এবছর রাজ্যে মাত্র ১১ শতাংশ এলাকায় সমীক্ষায় ৪২৩০ জন নিরক্ষর ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, স্বাক্ষরতার প্রকৃত হার নিরূপন করতে নয়া সমীক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

বামফ্রন্ট আমলে প্রকাশিত সমীক্ষা রিপোর্টে রাজ্যে স্বাক্ষরতার হার দাঁড়িয়েছিল ৯৭ শতাংশ। কিন্তু, স্বাক্ষরতার ওই হারে গুজামিল রয়েছে বলে অতীতে একাধিক বার অভিযোগ উঠেছে। আজ মহাকরণে শিক্ষমন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, স্বাক্ষরতা ও শিক্ষিত হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। বাম জমানায় এই বিষয়টিকেই গুলিয়ে ফেলা হয়েছিল। তিনি বলেন, স্বাক্ষরতার হার নিরূপনে ১৫-৫০ বছর বয়সকে বিবেচনা করা হয়। সেই মোতাবেক ২০১১ আদমসুমারী অনুযায়ী রাজ্যে স্বাক্ষরতার হার দাঁড়িয়েছিল ৮৭ শতাংশ। কিন্তু, বামফ্রন্ট সরকার ওই স্বাক্ষরতার হারের নতুন ভাবে মূল্যায়ন করেছিল। ফলে, ২০১৪ সালে স্বাক্ষরতার হার গিয়ে দাঁড়ায় ৯৭ শতাংশ। শিক্ষামন্ত্রী বিদ্রুপ করে বলেন, বামফ্রন্ট সরকার নিজেদের তৈরী করা স্বাক্ষরতার হার সম্পর্কে বিভ্রান্ত ছিল। তাই ২০১৬ সালে সারা রাজ্যে প্রতীকি সমীক্ষার আয়োজন করেছিল বামফ্রন্ট সরকার। শিক্ষামন্ত্রী জানান, ওই সমীক্ষায় সারা রাজ্যে মাত্র ৩২৩৩জন নিরক্ষর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, লিখতে পারা, পড়তে পারা এবং সংখ্যাতত্বের ভিত্তিতে গাণিতিক জ্ঞান থাকলেই তাকে স্বাক্ষর বলা যাবে। তিনি বলেন, অতীতে স্বাক্ষরতার সমীক্ষা সঠিক হয়নি বলে বারবার আওয়াজ তুলেছি। কিন্তু, তখন কেউই তাতে কর্ণপাত করেনি।

তিনি বলেন, রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর স্বাক্ষরতার প্রকৃত হার নিরূপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাই, গত ১৯ মার্চ রাজ্যের বাছাইকৃত কিছু এলাকায় স্বাক্ষরতার হার নিরূপনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তিনি জানান, আগরতলা পুর নিগমের ১২, ১৩ ও ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড, রাজনগর ব্লক, ডম্বুরনগর ব্লক এবং খোয়াই পুর পরিষদের ১, ৩ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডে স্বাক্ষরতার হার নিরূপণের সমীক্ষা করা হয়েছিল। তাতে, বাম জমানায় স্বাক্ষরতার হারের সাথে বিস্তর ফারাক উঠে এসেছে।

তিনি জানান, ২০১৬ সালে পুর নিগমের ১২, ১৩ ও ৩৫ নম্বরের ওয়ার্ডে মাত্র ছয়জন নিরক্ষর চিহ্নিত হয়েছিলেন। কিন্তু, এখন ওই তিনটি ওয়ার্ডে ১৬২২ জন নিরক্ষর চিহ্নিত হয়েছেন। তেমনি, রাজনগর ব্লকে ২০১৬ সালে ৫৬ জন নিরক্ষর চিহ্নিত হয়েছিলেন। কিন্তু, এখন ওই ব্লকে ৬৭৬জন নিরক্ষর পাওয়া গিয়েছে। তিনি বলেন, ডম্বুরনগর ব্লকেও একই ধরনের ফারাক রয়েছে। ওই ব্লকে ২০১৬ সালে মাত্র ১৩৫জন নিরক্ষর চিহ্নিত হয়েছিল। কিন্তু, এখন ওই ব্লকে ১১২৭ জন নিরক্ষর চিহ্নিত হয়েছেন। একইভাবে খোয়াই পুর পরিষদের তিনটি ওয়ার্ডে ২০১৬ সালে মাত্র সাত জন নিরক্ষর পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এখন এই সংখ্যাটি ৮৪৫। তিনি বলেন, ২০১৬ সালে সারা রাজ্যে ৩২৩৩ জন নিরক্ষর পাওয়া গিয়েছিল। অথচ এখন রাজ্যের মাত্র ১১ শতাংশ এলাকায় সীমাক্ষায় ৪২৩০জন নিরক্ষর চিহ্নিত হয়েছেন। তাঁর কথায়, সারা রাজ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিসিএস-টিপিএস পরীক্ষা ঃ রাজ্য সরকারের চ্যালেঞ্জ মামলা খারিজ হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস (টিসিএস) এবং ত্রিপুরা পুলিশ সার্ভিস (টিপিএস)-এর নিয়োগে বাতিল পরীক্ষা বহাল সংক্রান্ত উচ্চ আদালতের রায়ের চ্যালেঞ্জ মামলায় ত্রিপুরা সরকারের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অকিল কুরেশি এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন বেঞ্চ তিন মাসের মধ্যে টিপিএসসিকে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে রাজ্য সরকার নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রণয়ন করে পূর্বের সমস্ত পরীক্ষা বাতিল করে দিয়েছিল। কিন্তু, ত্রিপুরা সরকারের ওই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মামলা হওয়ায় টিসিএস এবং টিপিএস নিয়োগে বাতিল পরীক্ষা বহাল রাখার রায় দিয়েছিল হাইকোর্ট। ওই পরীক্ষা বাতিলের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়েছিল উচ্চ আদালত। শুধু তা-ই নয়, গত ১৪ মে ঘোষিত রায়ে ৮ সপ্তাহের মধ্যে ওই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র।

ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন (টিপিএসসি)-এর মাধ্যমে টিসিএস গ্রেড টু এবং টিপিএস গ্রেড টু নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ২০১৬ সালে। তদানীন্তন বামফ্রন্ট জমানায় ৩০ এপ্রিল (২০১৬) টিপিএসসি টিসিএস গ্রেড টু ৩০টি এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনুশীলন করার সময় মৃত্যু হল ক্রিকেটারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। ক্রিকেটের অনুশীলন চলাকালীন এক তরুণ ক্রিকেটারের মৃত্যু হয়েছে। সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় মহকুমার করইমুড়া এলাকার মিঠুন দেববর্মা আজ দুপুরে আগরতলায় এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুশীলন চলাকালীন মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। তবে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে চিকিৎসকরা ধারণা করছেন।

আজ এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুর্দ ২৩ ক্রিকেট দলের ফিটনেস পরীক্ষার জন্য ক্রিকেটারদের ডাকা হয়েছিল। কোচ জয়ন্ত দেবনাথ জানিয়েছেন, মাঠে প্রায় ২৫ জন র্কিকেটার অনুশীলন করছিলেন। ১০ মিনিট ব্যায়াম করার পর তাঁদের জলপানের বিরতি দেওয়া হয়েছিল। তখনই মিঠুন দেববর্মা মাটিতে ঢলে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

খবর পেয়ে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা হাসপাতালে উপস্থিত হন। এদিকে, খবর পেয়ে মিঠুনের পরিবারের সদস্যরাও হাসপাতালে ছুটে আসেন। তাঁর মৃতদেহ দেখে তারা কান্নায় ভেঙে পড়েন। হটাৎ কিভাবে তাঁর মৃত্যু হল, তার পরিবারের সদস্যরাও কিছু বলতে পারছেন না।

ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তিমির চন্দ এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, এই ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন মৃতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে।

জেলাগুলিতে বিজেপির সভাপতি নির্বাচিত প্রদেশ সভাপতি নির্বাচন হবে ১৫ কিংবা ১৬ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ জেলা সভাপতি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হয়েছে। মঙ্গলবার দলের রাজ্য নির্বাচন প্রভারী প্রদ্যুৎ ধর এ-কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ১৫ কিংবা ১৬ ডিসেম্বর জেলা সভাপতি ও জেলা পরিষদের সদস্যরা দলের প্রদেশ সভাপতি নির্বাচিত করবেন।

তিনি জানান, সদর জেলা গ্রামীণে অসিত রায়, সদর জেলা শহরাঞ্চলে অলক ভট্টাচার্য, ঊনকোটি জেলায় ভগবানচন্দ্র দাস, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় মলিনা দেবনাথ, খোয়াই জেলায় পিনাকি দাসচৌধুরী, সিপাহিজলা জেলার দক্ষিণে দেবব্রত ভট্টাচার্য, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় শঙ্কর রায়, ধলাই জেলায় পরিমল দেববর্মা এবং গোমতি জেলায় অভিষেক দেবরায় জেলা সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি জানান, সিপাহিজলা জেলা উত্তরাঞ্চলের সভাপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া স্থগিত রেয়েছে। শীঘ্রই ওই জেলার সভাপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

প্রদ্যুৎ ধর আরও জানান, ১০ জেলা সভাপতি এবং ৭০ জন জেলা পরিষদের সদস্য মিলে প্রদেশ সভাপতি নির্বাচন করবেন। বর্তমানে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবই বিজেপি প্রদেশ সভাপতির দায়িত্বও পালন করছেন।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে মাদক পাচার ও ব্যবহার নিয়ে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আগরতলায় সরকারী অতিথিশালায়। এই অলোচনাসভার আয়োজক ত্রিপুরা পুলিশ ও নার্কোটিক্স কন্ট্রোল বোর্ড। ছবি ও তথ্য নিজস্ব।

বর্তমান সরকার প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন সাধন করাই হলো দক্ষ প্রশাসনের প্রথম ও প্রধান শর্ত। সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত যাতে সরকারি সকল সুযোগ সুবিধা পৌছে সেদিকে লক্ষ্য রখে কাজ করতে হবে। আজ প্রজ্ঞাভভনের ১ নং কনফারেন্স হলে আয়োজিত প্রমোটিং স্পেস টেকনোলজি বেসড টুলভ অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনস ইন গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন ত্রিপুরার উপর একদিবসীয় আলোচনা সভার উদ্বোধন করে একথাগুলি বলেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা হচ্ছে রাজ্যের দপ্তরের নর্থ-ইস্টার্ন স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার।

উদ্বোধকের বক্তব্যে উপমুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, দীর্ঘমেয়াদি ও দ্রুত উন্নয়নের জন্য রাজ্যের সকল দপ্তরগুলির মহাকাশ প্রযুক্তি ব্যবহার করা প্রয়োজন। আগামীদিনগুলিতে দপ্তরের কাজকর্মের জন্য সত্যনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য থাকা প্রয়োজন। স্পেস অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমেই আমরা এ ধরণের তথ্য পেতে পারি। স্পেস অ্যাপ্লিকেশনের মতে উন্নয়নের জন্য ৪টি স্তম্ভ রয়েছে। এগুলি হলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা, দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন, প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা এবং বিপর্যয় হ্রাস বা মোকাবিলা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, সঠিক তথ্য ও ভৌগোলিক অবস্থান জানা ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের পরিকল্পনা করা সম্ভবপর নয়। বিজ্ঞান ও বিকাশের মাধ্যমে আমরা সঠিক উপায়ে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে সক্ষম হতে পারবো।

তিনি বলেন, নতুন সররকার গঠনের পর প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার কৃষি, উদ্যান, রেশম শিল্প ও পর্যটনের বিকাশে বিশেষ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১২০ জন বিজেপি ও আরএসএসের সদস্যদের কেরলে হত্যা ঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : কেরলে ১২০ জন বিজেপিকর্মী ও আরএসএস প্রচারকদের হত্যা করা হয়েছে বলে সংসদ উচ্চকক্ষে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

মঙ্গলবার এসপিজি সংশোধনী বিল রাজ্যসভায় পেশ করে বিরোধীদের পাল্টা কটাক্ষ করে অমিত শাহ জানিয়েছেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নিয়ে কোনও কথা বলার অধিকার নেই সিপিআই(এম)-এর। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরে ১২০জন বিজেপি ও আরএসএস সদস্যদের হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু কোনও প্রকারের তদন্ত হয়নি। উল্লেখ করা যেতে পারে এসপিজি সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করে রাজ্যসভায় সরব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিবন্ধী দিবসে পুকুরের জলে প্রতিবন্ধী যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩ ডিসেম্বর।। বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে এক প্রতিবন্ধী যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধারে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা কৈলাসহরের ইরানী থানার অন্তর্গত ইয়াজিখাওড়া গ্রামে। মৃতা যুবতীর নাম মাহমুদা, বয়স বত্রিশ। ইয়াজিখাওড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মাহমুদার বাবা এবং মা দুজনই মারা যান কয়েকবছর পূর্বে। অবিবাহিতা মাহমুদা নিজ বাড়িতে ভাইয়ের বই-এর সঙ্গে বসবাস করে। মাহমুদার ভাই সৌদিআরবে থাকে। মাহমুদার পরিবার ইরানী থানায় গত পয়লা ডিসেম্বর সকালে একটি মিসিং ডায়েরী করে জানায় যে, মাহমুদাকে ত্রিশ নভেম্বর রাত থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

পুলিশের পক্ষ থেকে এবং গ্রামবাসীরা দুদিন যাবত অনেক

কৈলাসহর

খোঁজাখুজির পরও তার কোন হদিশ পায়নি। অবশেষে মঙ্গলবার দুপুরে মাহমুদার বাড়ি থেকে পাঁচশো মিটার দূরে একটি পুকুরে মৃতদেহ ভাসতে দেখতে পেয়ে গ্রামবাসীরা ইরানী থানায় খবর দিলে ঘটনাস্থলে প্রচুর পুলিশ, টিএসআর, ডগ স্কোয়াড আসে। মৃতদেহ জল থেকে তোলার পর দেখা যায় এটি মাহমুদার মৃতদেহ। ঘটনা সম্পর্কে পঞ্চায়েত সদস্য আব্দুল হান্নান জানান, মহমুদাকে তার ভাই এর বউ মেরে পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছে। কারণ ভাইয়ের বউ প্রায়ই মাহমুদাকে বাড়িতে প্রচন্ড মারধোর করত।

কয়েক দিন পূর্বেও পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ বিচার করে দিয়েছিল। তিনদিন যাবত মাহমুদা বাড়িতে নেই । অথচ ভাইয়ের বউ-এর কোনো হেলদোল নেই। এমনকি পুলিশ মঙ্গলবার মৃতদেহ পুকুরের জল থেকে তোলে হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময় গ্রামের ছোট-বড় সবাই আসলেও মাহমুদার ভাইয়ের বউ একবারও দেখতে আসেনি। এব্যাপারে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যা, গ্রেপ্তার শ্বশুর ও শাশুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ ডিসেম্বর।। ২৫ বছরের যুবতী গৃহবধূ সালমা বেগম হত্যাকাণ্ডে আটক দুই। ধৃতরা হল শশুর গণি মিঞা এবং শাশুরি রাহেলা খাতুন। যদিও স্বামী এবং দেবর এখনও পুলিশের ধরা ছোয়ার বাইরে। এদিকে মঙ্গলবার মৃতার বাপের বাড়িতে পালা করে যায় কংগ্রেস ও বিজেপির মহিলা নেতৃত্ব। সদর মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী দেবজানি চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ৫ জনের এক প্রতিনিধি দল মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমবেদনা প্রদান করেন। অপর দিকে বিজেপি মহিলা মোর্চা সভানেত্রী পাপিয়া দত্তের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দলও সালমার বাপের বাড়িতে যান।

পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলির ইআরসি'র সম্মেলন হবে আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। পূর্বাঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশনের সম্মেলন এবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে। তিনদিনের সম্মেলন শুরু হবে ২২ জানুয়ারী। তাতে রাজ্যগুলোর রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যানগণ অংশ নেবেন। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ড় রাধাকৃষ্ণা। তিনি জানান, এবারই প্রথম আগরতলায় এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান জানান, কনফারেন্সে বিদ্যতের টারিফ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। অন্যান্য রাজ্যের টারিফের সাথে আমাদের রাজ্যের টারিফের যেন সামঞ্জস্য থাকে সে বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে। তিনি জানান, রাজ্যে বিদ্যতের গুণগতমান উন্নয়নের জন্যও ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটারি কমিশনের অফিসে চেয়ারম্যানের কক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল।

আগরতলাকে স্মার্ট বানাতে প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে দিনভর শহরে উচ্ছেদ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর ।। রাজধানী আগরতলা শহরকে স্মার্টসিটি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। এজন্য রাস্তাঘাট আরও প্রশস্ত করা ও জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থার উন্নয়নে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব কাজ করতে গিয়ে যেসব দোকানপাট ও ঘরবাড়ি সরকারি খাস জমিতে পড়েছে সেগুলি জবরদখলমুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার মঠ চৌমুহনি থেকে শিবনগর কলেজ রোডে সরকারি খাস জমি জবরদখলমুক্ত করতে কাজ শুরু করেছে প্রশাসন।

গর্বের রাজধানী আগরতলা শহরকে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে স্মার্টসিটিতে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজকর্ম পুরোদমে শুরু করেছে প্রশাসন। স্মার্টসিটি হিসেবে গড়ে তোলার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো উন্নত রাস্তাঘাট, জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো। সেই প্রশ্ন বাস্তবায়নে বেশ আগে থেকেই কাজ শুরু হয়েছে। কাজ করতে গিয়ে নানাস্থানে নানাভাবে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে প্রশাসনকে। বিশেষ করে সরকারি খাস জমি জবরদখলমুক্ত করা কঠিন চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে প্রশাসনও কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে।

জবরদখলমুক্ত করার আগে দখলকারীদের নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই সরকারি খাস জমি জবরদখলমুক্ত করা হলে বোল ডোজার নিয়ে জবরদখলমুক্ত অভিযানে শামিল হচ্ছে আগরতলা পুরনিগমের টাস্কফোর্স বাহিনী। মহকুমা প্রশাসন ও আরক্ষা প্রশাসন এক্ষেত্রে সব ধরনের সহযোগিতা করে চলেছে। মঙ্গলবার এ ধরনেরই জবরদখলমুক্ত অভিযানে সামিল হয় টাস্কফোর্স বাহিনী। মঠ চৌমুহনি থেকে শিবনগর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণবণ্টন ব্যবস্থায় আন্তঃরাজ্য পোর্টাবিলিটির সুবিধা, রাজ্যব্যাপী প্রচারের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যে চলতি ডিসেম্বর মাস থেকে গণবণ্টন ব্যবস্থায় আন্তঃরাজ্য পোর্টাবিলিটির যে সুবিধা চালু করা হয়েছে তা রাজ্যব্যাপী প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে খাদ্য ও জনসংভরণ দফতরের সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পাশাপাশি রাজ্য সরকার গণবণ্টন ব্যবস্থায় ডিজিটালাইজেশন চালু করার মাধ্যমে ভোক্তার অধিকার সুরক্ষিত করার যে উদ্যোগ নিয়েছে তা-ও প্রচারে নিয়ে যেতে খাদ্য দফতরের সচিবকে উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার সচিবালয়ের ১ নম্বর কনফারেন্স হল-এ খাদ্য দফতরের এক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী এই নির্দেশ দেন।

সভায় খাদ্য দফতরের বিভিন্ন প্রকল্পের পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গণবণ্টন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই লক্ষ্যে গণবণ্টন ব্যবস্থায় ডিজিটালাইজেশন চালু করা হয়েছে। ফলে

এখন প্রকৃত ভোক্তারাই তাঁদের সামগ্রী রেশনশপ থেকে সংগ্রহ করতে পারছেন। রাজ্য সরকারের এই সাফল্যকে সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে বেশি করে প্রচারে নিয়ে যেতে হবে। তবেই সরকারের প্রতি জনগণের ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হবে।

পর্যালোচনা সভায় খাদ্য দফতরের সচিব দেবাশিস বসু বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ১,৮১০টি রেশনশপ রয়েছে। এর মধ্যে নগর এলাকায় রয়েছে ৩৯২টি এবং গ্রামীণ এলাকায় রয়েছে ১,৪১৮টি। রেশনশপগুলিতে ভোক্তা অধিকার সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে বায়োমেট্রিক অথেনটিকেশনের মাধ্যমে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। ফলে প্রকৃত ভোক্তারা তাঁদের পণ্য সামগ্রী রেশন থেকে সংগ্রহ করতে পারছেন। তিনি জানান, এখন গোডাউন থেকে রেশনশপ পর্যন্ত পরিবহণ, স্টক ইত্যাদি সব কিছুই অনলাইনের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রেশনশপে প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি নিয়মিত সরবরাহ হয় কিনা তা দফতরকে তদারকি করতে হবে। এছাড়া ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে ভোক্তাদের সরষে তেল প্রদান করা যায় কিনা সে ব্যাপারে দফতরকে চিন্তাভাবনা করতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় সচিব শ্রীবসু জানান, চাল, গম ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্য রাজ্যে সব সময় ৩ থেকে ৪ মাসের মজুত থাকে। এ-জন্য রাজ্যে বর্তমানে আগরতলা, ধর্মনগর ও উদয়পুরে ৩-টি ট্রানজিট ডিপো রয়েছে, ১২৫টি আউটলেয়িং ডিপো রয়েছে এবং ৭-টি এফসিআই বেইজ ডিপো রয়েছে। গোডাউন থেকে গোডাউন ☛ ৬এর পাতায় দেখুনড

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ৫৭ ▫ ৪ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ১৮ অগ্রহায়ণ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ধনুর্ভঙ্গ পণ

দেশ জুড়িয়া মিশ্র প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল রাজ্যসভায় পেশ করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। তাই, আগামী চার ডিসেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই বিল অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন বলিয়া ধারণা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গত ২৯ ও ৩০ নভেম্বর উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের নেতাদের নিকট হইতে মতামত সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রত্যেকেই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে আপত্তি জানাইয়াছেন। কিন্তু, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অভয় দিয়াছেন এই বিলে কাহারও কোনও ক্ষতি হইবে না। এদিকে, ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন রাজ্যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধীতা করিয়া আন্দোলন, মিছিল ইত্যাদি চলিতেছে। ত্রিপুরায় আইপিএফটি, আইএনপিটি রাজ্যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলন অব্যাহত রাখিয়াছে। কংগ্রেস, সিপিএম সহ বিরোধী দলগুলি এই বিলের বিরোধীতা করিয়াছে। এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ করাইতে কেন্দ্রীয় সরকার একেবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছেন। জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল ও দুই কেন্দ্রীয় শাসিত রাজ্যে পরিণত করিবার বিল তো রাজ্যসভাতেই আগে পাশ করাইয়া নিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। একই পথে নাগরিকত্ব সংসোধনী বিল রাজ্যসভায় পাশ করাইতে পারিলেই তো কেল্লাফতে। কারণ লোকসভায় তাহা ধ্বনি ভোটে পাশ হইয়া যাইবে। এই পরিকল্পনাতেই কেন্দ্র আগাইতেছে। জম্মু কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার পাশ করানো ছিল কেন্দ্রের মোদি সরকারের কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ। এত বড় ঘটনা যেখানে নেওয়া গেল সেখানে পরিস্থিতি তো মোকাবিলা করা হইতেছে। যেন অবিশ্বাস্য ঘটনা। আজ তো আরও বড় চ্যালেঞ্জ। সারা দেশেই তাহার প্রভাব পড়িবে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে সংস্থানে উল্লেখ আছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান হইতে আসা হিন্দু, খ্রীষ্টান, জৈনরা আবেদন করিলে ভারতের নাগরিকত্ব পাইয়া যাইবে।

এনআরসির কল্যাণে আসামে পরিস্থিতি এখন অগ্নিগর্ভ। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা স্পষ্ট বলিয়াছেন আসামে এনআরসি নিয়া দুর্নীতি হইয়াছে। এই ইস্যুতে ষোলশ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলিয়াছেন সারা দেশের সঙ্গে আসামে আবার এনআরসি করিতে হইবে। ঊনিশ লক্ষাধিক আসামবাসীর এনআরসিতে নাম উঠে নাই। তাহাদের একটি অংশকে বিদেশী আখ্যায়িত করিয়া রাজ্যের বিভিন্ন ডিটেনশান ক্যাম্পে রাখা হইয়াছে। সেখানে তাহারা অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার মধ্যে কাটাইতেছেন। অনেকের মৃত্যুও হইয়াছে। এই পরিস্থিতির সামনে কেন্দ্র ও আসাম সরকার এবং খোদ বিজেপি দল আজ বড় বেশী বিব্রত। আসামে বিদেশী চিহ্নিত হইয়াছেন লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাঙালী। যাহারা দেশ বিভাগের বলি হইয়াছেন। কিন্তু ভারত দুই টুকরো হইয়াছে ধর্মের ভিত্তিতে। মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। ভারত হইয়াছে হিন্দুদের জন্য। আর এই জন্য ভারতকে হিন্দুস্তান বলা হইত। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবেই ঘোষণা দেয়। দেশ ভাগের পর পাকিস্তান হইতে কাতারে কাতারে হিন্দুরা ভারতের মাটিতে আশ্রয় নেয়। ভারত সরকার এইসব উদ্বাস্তুদের দেশের বিভিন্ন অংশে বসবাসের সুযোগ করিয়া দেন। অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে এইসব শরণার্থীরা লড়াই চালাইয়া যান। কিন্তু বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে বহু হিন্দু আছেন যাহারা নির্যাতনের শিকার। তাহারা যদি ভারতে নাগরিকত্ব পাইতে চান তাহা হইলে আবেদন করিবার সুযোগ থাকিবে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে।

বিরোধীরা প্রশ্ন তুলিয়াছেন এমনিতে জনসংখ্যার চাপে ভারাক্রান্ত ভারত। ভিনদেশের হিন্দু, শিখ, জৈন ও পার্সিরা যদি ভারতে নাগরিকত্ব পাইয়া যায় তাহা হইলে তো জনসংখ্যার চাপ বাড়িয়া চলিবে। আর এজন্যই বিরোধীরা প্রতিবাদী হইয়াছেন। বাতিলের দাবীতে আন্দোলন করিতেছেন। কিন্তু, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই বিল পাশেও বিরাট চ্যালেঞ্জ নিয়াই আগাইতেছেন। আগামী দশই ডিসেম্বর নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল রাজ্যসভায় পেশ করিবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই চ্যালেঞ্জে ও সাফল্য পাইয়া যাইবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এমনই ধারণা করা যাইতে পারে। আট ঘাট বাঁধিয়া যে শাহ বিল পেশ করিতে যাইতেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাও সন্দেহ নাই যে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ধনুর্ভঙ্গ পণ করিবার ক্ষেত্রে যে অনেকবেশী সচেতন তাহা বলা যাইতে পারে। কারণ ৩৭০ ধারা বিলোপের ঐতিহাসিক বিল রাজ্যসভাতে কোন্ ম্যাজিকে পাশ হইয়াছে তাহা তো সকলেই জানেন। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ করানো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তাই আরেকটি চ্যালেঞ্জ।

সন্ময়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নয় নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি.স): পরবর্তী নির্দেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেস নেতা সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না পুলিশ। মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। একই সঙ্গে সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতারির সময় খড়দা থানার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য।

"পিসি - ভাইপো"-র বিরুদ্ধে সোশ্যাল সাইটে আওয়াজ তোলায় গত অক্টোবরে গ্রেফতার করা হয় কংগ্রেসের মুখপাত্র সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে। গভীর রাতে তাঁকে আগরপাড়ার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুরুলিয়ায় দায়ের একটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় খড়দা থানায়। সেখানে তাঁকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের এজলাসে উঠেছিল এই মামলা। সেখানে আদালত স্পষ্ট বলে দিয়েছে, পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারবে না প্রশাসন। গত ১৭ অক্টোবর রাতে খড়দহ থানার আগরপাড়া ইলিয়াস রোডের বাড়ি থেকে সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটক করে পুলিশ। সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন, ওই রাতে থানায় তাঁর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়েছিল পুলিশ। এদিন হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, ওই রাতে থানার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষিত করে তা আদালতে জমা দিতে হবে। সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আইনজীবী আকাশদীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘এদিনের নির্দেশেই স্পষ্ট, সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে আসলে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকেই গ্রেফতার করা হয়েছিল।’

পুরুলিয়ার সাইবার ক্রাইম থানায় গত ২৩ সেপ্টেম্বর সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন আইনজীবী তথা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পুরুলিয়া জেলার কার্যকরি সভাপতি প্রণব দেওঘরিয়া। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কুরুচিকর ও ভিত্তিহীন বক্তব্যের অভিযোগ আনা হয় সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে গত কয়েক মাস ধরে ঝাঁঝালো সমালোচনা করছিলেন কংগ্রেস মুখপাত্র সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি ইউটিউব চ্যানেলও খুলেছিলেন তিনি। সেখানে নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় শাসক দলের ধারাবাহিক সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করার জন্য এর আগে সন্ময়বাবুর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল নন্দীগ্রাম থানায়। শুভেন্দুবাবুর এক অনুরাগী সেই মামলা করেছিলেন। কিন্তু ওই ঘটনায় সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের উকিলের মাধ্যমে চিঠি দিয়ে পরিবহণমন্ত্রীর কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে নেন। তারপর নন্দীগ্রামে দায়ের করা মামলাটি নিয়ে সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুলিশ আর হেনস্থা করেনি বলেই খবর।

মহারাষ্ট্রের নাটকে প্রকট গণতন্ত্রের বিপন্নতা

অপূর্ব দাস

মহারাষ্ট্র দেশের ধনীতম রাজ্য। রাজধানী মুম্বাই সেরা বাণিজ্য নগরী। বলিউড এখানে। ফ্যাশনের জগতেও অগ্রণা। সদ্য এই পশ্চিমি কেতাদুরস্ত দিনরাত জেগে থাকা সপ্রাণ শহরে যে রাজনীতির মহানাটক অভিনীতি হল তা জমজমাট চিত্রনাট্যকেও হার মানিয়ে দেয়। রাজ্যের সরকার গঠন নিয়ে এই নাটকে ছোটবড় ভূমিকায় কড়িয়ে পড়েন দেশের বাঘা বাঘা রাষ্ট্রনেতা থেকে রাজনৈতিক দলের স্তম্ভস্বরূপ নায়করা। রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী থেকে পোড়খঅওয়া রাজনীতিক ও দুঁদে আইনজীবীরা ও বাদ যাননি। সর্বোপরি ছিলেন শীর্ষ আদালতের তিন বিচারপতি। তিন দিনের নাটকের নিট ফল বিজেপির মুখে পুড়েছে। কলঙ্কের কালি লেগেছে মোদির উজ্জ্বল ভাবমূর্তিতে। সুপার চাণক্যনীতিতে অভিজ্ঞ অমিত শাহ কিস্তিমাত হয়েছেন শারদ পাওয়ার ও উদ্ধব ঠাকরের মারকাটারি চালে। কোনও রাজ্যে ত্রিশঙ্কু ফলে হলে সেখানে কলকাঠি নেড়ে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠার লেখায় অমিত শাহের হাতযশের কারণে ‘আধুনিক চাণক্য’ নামে অভিহিত হয়েছেন। সেই কৌশলী গুজরাতি নেতাকে টেক্কা দিলেন মারাঠা হিরো ৭৯ বছরের শারদ। ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির প্রধান শারদ পাওয়ার তাঁর ভাইপো অজিতকে হেলেন অফ ট্রয়ের ট্রোজান হার্সের মতো ব্যবহার করে বিজেপির গর্বকে চূর্ণ করে দিয়েছেন পেশাদারি দক্ষতায়। আদরের ভাইপো ‘মহান’ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে আবার তাঁর পক্ষপুটে ফিরে এসেছেন বীরের মতো। প্রিয় ভাইপোর জন্য খুড়ো যথাযোগ্য পুরস্কারও ভেবে রেখেছেন। বলাই বাহুল্য, তা হল উপমুখ্যমন্ত্রীত্ব। মন্ত্রিসভায় উদ্ধারের পরেই আসন হবে তাঁর।

মহারাষ্ট্রে যে বাস্তব কুনাট্য হয়ে গেল তা কিন্তু হওয়ার কথা নয়। বিজেপি এখানে আত্মঘাতী গোল খেয়েছে অহঙ্কারের বশে। নির্বাচনের আগে ৩০ বছরের শরিক শিবসেনার সঙ্গে জোট বেঁধে নেমে মানুষের সমর্থনে দ্বিতীয়বার সরকার গড়ার জনাদেশ পায়। কিন্তু ‘একা ছড়ি ঘোরার, শরিকদের দাবি শুনব না, মান্যতা দেব না’ এই জমিদারি সুলভ আচরণ রাজনীতিতে এখন অচল। যেটা ইন্দিরা ও রাজীব গান্ধি আমলেও ঘটেছে। বিজেপি সেই একই ভুল করেছে শরিকি আঞ্চলিক দলকে যোগ্য সম্মান না দিয়ে। ইন্দিরা ১৯৮০-তে তখতে ফিরে এসে শারদ পাওয়ারকে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে আক্রোশ মেটান। শারদের অপরাধ ছিল তিনি ইন্দিরার বিরুদ্ধে জনতা দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। সবটা ছিল বদলার রাজনীতি। বিজেপি শীর্ষ

নেতৃত্বও শিবসেনার ৫০-৫০ দাবিতে কর্ণপাত না করে দেবেন্দ্র ফড়নবিশের কথায় নেচে বেইজ্জতের একশেষ হয়েছে। অজিত পাওয়ার যে গেম খেলেছেন তা যেন আগে থেকে ছবে বাঁধা চিত্রনাট্য। একটু তলিয়ে ভাবলেই ধরে ফেলা যায় কিন্তু দেবেন্দ্র ও দিল্লির বিজেপি নেতৃত্বের চোখে সেটা ধরা পড়েনি। ভুলের খেসারত তাকে দিতেই হবে। বুলের খেসারত তাকে দিতেই হবে। মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্য হাতছাড়া হয়েছে। তিন শরিকি সরকারের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে কোন্দল না হলে বিজেপিকে আগামী পাঁচ বছর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে। উদ্ধারের বানুমতীর খেল দেখতে হবে। উদ্ধারের ভানুমতীর খেল দেখতে হবে। এটা বালাসাহেব পুত্রের কাছে বিশাল চ্যালেঞ্জের। মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন শিবসেনার প্রধান বা তাঁর পুত্র আদিত্য। এখন বিজেপি আহত বাঘের মতো হলেও মানতেই হবে রাজ্যের মসনদ ‘মাতশ্রীর’ কর্তার মুঠোয়। ফলে বিজেপি নেতৃত্বের বিচক্ষণতা এখন প্রশ্নচিহ্নের মুখে। এহো বাহ্য। মোদির শাহ জুটির অপ্রতিরোধ্য সাফল্য, তাঁদের ধুরন্ধর রাজনৈতিক কৌশল মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায় হয়ে উঠেছিল। সেই দুর্ভেদ্য দেওয়ালে জব্বর ধাক্কা লাগল। মহারাষ্ট্রে চুপিসারে ক্ষমতা দখলের জন্য রাতের আঁধারে রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির মতো উচ্চ ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের অফিস ব্যবহার করে যে অনুচিত কাজ হয়েছে তা নিশ্চয় হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন এনডিএ সরকারের সর্বাধিক শক্তিধর দুই ব্যক্তি। তাঁদের সিদ্ধান্ত যে হঠকারী তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। মোদির উচিত ছিল শিবসেনা, কংগ্রেসও এনসিপিকে খেলতে দিয়ে ময়দান ছেড়ে দেওয়া। ভবিষ্যতে ডিভিডেন্ড লাবের আশায় সাইড লাইনের ধারে বসে ওদের ‘দম’ পরখ পরখ করতে পারত গেরুয়া দল।

আর একটা দিক থেকেও মোদির ঝটকা লেগেছে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত নীতি হল দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই। রাজ্যের সেচমন্ত্রী থাকাকালীন অজিত প্যায়ারের বিরুদ্ধে হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির মামলা রয়েছে। নির্বাচনী প্রচারেও ফড়নবিশ অজিতকে রেহাই দেবেন না বলে তোপ দাগেন। সেই অজিতের সঙ্গে সমঝোতা করে রাতারাতি সরকার গড়ার ঘটনায় শুধু তাঁকে প্রশ্রয় দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। অজিতের নামে যে আটটা মামলা রয়েছে তাও রদ করা হয়েছে ২৪ ঘমটার মধ্যেই। নিট ফল কী? মোদির দুর্নীতি বিরোধী ভাবমূর্তি ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে। গেরুয়া শিবিরের বিপদের আরও দিক রয়েছে। এনডিও জোট ছেড়ে শিবসেনার বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনায় অন্য শরিকরা সুযোগ পেলেই বৃহত্তর শরিকের বিরুদ্ধে ফোঁস করতে পারে। যেমন বিহারে নীতীশ কুমার জেডিইু মুখিয়ে থাকবে আখের গোছাতে। সংযুক্ত জনতা দলের মতো অন্য শরিকের মধ্যেও যে কোনও অজুহাতে অসন্তোষ দানা বাঁধতে পারে। আরও একটা দিক থেকে ভাবনাচিন্তা করার সময় এসেছে। মহারাষ্ট্রের নয়া জোটের পরীক্ষা যদি সফল হয় তাহলে কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোট ফের চাঙা হয়ে উঠতে পারে। দেশের রাজনীতি নয়া খাতে বইতে পারে। নতুন ঐক্য দানা বাঁধাতে পারে। সবটাই অবশ্য সম্ভাবনার দিক। রাজনীতিতে না বলে কিছু নেই। এর উল্টো ফলও হতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে সমকক্ষ বিরোধী শক্তি থাকা বাঞ্ছনীয়। বিরোধী শক্তিকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে শারদ পাওয়ার শক্তিশালী নেতা হিসাবে উঠে আসতে পারেন। কারণ যে লেভেলে উঠে তিনি মহারাষ্ট্রে রাজনীতির হাওয়া নিজের অনুকূলে টেনেছেন তাতে তিনি প্রমাণ করেছেন যে পুরনো চাল ভাতে বাড়ে।

মোদি আরও একটি গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন মুম্বাই এপিসোডে। প্রথম দাফায় ২০১৪-তে তিনি সংসদে প্রবেশের সময় সদর ফটকের সিঁড়িতে প্রণাম করেন। দ্বিতীয় দফায় তিনি সংবিধানকে প্রণাম করে শপথ নেন। যে সংবিধানের ভারতের গণতন্ত্র সুরক্ষা ও মজবুত করার নানা বিধিবিধান সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে তাতে মহারাষ্ট্রের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ কোথায় গিয়ে ঠেকল? জনগণের রায়ের কি মর্যাদা দিলেন শাসক ও বিরোধী পক্ষের নেতারা? নৈতিকতা ও আদর্শ সব আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে ফেলা হল। সুবিধাবাদী রাজনীতি আসার জাঁকিয়ে বসল। মহারাষ্ট্রে রাজ্যপালকে ব্যবহার করা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। রাজ্যপালকে দিয়ে ভারতীয় সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা অবশ্য নতুন নয়। বিজেপি এখানে ‘সার্জিক্যাল স্ট্রাইক’ চালিয়েছে বলে উল্লেখ করা হচ্ছে কিন্তু কংগ্রেস আমলেও বহুবার উল্লঙ্ঘন হয়েছে। অনেকের মনে আছে, ১৯৯৮ সালে উত্তরপ্রদেশের কল্যাণ সিং সরকারকে রাজ্যপাল রমেশ ভাণ্ডারীকে দিয়ে অনৈতিক উপায় সরিয়ে দিয়ে কংগ্রেসের জগদম্বিকা পালকে নতুন মুখ্যমন্ত্রী করা হয়। এলাহাবাদ হাইকোর্ট রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেয়। অনশন ভেঙে বিজেপির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য অটলবিহারী বাজপেয়ী ২২ ফেব্রুয়ারি অনশ প্রত্যাহার করে আদালতের রায়কে রাজ্যপালের গালে চড় বলে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, এতে বিচারব্যবস্থা ও গণতন্ত্রে ওপর মানুষের আস্থা বাড়বে। নৈতিকতার দিক থেকেও দারুণ জয়। সেই ঘটনারই যেন পুরনাবৃত্তি হল। শুধু প্রেক্ষাপট একটু ফারাক। মহারাষ্ট্রে ঘটনায় রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। এই রায়ের সুবাদে একদিকে যেমন গণতন্ত্র রক্ষা পেল তেমনি বিধায়ক কেনাবেচার খেলা আটকানো সম্ভব হয়েছে আস্থাভোটে গোপন ব্যালট রদ করার নির্দেশে। যদিও কেনারাম বেচারামদের খেলা অনেক পুরনো। এখন আইনের জন্য কৌশল বদলেছে, টাকার অঙ্কও বেড়ে গেছে।

সবদিক থেকে দেশের এক বিপন্ন রাজনৈতিক চিত্র ফুটে উঠেছে মহারাষ্ট্রে ঘটনা। নির্বাচনে একক দল হিসাবে কেউ গরিষ্ঠতা না পেলে সরকার গঠনে সমস্যা দেখা দেয়। আবার জোট করে ভোটে গিয়েও স্বার্থের খাতিরে জোট ভেঙে যেতে পারে। যেমন মহারাষ্ট্রে হল। নতুন জোটের মিলিজুলি সরকারহলেও কতদিন টিকবে তা কেউ জানে না। কেন্দ্র বা রাজ্যে এই সমস্যা হতে পারে। কারণ জনগণের রায় কী হবে তা যেমন কেউ জানে না, তেমনি ঘন ঘন নির্বাচনের দিকে জনগণকে ঠেলে দেওয়াও যায় না। অবধারিতভাবে চলে আসে জনপ্রতিনিধি কেনাবেচার মরশুম। এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিপন্নতা থেকে উদ্ধার করতে জনগণকেই আরও সচেতন হতে হবে। এছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। কড়া দাওয়াই আমজনতারই হাতে। কারণ জনগণই গণতন্ত্রের শেষ কথা। রাজনৈতিক দলগুলোর একমাত্র ভয়ডরের জায়গা। ভোটদানের সময় ঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি।

শেষ করি মহারাষ্ট্রে কথা দিয়ে, ফাটকা খেলে বাজি জিতেছেন উদ্ধব। আগডুম বাগডুব কথা বলার ধাত ছেড়ে, জাতপাত ও ভাষা রাজনীতির কোটর ত্যাগ করে অসাম্প্রদায়িক জনমুখী সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে তাঁকে। সোনিয়া গান্ধি দূরত্ব বজায় রেখে সাফাই দিয়ে রেখেছেন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পড়ে জোটে যাওয়ার। দুই শরিক দলের সঙ্গে তালমিল রেখে চলার মতো জাদুকরের মুন্সিয়ানা চাই তাঁর। সময়ের সঙ্গে অসম জোটের সেটিং হয়ে গেলে দেশের রাজনীতি বইতে পারে অন্য খাতে। নচেৎ ওঁত পেতে থাকা জখমি শের এর থাবায় রক্তাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সাধু সাবধান।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

প্রচার ও মোমবাতি মিছিলে কাজ হবে না

সুতীর্থ চক্রবর্তী

২০১২ সালে দিল্লিতে নির্ভয়ার ঘটনার পর ২০১৩ সালে দেশে ধর্ষণের অভিয়োগ বেড়ে গিয়েছিল ২৬ শতাংশ। তথ্যটি খুবই উদ্বেগজনক। নির্ভয়ার ঘটনা তোলপাড়া করেছিল দেশকে। তার প্রধান কারণ অবশ্যই ওরকম ভয়াবহ ও অবশ্যই ওরকম ভয়াবহ ও পাশবিক ঘটনার নজির খুব একটা নেই। নির্ভয়া কাণ্ডের পর সরকারি স্তরেও কিছু পদক্ষেপ করা হয়। ধর্ষণ ও নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ দমনে আইন কঠোর হয়। পুলিশ যাতে প্রতিটি ক্ষেত্রে যাথাযথ অভিয়োগ গ্রহণ করে ব্যবস্থা নেয়, তা সুনিশ্চিত করার আশ্বাস দেওয়া হয়। তৎসত্ত্বেও মাত্র একবছরের সময়ে ধর্ষণের অপরাধ এতটা বেড়ে যাওয়ার উদ্বেগ বাড়তে থাকে। সেই সময় সরকারের তরফে একটা সাফাই দেওয়ার চেষ্টা চলে এই মর্মে যে, নির্ভয়া কাণ্ডের পর সরকারি স্তরে করা পদক্ষেপ আন্দোলনের ফলে তৈরি হওয়া চেতনার কারণেই ধর্ষণের অভিযোগ আগের চেয়ে বেশি শংখ্যায় থানায় নথিভুক্ত হচ্ছে। তাতেই সংখ্যাটা একবছরে এত বেড়ে গিয়েছে।

এই ধরনের ‘সাফাই’ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এটা ঠিক যে, ধর্ষণ বা নারীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধগুলি বহুক্ষেত্রে নানা আর্থ-সামাজিক কারণে থানা পর্যন্ত পৌঁছয় না। কিন্তু যে বাধাগুলির জন্য একজন নির্যাতিতা থানা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন না, সেই বাধাগুলি নির্ভয়া কাণ্ডের পর মাত্র একবছরেই দূর হয়ে গিয়েছে, এমন ভাবাটা পুরোপুরি অবাস্তব। নারীর ক্ষমতায়ন ছাড়া এই সমস্যাটা কোনভাবেই কমা সম্ভব নয়।

নারীর ক্ষমতায়ন একটা দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া। সেই ক্ষমতায়ন এত অল্প সময়ে ঘটবে কীভাবে? নির্ভয়া কাণ্ডের পরেও আমরা দেশে বহু মহিলাকে গণধর্ষণের শিকার হয়ে নৃশ্যংসভাবে খুন হতে দেখেছি। ঘরের কাছে কামদুনির ঘটনা যার অন্যতম উপদাহরণ। পাশবিকতা ও বর্বরতায় যা কোনও অংশ নির্ভয়া কাণ্ডের কম নয়। এবারদেখা গেল, তেলেঙ্গানার পশু চিকিৎসককে গণধর্ষণের পর নির্মমভাবে হত্যা করে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা। এসব ঘটনা তো বলে দেয়। নির্ভয়ার পর সরকারি স্তরে পদক্ষেপ বা সিবিল সোসাইটির আন্দোলন পরিস্থিতির কোনও বদল ঘটাতে পারেনি। বরং সমাজে নারীর নিরাপত্তা অনেক কমেছে। অর্থাৎ, ২০১২ তেকে ২০১৩-র মধ্যে দেশে ধর্ষণের অভিয়োগ ২৬ শতাংশ বেড়ে যাওয়ার একেবারে কঠোর বাস্তব বই কিছু নয়।

কিছুদিন আগে একটি মার্কিন সংস্থর সমীক্ষা দেখিয়েছিল, পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত পুরুষদের মধ্যে নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ করার প্রবণতা দু’গুণ বেশি। পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত পুরুষরা যদি মদ্যপান করে, তাহলে তাদের মধ্যে নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ ঘটানোর প্রবণতা বেড়ে ৩.৪৬ গুণ হয়।

২০১২থেকে ২০১৩ -র মধ্যে দেশে ধর্ষণের অভিযোগ ২৬ শতাশ বৃদ্ধির পরিসংখ্যান কোনও অসামঞ্জস্য মনে হবে না যদি সমাজে বেনে চলা পর্নোগ্রাফি ও মদ্যপানের প্রতি আসক্তির দিকে আমরা তাকেই। ‘ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড বুর্যো’-র তথ্য বলছে, গত

বেশ কয়েক বছর ধরে ধর্ষণ ও নারীর বিরদ্ধে অপারধ এইভাবে ২৫-২৬ শতাংশ হারেই বাড়ছে। এই বৃদ্ধির এক এবং একমাত্র কারণ হল সমাজে অপারধপ্রবণতা বৃদ্ধি, যা কোনও আইন কঠোর করে ঠেকানো সম্ভব নয়। বা শুধু মাত্র প্রচার ও মোমবাতি মিচিল করেও কাজ হবে না। যার মূলে রয়েছে, পর্নোগ্রাফি ও মদের প্রতি সমাজের আসক্তি। তেলেঙ্গানার ঘটনা নিয়ে জোর হইচই শুরু হয়েছে দেশের সংসদে। সাংসদ ও অভিনেত্রী জয়া বচ্চান সংসদে তাঁর ভাষণে হতাশা ব্যক্ত করে বলেছেন, ‘পুলিশ ব্যবস্থা না নিতে পারলে ধর্ষকদের জনতার হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। তারা শিক্ষা দেবে। সংসদে জয়া বচ্চন একজন মহিলা হিসাবে যে হতাশা ও অসহায়তা ব্যক্ত করেছেন, তা গত কয়েক দিন ধরে দেশের সব বয়সের মহিলাদের কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে। গোটা দেশ থেকে নারীকণ্ঠে এক অস্ফুট আর্তনাদ উঠে আসছে---‘কেন আমরা নিরাপদ নই?’ নির্ভয়া কাণ্ডের পর হরিয়ানা, রাজস্থান সহ দেশের কয়েকটি রাজ্যে ধর্ষণের সাজা মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু তাতেও কি পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়েছে? পরিসংখ্যানই তো বলছে, হয়নি।

পর্নোগ্রাফিতে আসক্তি বাড়ার পিচনে ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের যে একটা ভূমিকা রয়েছে তা অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। বিশেষ করে অল্পবয়সিদের মধ্যে। হাতের মুঠোয় পর্নোগ্রাফি দেখা সুযোগ দু’আড়াই দশক আগেও কল্পনার অতীত ছিল। একই সঙ্গে সমাজে বাড়ছে মদ্যপানের প্রবণতা। প্রকাশ্যে রাস্তায় বসে মদ্যপানও একন সমাজ বৈধতা দিয়ে দিচ্ছে। পুলিশের হাতে এসব ঠেকানোর আইন থাকলেও তা প্রয়োগের কোনও তৎপরতা নেই। তেলেঙ্গানা ঘটনার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রকাশ্যস্থানে মদ্যপানের একটা ভূমিকা রয়েছে। ধর্ষকরা সকলে টোল প্লাজার কাছে একটি খোলা জায়গায় বসে মদ্যপান করছিল। সেখানে বসে মদ্যপান করতে করতেই টোল প্লাজায় স্কুটি নিতে আসা তরুণী চিকিৎসককে তারা ধর্ষণের ছক কষে। নির্ভয়া, কামদুনি ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই প্রকাশ্যস্থানে বসে দুষ্কৃতীদের মদ্যপানের বিষয়টি যুক্ত রয়েছে। স্মার্টফোনে পর্নোগ্রাফির রমরমা ও প্রকাশ্যস্থানে মদ্যপানকে প্রশ্রয় দেওয়ার মতো আইনি শিতিলতাকে রোখার ক্ষেত্রে কিন্তু পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা রয়েছে। দাঙ্গা, রাজনৈতিক হিংসা ঠেকানোর জন্য সরকারকে আমরা হামেশাই ইন্টারনেট বন্ধ করতে দেখছি। তাহলে যুবসমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রুখতে কেন দেশে পর্নোগ্রাফির অবাধ প্রদর্শনের উপর নিয়ন্ত্রণ আসবে না। কলকাতায় পরপর ঘটে যাওয়া পঞ্চসায়র ও কালীঘাটে গণর্ষণের ক্ষেত্রেদেখা গেল জড়িয়ে নাবালকরা। এই নাবালকরা একদিকে যেমন নেশার শিকার, তেমনই পর্নেগ্রাফিতে আসক্ত। পর্নোগ্রাফির প্রতি আসক্তি এদের কাছে নারীকে শুধু যৌনসম্ভোগের বস্তু’ হিসাবে তুলে ধরে। যৌন অপারধ সংগঠন উদ্বুদ্ধ করে।

দু’দশকে বেশি আগে হরিয়ানায় বিধানসভা ভোট কভার করতে গিয়ে দেখেছিলাম মদ ‘নিষিদ্ধ’ -করাকে ভোটে ইস্যু করেছেন জাঠ নেতা বংশীলাল। গ্রামে গ্রামে মহিলাদের মধ্যে তাঁর দলকে ভোট দেওয়ার বিষয়ে তুমুল উৎসাহ। কারণ এই মহিলারা সকলেই মদ্যপ স্বামীদের গার্হস্থ্যে হিংসার শিকার। কিছুদিন আগে বিহারে ভোট কভার করতে গিয়েও একই অভিজ্ঞতা হয়েছে। মদি নিষিদ্ধ করেছেন বলে এই রাজ্যে মহিলাদের মধ্যে অসম্ভভ জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

মঙ্গলবার মার্কফেডের আয়োজিত প্রতিনিধি সম্মেলনে অনুষ্ঠান মঞ্চে রয়েছেন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস। ছবি- নিজস্ব।

ভারত থেকে অবৈধ কাউকে ঢুকতে দেবে না বাংলাদেশ :স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ০৩।। বাংলাদেশি ছাড়া কাউকে ভারত থেকে দেশে ঢুকতে দেয়া হবে না বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল। সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বাংলাদেশের নাগরিক ছাড়া কাউকে ভারত থেকে দেশে ঢুকতে দেব না। যদি বাংলাদেশি নাগরিক নিশ্চিত হয় তাহলে বিবেচনা করে দেখা হবে। ভারত থেকে বাংলাদেশে পুশ ইনের খবরে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি। যারা আসতে চাচ্ছেন তারা বাংলাদেশি কি না নিশ্চিত নই। তারা চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বিজিবি তাদের ঢুকতে দেয়নি। সংখ্যায় হবে কয়েক শ। আগেও ভারত ২৫-৫০ জন করে পুশ ইন করার চেষ্টা করেছে, যোগ করেন তিনি।

মায়ানমারের রোহিঙ্গারা যারা বিভিন্নভাবে ভারতে ঢুকে গিয়েছিলেন তারা বাংলাদেশে আসতে চাচ্ছিলেন উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, সুনিশ্চিত না হয়ে কাউকে দেশে ঢুকতে দেব না। আমাদের দেশের সুনিশ্চিত নাগরিক হলে তাদের কীভাবে গ্রহণ করব সেটা আমরা দেখব। ভারতে গিয়ে ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় জটিলতায় পড়ে ফিরতে দেরি হওয়া বাংলাদেশি নাগরিকদের অবশ্যই গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি। ভারতের পুশ ইনের চেষ্টা উসকানিমূলক নয় জানিয়ে আসাদুজ্জামান বলেন, যদি হাজার হাজার বা শত শত হতো তাহলে আলোচনার বিষয় হতো।

কিন্তু এখানে অল্প সংখ্যক মানুষ। তাছাড়া, এ বিষয়ে ভারত এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনো চিঠি দেয়নি। মানুষজনকে জোর করে ভারত থেকে বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত কিছু জানায়নি। তাহলে জোর করে পাঠাচ্ছে কেন বলব? পুশ ইন আগের চেয়ে কিছুটা বেড়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করে মন্ত্রী বলেন, তবে কোনো ভারতীয় নাগরিক পুশ ইনের মাধ্যমে এখানে আসবে বলে আমরা মনে করি না।

হলি আর্টিজান হামলা মামলার রায়ের দিন আসামির প্রকাশ্যে আইএসের টুপি পরা প্রসঙ্গে আসাদুজ্জামান বলেন, এ বিষয়ে তদন্ত হচ্ছে। কীভাবে টুপি পেল তা জানার চেষ্টা চলছে। কেউ না কেউ তো দিয়েছে...আমরা যতটুকু দেখেছি কারাগার থেকে এমন কিছু আসেনি বলে কারা কর্তৃপক্ষ বলছে।

পুলিশ বলছে তারাও এটা সরবরাহ হতে দেখেনি। কাজেই কীভাবে আসল তা তদন্ত ছাড়া বলতে পারব না। তবে সবই বেরিয়ে আসবে। এ ঘটনায় কোনো উদ্বেগ না দেখা মন্ত্রী বলেন, এতে উদ্বেগের কী আছে? তারা সব সময় বলছেন তারা সেই মতাদর্শী। আমরা বলেছি এটা আমাদের দেশে নেই। দেশে আইএসের কোনো ঘাঁটি নেই, কোনো কিছুই নেই। এ মতাদর্শ যারা বিশ্বাস করেন বা বলেন তাদের সবাই ধরা পড়েছে। তারা টুপি পকেটে নিয়ে রেখেছেন বা কীভাবে পেয়েছেন সেটি না জেনে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলতে পারছি না। পরবর্তীতে আমরা এটি জানিয়ে দেব। গুলিতে বিএসএফ সদস্যের মৃত্যুর ঘটনায় সংশ্লিষ্ট বিজিবি সদস্যকে কোর্ট মার্শালের মুখোমুখি হতে হচ্ছে বলে ভারতীয় গণমাধ্যমে যে সংবাদ এসেছে সে বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, ভারতীয় গণমাধ্যম যা বলছে সে সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আমরা ততটুকু জানি যা ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের জানায়। ভারতের গণমাধ্যম কী বলছে তা আনুষ্ঠানিকভাবে জানি না। যখন জানব তখন ব্যবস্থা নেব।

ইভিএম: ভারত-ব্রাজিলের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় করবে বাংলাদেশের ইসি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ০৩।। বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের (ইভিএম) ব্যবহার ক্রমে বাড়াচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন না হওয়ায় আত্মবিশ্বাসও বেড়েছে সংস্থাটির। এ অবস্থায় ভারত ও ব্রাজিলের সঙ্গে ভোটযন্ত্রটির অধিকতর ব্যবহারের লক্ষ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

ইসি কর্মকর্তারা জানান, ২০১৯ সালের ২ মার্চ একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডেকেছে সংস্থাটি। রাজধানী ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে। এটি আয়োজন করছে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ। এতে অংশ নেবে সার্কের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর নির্বাচন কমিশনও।

এ বিষয়ে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের অফিসার ইনচার্জ স্কোয়াড্রন লিডার কাজী আশিকুজ্জামান বলেন, সম্মেলনটি আয়োজন করার মূল লক্ষ্য হচ্ছে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ। বর্তমানে সফলভাবে ভোটযন্ত্রটি ব্যবহার করছে ভারত ও ব্রাজিল। তাই তাদের অভিজ্ঞতাটা নেওয়া হবে। অন্যদিকে আমাদের অভিজ্ঞতাটাও নিতে পারবে তারা। এ পর্যন্ত যেসব জায়গায় ইভিএমে ভোটগ্রহণ করা হয়েছে, সেসব নির্বাচনের প্রার্থীরা সম্মেলনে অংশ নেবেন। এক্ষেত্রে সিটি করপোরেশন, উপজেলা ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলোর যেখানে ইভিএম ব্যবহার করা হয়েছে, সেসব নির্বাচনের প্রার্থীরা থাকবে। এই অর্থে দলগুলোর উপস্থিতি থাকবে। ভারত, ব্রাজিল ছাড়াও সার্কভুক্ত দেশগুলোর নির্বাচন কমিশন নিয়ে গঠিত সংগঠন ফোরাম অব ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট বডিস অব সাউথ এশিয়ার (ফেমবোসা) সদস্য হিসেবে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপও সম্মেলনে অংশ নেবে। ২০১০ সালে যখন ইভিএম ব্যবহারের প্রচলন শুরু করে এটিএম শামসুল হুদার কমিশন। সে সময় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে ১২ হাজার টাকা করে প্রায় সাড়ে ১২শ ইভিএম তৈরি করে নেয়। ওই কমিশন এই যন্ত্রে ভোট নিয়ে সফলও হয়। পরবর্তীকালে কাজী রকিবউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন কমিশন রাজশাহী সিটি নির্বাচনে ২০১৫ সালে ভোট নিতে গেলে একটি মেশিন বিকল হয়ে পড়ে। সে মেশিনটি পরে আর ঠিক করতে পারেনি কমিশন। এমনকি বিকল হওয়ার কারণও উদ্ধার করা যায়নি। ফলে ওই মেশিনগুলো নষ্ট করে নতুন করে আরও উন্নত প্রযুক্তি ইভিএম তৈরির নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় তারা। কেএম নূরুল হুদার বর্তমান কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পর সেই সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় ২ লাখ ২০ হাজার করে ইভিএম তৈরি করে নিচ্ছে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি থেকে। অধিকতর দামি বা উন্নত ইভিএম দিয়ে ভোটগ্রহণ প্রথম শুরু হয় ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে রংপুর সিটি নির্বাচনের মাধ্যমে। সে নির্বাচনে সফলতার পর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও ছয়টি আসনে এই ভোটযন্ত্রে ভোটগ্রহণ করে ইসি। কোনো সমস্যা বা ত্রুটির মুখে না পড়ায় পরে সব নির্বাচনেই এ যন্ত্র ব্যবহার করছে সংস্থাটি।

রিজার্ভ চুরি: জরিমানার অর্থ ফিরিপাইনের কাছে চায় বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ০৩।। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশনকে (আরসিবিসি) করা জরিমানার ২ কোটি মার্কিন ডলার ফিলিপাইনের কাছে চেয়েছে বাংলাদেশ। সেই সাথে চুরিতে জড়িতদের পরিচয় জানতে চাওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার রাজধানী ঢাকায় দুই দেশের মধ্যে দ্বিতীয় ফরেন অফিস কনসালটেশন-এ বিষয়গুলো উত্থাপন করে বাংলাদেশ। বৈঠক শেষ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় সচিব (এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল) মাসুদ বিন মোমেন সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা দাবি জানিয়ে বলেছি যে আপনারা (ফিলিপাইন) অন্তত জরিমানার ওই অর্থটা আমাদের দিতে পারেন...এ জরিমানা তো একই ঘটনার (রিজার্ভ চুরি) কারণে করা হয়েছিল। বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব দেয়া মাসুদ বিন মোমেন আরও জানান, কিছু অপরাধীর তথ্য ও পরিচয় এবং কিছু আর্থিক তথ্য চাওয়াসহ বেশ কয়েকটি বিষয়ে তারা ফিলিপাইনের সহযোগিতা চেয়েছেন। যদি এ দুটি বিষয় সমাধান হয় তাহলে এখানে দায়ের করা মামলায় অভিযোগপত্র দিতে বাংলাদেশের সুবিধা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমাদের ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।

মাসুদ বিন মোমেন বলেন, অপরাধীদের পরিচয় সরবরাহ এবং অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে ফিলিপাইন। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় ফিলিপাইনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ২১.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার জরিমানা করেছিল আরসিবিসিকে। মাসুদ বিন মোমেন জানান, ফিলিপাইন থেকে কিছু টাকা পাচার হয়ে যাওয়ায় সে বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে তদন্ত চলছে। হ্যাকাররা ২০১৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন ব্যবস্থায় প্রবেশ করে নিউইয়র্কেও ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে ১৯৪ কোটি মার্কিন ডলার পরিশোধের ৭০টি ভুয়া নির্দেশ দেয়। তবে তারা ১০ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার চুরি করতে সক্ষম হয়। জরিমানার অর্থের বিষয়ে ফিলিপাইন বলছে, ব্যাংকিং আইন লঙ্ঘন করার দায়ে এ জরিমানা করা হয়েছে। এর সাথে বাংলাদেশের অর্থ চুরির সরাসরি সংযোগ নেই বলে দাবি দেশটির। কিন্তু আমরা আমাদের দাবি জানাচ্ছি,' উল্লেখ করে মাসুদ বিন মোমেন বলেন, এখানে আইনি জটিলতা থাকায় তারা ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছেন। বিষয়টি সমাধানের সময়সীমা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। কারণ, আইনি প্রক্রিয়ায় তাদের হাত নেই। তবে দুই দেশের মধ্যে শক্তিশালী সহযোগিতা হয়তো সমাধান এনে দিতে পারে। বিষয়টি আপসে সমাধান প্রসঙ্গে ফিলিপাইনও একমত বলে জানান তিনি। এক প্রশ্নের জবাবে মাসুদ বিন মোমেন বলেন, উভয় পক্ষ বৈঠকে স্বাস্থ্য, নার্সিং, কৃষি ও সমুদ্র সহযোগিতা বিষয়ে কয়েকটি সমঝোতা স্মারক বিনিময় করেছে।

শীত নেই তবুও শীতের পোশাকের পসরায় জমজমাট ওয়েলিংটন

কলকাতা,৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : শীত শীত ভাব কিন্তু কোথাও যেন শীতের অভাব ঊ অনেকটা যেন গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেলের মত ঊ ডিসেম্বর পরে গেলেও নেই ঠান্ডা ঊ তবে তাতে কি ক্যালেন্ডার বলছে এটা শীতকাল ঊ তাই শীত না থাকলেও শীতের পোশাকের পসরা সাজিয়ে কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে হাজির দোকানিরা ঊ

শীত কখন জাঁকিয়ে পড়বে তার জন্য শীতকাতুরে বাঙালির আর অপেক্ষা সইছে না ঊআগেভাগে শীতের আক্রমণ থেকে গা বাঁচাতে বাঙালি তাই হানা দিতে শুরু করেছে কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ঊ প্রতিবারের মত এবারেও ব্যস্ত রাস্তার একদিকের ফুটপাথ ধরে জাঁকিয়ে বসেছেন শীতবস্ত্রের পসারিরাঊ সংখ্যায় শতাধিক সেইসব বিপণীর রংবেরঙের সম্ভার ক্রেতাদের চাখ আটকাতে বাধ্য ঊ সকাল সকাল দোকানের ঝাঁপ খুলে একেবারে মেলার চেহারা নিয়েছে ওয়েলিংটন ঊ হাসি মুখে দোকানদারেরা ক্রেতার সামনে মেলে ধরতে থাকেন নানা দামের নানা ডিজাইনের শীতবস্ত্র ঊ কোনওটা পুরোপুরি উলের বুনটে ঠাসাঊ কোনওটা আবার ক্যাশমিলান দিয়ে তৈরি ঊ আর কোনও কোনও শীতবস্ত্রে চোখে পড়ে সুতোর কাজের বাহারি বুনন। সব কিছুর দাম সাধ্যের মধ্যেই ঊ ২০০-৩০০ টাকায় গা গরম করার মতো পোশাক যেমন সেখানে অনায়াসে মেলে, আবার একটু বেশি দামের শীতবস্ত্রের সংগ্রহও রয়েছে দোকানিদের কাছেঊ শীতবস্ত্রের পসরা নিয়ে দোকানিরা কেউ এসেছেন সুদূর কাশ্মীর থেকে, কেউবা মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, মানালি, সিমলাসহ বিহার, ছত্তিসগড় থেকেঊ এমনকি দার্জিলিং থেকে আসা দোকানিও আছেন এখানেঊ প্রতিবেশি রাষ্ট্র নেপাল, ভুটানের ব্যবসায়ীরাও সেই তালিকা থেকে বাদ যাননি ঊ পরিযায়ী পাখির মতো মাত্র ৩ মাসের জন্য কলকাতার বুকে পাড়ি জমান তাঁরা।

হাসনাবাদে দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ৩

হাসনাবাদ, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার বকুলতলা এলাকায় দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন এক স্কুল শিক্ষিকা সহ তিনজন। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকাল ১০টা নাগাদ।

এদিন সকালে হাসনাবাদ-লেবুখালী রোডে একটি অটোর সঙ্গে যাত্রীবাহী ছোটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় আহত হন যোগেশগঞ্জ হাইস্কুলের শিক্ষিকা মোহিনী রায় সহ তিনজন। তাঁদের উদ্ধার করে টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ওই শিক্ষিকার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনাস্থলে যায় হাসনাবাদ থানার পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটি আটক করেছে পুলিশ।

ভারতীয় জলসীমা ঢুকে চিনা জাহাজের সন্দেহজনক গতিবিধি

পোর্ট ব্লেয়ার, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : পোর্ট ব্লেয়ারের কাছে চিনা জাহাজের সন্দেহজনক গতিবিধি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে সেই জাহাজের পিছু নেয় ভারতীয় নৌবাহিনী। এরপর ওই জাহাজটির পিছু ধাওয়া করে ভারতীয় জলসীমায় বাইরে করে দেওয়া হয়। মঙ্গলবারের এই ঘটনায় গোটা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

এদিন ভারতীয় জলসীমার ভেতরে ঢুকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পোর্ট ব্লেয়ারের কাছে সন্দেহজনক অবস্থায় দেখা যায় চিনা জাহাজ শি ইয়ান-১। এরপরেই জাহাজটির পিছু নেয় নৌবাহিনী। মনে করা হচ্ছে আন্দামে অবস্থিত ভারতীয় নৌসেনার ঘাটির উপর নজরদারি চালাচ্ছিল এই জাহাজটি। সেই সংক্রান্ত তথ্যও একত্রিত করছিল ওই জাহাজটি। ভারতীয় যুদ্ধ জাহাজকে আসতে দেখে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় ওই জাহাজটি। পরে চিনা জলসীমায় ঢুকে পড়ে শি ইয়ান-১। জানা গিয়েছে পোর্ট ব্লেয়ারের পশ্চিমে এই জাহাজটিকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে কৌশলগত দিক দিয়ে আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এইদিক দিয়ে ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার উপর নজর রাখা যায়। অন্যদিকে চিনা প্রশাসনের দাবি সামুদ্রিক গবেষণার কাজের জন্য জাহাজটিকে সেখান মোতায়েন করা হয়েছিল।

ট্রেনের ধাক্কায় দাদু-নাতনির মৃত্যু, শিয়ালদহ মেইন শাখায় ব্যাহত রেল পরিষেবা

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): অফিসের ব্যস্ত সময়ে শিয়ালদহ মেইন শাখায় ব্যহত ট্রেন চলাচল। দমদম-বেলঘরিয়া স্টেশনের মাঝে ট্রেনের ধাক্কায় দাদু-নাতনির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সকালে রেল অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অবরোধের জেরে সকালের ব্যস্ত সময়ে শিয়ালদহ মেইন শাখায় ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়। চরম দুর্ভোগে পড়েন অফিস যাত্রীরা। অবরোধ চলাকালীন প্রতিবাদ করেছিলেন যাত্রীরা। অভিযোগ, প্রতিবাদ করায় যাত্রীদেরও মারধর করা হয়।

রেল সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকালে দমদম-বেলঘরিয়া স্টেশনের মাঝে রেললাইন পারাপার করার সময় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয় দাদু ও নাতনির। নাতনিকে নিয়ে রেললাইন পার হচ্ছিলেন ওই বৃদ্ধ। ট্রেনের ধাক্কায় দাদু ও নাতনির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। দমদম-বেলঘরিয়া স্টেশনের মাঝে অবরোধ শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অবরোধের জেরে শিয়ালদহ মেইন শাখার আপ ও ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে একাধিক ট্রেন। অফিসের ব্যস্ত সময় ট্রেন না চলায় চরম সমস্যার মধ্যে পড়েন যাত্রীরা। যাত্রীদের সঙ্গে অবরোধকারীদের বচসাও হয়। আড়াই ঘন্টা পর পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ ওঠে যায়।

রাতেই ফিলিপাইনে আঘাত হানল শক্তিশালী টাইফুন 'কাম্মুরি', নিহত এক

ম্যানিলা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : সোমবার রাতেই ফিলিপাইনে আঘাত হানল শক্তিশালী টাইফুন 'কাম্মুরি' (স্থানীয় 'টিসয়') ঊ কাম্মুরির আঘাতে মঙ্গলবার একব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যেমের খবরে জানা গেছে ঊ পাশাপাশি বহু বাড়ির চাল উড়ে গেছে, অনেক গাছও ভেঙে পড়েছে। এছাড়া, ৪৯৯টি বিমানের উড়ানের সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক আবহাওয়া দফতরের খবর অনুযায়ী মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকালে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় লুজন প্রদেশে আঘাত হানার কথা থাকলেও গতি বাড়িয়ে তা আগেই সোমবার রাতে ফিলিপাইনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় লুজন দ্বীপে আঘাত হানে ক্যাটাগরি-৪ মাত্রার টাইফুন কাম্মুরি। এর আগেই স্থানীয় সরকার প্রায় সোয়া দুই লাখ মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। তীব্র ঝড়ো বাতাসের কারণে অনেক ঘরের চাল উড়ে গেছে, ভেঙে গেছে অনেক গাছ। টাইফুন আক্রান্ত এলাকাসহ ম্যানিলার সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী মঙ্গলবার টাইফুনের কারণে ৩৩ বছর বয়সী একব্যক্তি নিহত হয়েছেন। একজন বেসামরিক প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা জানান, লুজন দ্বীপে নিজের ঘরের চাল মেরামত করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন ওই ব্যক্তি।

দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থার মুখপাত্র মার্ক টিম্বাল বলেন, দুর্যোগ মোকাবিলায় যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ায় মানুষের ক্ষয়ক্ষতি কমানো গেছে। এসময় দুর্যোগ মোকাবিলায় স্থানীয় সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা করেন তিনি।

ফিলিপাইনে চলমান সাউথইস্ট এশিয়ান গেমসেও ব্যাঘাত ঘটিয়েছে কাম্মুরি অনুষ্ঠানটি ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলার কথা রয়েছে। সময় বাড়ানো হবে কি-না এ ব্যাপারে কিছু বলা না হলেও সার্ফিং, কায়াক, পোলো, স্কেটবোর্ডিংসহ বেশকিছু ইভেন্ট পিছিয়ে দিয়েছেন আয়োজকরা।

অপরদিকে, ভারী বর্ষণ শুরু হওয়ায় আকাশপথে ভ্রমণসহ রাজধানী ম্যানিলার সব সরকারি দফতর বন্ধ রাখা হয়েছে। এছাড়া, মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকাল ১১টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টার জন্য ম্যানিলার নিনয় অ্যাকুইনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রায় ৪৯৯টি বিমানের যাত্রার সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিমানবন্দরটির চারটি টার্মিনালই বন্ধ থাকায় এক লাখ মানুষ দুর্ভোগে পড়েছেন। তবে, যেসব অঞ্চলে টাইফুন আঘাত হানেনি, সেসব অঞ্চলে বিমান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

নিম্নমুখী তাপমাত্রা পারদ, মরশুমের শীতলতম দিন কলকাতায়

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের পারদ-পতন তিলোত্তমায়ঊ মঙ্গলবার এক ধাক্কায় আড়াই ডিগ্রি নামল কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদঊ এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসঊ চলতি মরশুমে মঙ্গলবারই এখনও পর্যন্ত মরশুমের শীতলতম দিনঊ ধীরে ধীরে রাজ্যজুড়ে জাঁকিয়ে শীত পড়তে চলেছেঊ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়

স্কুটারে ধাক্কা বেপরোয়া ট্রাকের, মহারাষ্ট্রে মৃত্যু দম্পতি ও মেয়ের

থাণে (মহারাষ্ট্র), ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটারে ধাক্কা মারল বেপরোয়া একটি ট্রাকঊ মহারাষ্ট্রের থাণে জেলায় স্কুটার থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল দম্পতি এবং তাঁদের ৪ বছরের মেয়েরঊ মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে থাণে জেলার ডোম্বিভলি টাউনশিপের বিকাশ নাকা এলাকায়ঊ দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল-গণেশ চৌধুরী (৩২), তাঁর স্ত্রী ঊর্মিলা চৌধুরী (২৫) এবং তাঁদের মেয়ে হংসিকা (৪)ঊ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে দম্পতির ছেলে।

পুলিশ সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকাল দশটা নাগাদ ডোম্বিভলি টাউনশিপের বিকাশ নাকা এলাকায় একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটারে ধাক্কা মারেঊ ইটবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় স্কুটার থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান দম্পত্তি ও তাঁদের ছেলে-মেয়েঊ দুর্ঘটনাস্থলেই দম্পতি ও তাঁদের মেয়ের মৃত্যু হয়ঊ অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় ছেলেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ পুলিশ সূত্রের খবর, দুর্ঘটনার পর থেকেই পলাতক ঘাতক ট্রাকের চালকঊ মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অযোধ্যা মামলা থেকে বরখাস্ত রাজীব ধবন, ক্ষুব্ধ প্রবীণ আইনজীবী

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): অযোধ্যা মামলার রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানানোর প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হল প্রবীণ আইনজীবী রাজীব ধবনকেঊ অযোধ্যা মামলায় আইনজীবী রাজীব ধবনই সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড এবং অন্যান্য মুসলিম পার্টির হয়ে সওয়াল করেছিলেনঊ মঙ্গলবার বর্ষীয়ান আইনজীবী রাজীব ধবন ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, 'আমি জানি না কী এমন বাধ্যবাধকতা ছিল, কিন্তু এটা সঠিক যে আমাকে বরখাস্ত করা হয়েছেঊ আমি অসুস্থ বলে আমাকে বরখাস্ত করার কথা জানানো হয়েছেঊ তা মোটেও সঠিক নয়।

অর্থাতসোমবার সুপ্রিম কোর্টে 'জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ'-এর পক্ষ থেকে যে রিভিউ পিটিশন করা হয়েছে, তার সঙ্গে আর জড়িত নন আইনজীবী রাজীব ধবনঊ জমিয়তের মূল আইনজীবী (অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড) ইজাজ মকবুলঊ তাঁরই অধীনে কাজ করছিলেন অ্যাডভোটেক রাজীব ধবনঊ সোশ্যাল মিডিয়ায় আইনজীবী রাজীব ধবন লিখেছেন, 'বাবরি মামলা থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে আমাকে, মামলা থেকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি গ্রহণ করে চিঠিও পাঠানো হয়েছেঊ' আইনজীবী রাজীব ধবনের কথায়, 'পুনর্বিবেচনা অথবা মামলার সঙ্গে আমি জড়িত নইঊ অসুস্থতার কারণেই আমাকে মামলা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে, এ কথা সঠিক নয়।

রবীন্দ্রভারতীর ছাত্র সংসদ নির্বাচনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনেও জয়ী হল। কার্যত সব ক'টি শ্রেণি প্রতিনিধি পদেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী রয়েছে তারা। আজ, মঙ্গলবার ১৬টি পদাধিকারী পদে নির্বাচন হবে। এরপরই নতুন ছাত্র সংসদ গঠিত হবে বলে জানা গেছে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জয়যাত্রা শুরু হল বলে জানিয়েছেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট সিআর বা শ্রেণি প্রতিনিধির সংখ্যা ২৯২। তার মধ্যে ২৮৫টি পদে মনোনয়ন জমা পড়ে। এর মধ্যে ২৭৪টি পদেই বিপক্ষে কোনও মনোনয়ন জমা না পড়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মনোনীত প্রার্থীরা। বাকি ১১টি পদে সোমবার নির্বাচন ছিল। এই ১১টি পদে নির্দল প্রার্থীরা লড়াই করেন। তার মধ্যেও ৯টি পদে জেতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। বাকি ২টি পদে জিতেছে নির্দল। এই ১১টি পদের মধ্যে ইংরেজি বিভাগের ৭টি এবং নৃত্য বিভাগের ৪টি পদ ছিল। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য বলেন, 'এরপর যত নির্বাচন হবে তাতেই জিতবে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। রবীন্দ্রভারতী দিয়ে জয়ের সূচনা হল।

কারণ, রাজ্যের ছাত্রসমাজ আমাদের সঙ্গেই আছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রভোটেও আমরা ভাল ফল করব। যাদবপুরের নির্বাচনে সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রার্থী দেওয়া হবে।' রবীন্দ্রভারতীতে সভাপতি, সহ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ সহ সব মিলিয়ে ১৬টি পদ। যেগুলির নির্বাচন আজ প্রকাশ্যে হবে। এসএফআই কলকাতা জেলাসম্পাদক অর্জুন রায়ের অভিযোগ, বেআইনিভাবে নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়। স্ক্রুটিনির আগেই পড়ুয়াদের হুমকি দেওয়া হয়েছে। আইনি পথে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে এসএফআই। এই একই বিষয় নিয়ে সরব এবিভিপিও। যদিওউপাচার্য সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরি বলেন, 'নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। মঙ্গলবার নতুন ছাত্র সংসদ গঠিত হবে।'

তুফানগঞ্জে আগ্নেয়াস্ত্রসহ ধৃত ৩

কোচবিহার ও তুফানগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : একটি কার্বাইন ও দুটি দেশি বন্দুক সহ তিন যুবককে গ্রেফতার করল তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতরা হল গোবিন বর্মন (২০), সুব্রত রায় (২০) ও শিবশংকর রায় (১৯)। সকলেই পুন্ডিবাড়ি থানা এলাকার বাসিন্দা

মঙ্গলবার একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে পুলিশ সুপার সন্তোষ নিম্বলকর বলেন, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তুফানগঞ্জের ঘোগারকুঠিতে টোল প্লাজায় ফাঁদ পাতে পুলিশ। সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।' এর আগেও কোচবিহার জেলা থেকে দুটি কার্বাইন উদ্ধার করা হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,। তাদের নামে এর আগেও পুলিশে নানা অভিযোগ রয়েছে। এই তিনজন অন্যদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি কিনেছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। তবে কী উদ্দেশ্যে সেগুলি সংগ্রহ করা হয়েছিল তা নিয়ে তদন্ত চলছে।

No.F.XIII-7/KST/BLG/2019-20/ 14538-68
Dated, the 3rd December, 2019.

IVIEMORENDUM

Due to unavoidable circumstances, in this Office earlier tender notice vide No.F.X111-7/KST/BLG/2019-20/14274-84 dt.25.11.2019 for supply of Ration (Dietary and Other Misc. Articles) under Group- A, B & C to the Kendriya Sansodhanagar, Tripura, Bishalgarh for the year, 2019-2020 has been treated as cancelled. This is got approval from the Inspector General of Prisons, Tripura, vide U.O. N0.61/IGP Dated, 02.12.2019.

ICA-C/1824/2019-20

(JAYANTA, TTAHARJEE)
Superintendent, Kendriya
Sansodhanagar, Tripura,
Bishalgarh.

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

ধুলোর উঁচু উঁচু স্তম্ভই কি উড়িয়ে দিয়েছে মঙ্গলের সবটুকু জল !

ভয়ঙ্কর ঝড় উঠেছিল মঙ্গলে। ধুলোর উদ্দাম ঝড়। সেই তুলকালাম ঝড়ে উত্তাল হয়ে উঠেছিল 'লাল গ্রহ'। উথালপাতাল করে দেওয়া ধুলোর ঝড় গোটা মঙ্গল গ্রহটাকেই ঢেকে ফেলেছিল। প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল নাসার পাঠানো রোভার 'অপরচুনিটি'র। তার সবক'টি যন্ত্রকে বিগড়ে দিয়ে চির দিনের মতোই 'অপরচুনিটি'-কে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। গত বছর। বিজ্ঞানীদের ধারণা, কয়েকশো কোটি বছর আগে ধুলোর এমন ভয়ঙ্কর ঝড়ের জন্যই লাল গ্রহের সবটুকু জল উবে গিয়েছিল মহাকাশে।গত এক দশক বা তারও কিছু বেশি সময়ে ধুলোর এতটা উদ্দাম ঝড়ে আর তোলপাড় হয়নি লাল গ্রহ। এমন ভয়ঙ্কর ধুলোর ঝড় মঙ্গলে হয়েছিল ১১ বছর আগে। ২০০৭-এ। সাম্প্রতিক একটি গবেষণা এই কথা জানিয়েছে।তবে কেন এক দশকে এক বার করে এই ভয়ঙ্কর ধুলোর ঝড় ওঠে লাল গ্রহে, তা নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখনও ধোঁয়াশায়। কারণ, এমন ভয়ঙ্কর ধুলোর ঝড়ের হদিশ মঙ্গলে বিশেষ মেলেনি বলে তাদের নিয়ে তেমন ভাবে গবেষণার সুযোগই পাননি বিজ্ঞানীরা।সেই সময় মঙ্গলের পিঠ থেকে উঠে আসা ধুলো তৈরি করেছিল ঘন জমাট বাঁধা বিশাল বিশাল মেঘ। মেঘগুলি মঙ্গলের পিঠের ধুলো নিয়ে উঠে গিয়েছিল এমনকী, ৮০ কিলোমিটারেরও বেশি। অত্যন্ত উঁচু স্তম্ভের মতো। মেঘগুলির মধ্যে ছিল প্রচুর জলীয় বাস্পের কণা। মেঘগুলি যত উপরে উঠেছে, সূর্যের আলো আর মহাজাগতিক রশ্মি-সহ নানা ধরনের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ মেঘের ভিতরে থাকা জলীয় বাষ্পের কণাগুলিকে তত বেশি করে ভেঙে দিয়েছে। উবে গিয়েছে জলের বিন্দুগুলি।নাসার গবেষকদের দাবি, কয়েকশো কোটি বছর আগে হয়তো এই ভাবেই মঙ্গলের বুক থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল তার জলের ভাণ্ডার। মঙ্গলে ধুলোর ঝড় হয় আকছারই। তবে অত বড় ধরনের ধুলোর ঝড় হয় কালেভদ্রে। এক দশক বা তার কিছু বেশি সময়ে বড়জোর এক বার। সেই ভয়ঙ্কর ঝড়টাই হয়েছিল গত বছর। ওই সময় নাসার বেশ কয়েকটি মহাকাশযান ছিল মঙ্গলের আশপাশে। তারা সেই ঝড়ের ছবি পাঠিয়েছিল। সেগুলির ভিত্তিতেই প্রকাশিত হয়েছে হালের দু'টি গবেষণাপত্র।গবেষণা জানিয়েছে, সেই ঘন জমাট বাঁধা ধুলোর মেঘের উঁচু উঁচু স্তম্ভগুলি তৈরি হয়েছিল মঙ্গলের পিঠের সেই জায়গায় যেখানে খুব ধুলো উড়ছে। আমাদের রোড আইল্যান্ড যতটা জায়গা জুড়ে রয়েছে, লাল গ্রহের পিঠে সেইটুকু জায়গা থেকেই উঠে আসা ধুলোয় তৈরি হয়েছিল মেঘের সেই উঁচু উঁচু স্তম্ভগুলি। গত বছর গোটা মঙ্গল জুড়ে যখন চলছে ভয়ঙ্কর ধুলোর ঝড় তখন সেই মেঘের স্তম্ভগুলি লাল গ্রহের পিঠ থেকে উঠে গিয়েছিল কম করে ৫০ মাইল বা ৮০ কিলোমিটার। নেভাডা রয়েছে যতটা জায়গা জুড়ে সেই সময় মঙ্গলের ধুলোর মেঘগুলিও ছিল ঠিক ততটা জায়গায়। পরে যখন সেই ধুলোর মেঘের স্তম্ভগুলি ভাঙতে শুরু করে, তখন তা মঙ্গলের পিঠ থেকে কিছুটা উপরে (৩৫ মাইল বা ৫৬ কিলোমিটার) ধুলোর একটা পুরু স্তর তৈরি করেছিল। গোটা আমেরিকা যতটা জায়গা জুড়ে মঙ্গলের উপর ধুলোর পুরু স্তর ছড়িয়ে পড়েছিল সেই ততটা এলাকা জুড়েই।মূল গবেষক ভার্জিনিয়ার হ্যাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস হিভেন্স বলেছেন, "মঙ্গলে প্রতি বছরই ধুলোর মেঘের স্তম্ভ তৈরি হয়। লাল গ্রহের বিভিন্ন প্রান্তে তা তৈরি হয়। কিন্তু এক থেকে দেড় দিনের মধ্যেই সেই স্তম্ভগুলি ভেঙে পড়ে। কিন্তু গত বছর ঘটেছিল অভূতপূর্ব ঘটনা। ধুলোর মেঘের স্তম্ভগুলি কিছুতেই ভাঙতে চাইছিল না। উঁচু উঁচু স্তম্ভগুলি টিঁকে ছিল তিন থেকে সাড়ে তিন সপ্তাহ। আর সেগুলি শুধুই কোনও একটি এলাকায় নয়, গোটা মঙ্গল গ্রহটাকেই ঢেকে দিয়েছিল।"বিজ্ঞানীদের ধারণা, এমন ভয়ঙ্কর ধুলোর ঝড়ের জন্যই কয়েকশো কোটি বছর আগে মঙ্গলের জলের ভাঁড়ার উবে গিয়েছিল মহাকাশে।

সমস্যা কোথায় ?

সারাক্ষণ ফোনে কথা বললে ক্যানসার হয়? ফোনে সিনেমা দেখলে চোখ নষ্ট হয়ে যায়? এমন অনেক প্রশ্ন উঠছে বটে! তবে তা প্রশ্নই থেকে যাচ্ছে। এখনও তা প্রমাণিত হয়নি। তবে মোবাইল ফোনের মাইক্রোওয়েভ দিয়ে মস্তিষ্কে আঘাত হানা যায়। এই ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যায় 'ফ্রে এফেক্ট' দিয়ে। ধরুন, অনেকক্ষণ ধরে একটা ভনভন বা বিনবিনে যান্ত্রিক আওয়াজ যদি শোনেন, দেখবেন মাথা ধরে যাবে। ফোনের মাধ্যমে যে আওয়াজটা আপনার কানে এসে পৌঁছচ্ছে, একটু দূর থেকে ফোন ধরলে দেখবেন, শব্দটি তেমনই শোনাবে। গত শতাব্দীর শেষ দিকে আমেরিকান বিজ্ঞানী অ্যালান ফ্রে লক্ষ করেন, দূর থেকে মাইক্রোওয়েভের সাহায্যে মানুষের মস্তিষ্কে আঘাত হানা যায়। মোবাইলে আমরা যা শুনি, তা শব্দ। সেটি মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছয়। পরীক্ষায় ফ্রে দেখলেন, ফোকাস করার ফলে মাইক্রোওয়েভ সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোব অংশে। মস্তিষ্ক তখন তা শনাক্ত করছে শব্দ হিসেবে। সুতরাং এর থেকে মস্তিষ্কের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ক্ষতি হতে পারে শ্রবণেন্দ্রিয়েরও।মেডিসিনের চিকিৎসক সুবীর মণ্ডল বলছেন, "মোবাইল থেকে যে রেডিয়েশন হয়, তা কিছুটা হলেও শরীরের ক্ষতি করছে। অনেকক্ষণ ফোনে কথা বলার পরে দেখবেন, ফোন ও কান দুই-ই গরম হয়ে ওঠে। সাধারণত শরীর থেকে কিছুটা দূরে মোবাইল রাখলেই ভাল। রাস্তায় যাতায়াতের সময়ে হাতে না নিয়ে একটা ব্যাগে মোবাইল নিন। চার্জ দেওয়ার সময়েও মোবাইলে কথা বলা ঠিক নয়। কারণ সে সময়ে মোবাইলের চার পাশে একটা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়। তাই চার্জ অফ করে কথা বলুন। এখন অনেকের কাজই মোবাইল-কেন্দ্রিক। সে ক্ষেত্রে ফোনের পরিবর্তে ব্লু-টুথে কথা বলা যায়। গত শতাব্দীর শেষ দিকে আমেরিকান বিজ্ঞানী অ্যালান ফ্রে লক্ষ করেন, দূর থেকে মাইক্রোওয়েভের সাহায্যে মানুষের মস্তিষ্কে আঘাত হানা যায়। মোবাইলে আমরা যা শুনি, তা শব্দ। সেটি মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছয়। পরীক্ষায় ফ্রে দেখলেন, ফোকাস করার ফলে মাইক্রোওয়েভ সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোব অংশে। অনেক বাইক আরোহী যাতায়াতের সময়ে হেলমেটের মধ্যে মোবাইল ঢুকিয়ে কথা বলতে বলতে যান। তাঁরা কিন্তু অনায়াসেই ব্লু-টুথ ব্যবহার করতে পারেন, নিদেনপক্ষে হেডফোন।"নার্ভের সমস্যা: অনেকে বাঁ হাতে, অনেকে আবার ডান হাত দিয়েই মোবাইল ঘাঁটতে অভ্যস্ত। সারাক্ষণ মোবাইল স্ক্রল করতে গিয়ে হাতের কয়েকটি বিশেষ আঙুলের উপরে চাপ পড়ে। আবার ফোন ধরার জন্য কনুই ভাঁজ করে রাখায় 'সেল ফোন এলবো'র শিকারও হতে পারেন। এতে হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকা অসাড় হয়ে যায়। ফোরআর্মেও ব্যথা হতে পারে। রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাও বাড়তে থাকে।

চোখের সমস্যা: ঠায় মোবাইলে বুঁদ হয়ে থাকায় চোখের সমস্যাও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে আড্ডা মারা থেকে শুরু করে, মোবাইলে টানা সিনেমা দেখা... রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটানা স্ক্রিন দেখার ফলে ড্রাই আইজের সমস্যা বাড়ছে। চোখে পাওয়ার বাড়ার সমস্যাও বিরল নয়। চোখের ডাক্তার সুমিত চৌধুরীর কথায়, "অনেক মা-বাবাই সন্তানদের নিয়ে আসেন চোখের সমস্যা হওয়ায়। ছোট ছোট বাচ্চারা একটানা ফোন দেখে। ফলে চোখে চাপ পড়ে। সে ক্ষেত্রে আমরা কিছু লুব্রিকেটিং ড্রপ দিয়ে থাকি। বিশেষত যাদের মাইনাস পাওয়ার, তাদের সেই পাওয়ার দ্রুত বেড়ে যেতে পারে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, স্ক্রিন টাইম কমালে এই পাওয়ার বাড়ার হার অনেক কমেছে। রাতে অন্ধকার ঘরে ফোন দেখার ফলেও কিন্তু চোখে চাপ পড়ে।"

অনিদ্রা: ঘুমোতে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্ত পর্যন্ত চোখের সামনে ফোন ধরে থাকলে ঘুমের বারোটা বাজবে। এতে মস্তিষ্ক সজাগ হয়ে যায়। ফলে নিদ্রাহীনতার মতো সমস্যা দেখা দেয়।

এ তো গেল অসুখ-বিসুখের কথা। চরিত্রগঠনেও মোবাইলের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ছোট থেকেই বাচ্চার হাতে দীর্ঘ সময়ের জন্য ফোন তুলে দিলে একে তো সে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে, তার উপরে তার চরিত্র গঠনেও বাধা সৃষ্টি হবে। সকলের সঙ্গে মিশতে শিখবে না। মা-বাবার কথা না শুনে বায়না করতে পারে। ছোট থেকেই মোবাইল দেখতে থাকলে বয়ঃসন্ধিতে সে অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণের বাইরেও চলে যেতে পারে। মোবাইলের জগতে অনেক কিছুরই ফাঁদ পাতা। আপনি যেই মুহূর্তে ফোনের ডেটা অন করে সন্তানের হাতে তুলে দিচ্ছেন, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে কিন্তু বাচ্চার উপরে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন। আপনি একটা কার্টুন খুলে সন্তানের হাতে ধরিয়ে দিলেও সে স্ক্রল করে অন্য দিকে চলে যেতে পারে। সুতরাং সন্তানের কম বয়স থেকেই মা-বাবাকে সচেতন হতে হবে।

শৈশবের অবহেলাই কি ঠেলে দিচ্ছে অন্ধকারে

অপরাধের সঙ্গে নাবালকদের যোগাযোগ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ আর্থ-সামাজিক টানাপড়েন। শৈশব থেকে বঞ্চনার শিকার হওয়াও এর অন্য কারণ। গত দু'বছরে কলকাতার বুকে সংগঠিত একাধিক ঘৃণ্য অপরাধের সঙ্গে কিশোরদের যোগ দেখে এমনটাই মনে করছেন মনোরোগ চিকিৎসকেরা। শুধু তাঁরাই নন। এক সময়ের জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সরকারি আইনজীবী সৌরীন ঘোষালেরও বক্তব্য, 'শৈশব থেকে বাড়ির অবহেলা এবং পর্যবেক্ষণের অভাবের জন্যই অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে কিশোরেরা!"পঞ্চসায়র গণধর্ষণে অভিযুক্ত নাবালকের বাড়ি গিয়েও এই বক্তব্যের সত্যতা মিলল। শনিবার গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, খালপাড়ে টিনের ছাউনির চিলতে ঘর। সেখানেই বাবা-মা এবং বছর ছয়েকের ভাইয়ের সঙ্গে থাকত অভিযুক্ত কিশোর। ওই কিশোরের মা পরিচারিকার কাজ করেন। বেলা বাড়লে ভ্যানে করে মাল গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার কাজে বেরিয়ে পড়েন কিশোরের বাবা। গ্রেফতারের পর থেকে ছেলের সঙ্গে দেখা হয়নি তাঁদের। তাই ওই দিন তাঁরা গিয়েছিলেন আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করতে।স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, অভাবের সংসার হওয়ায় স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ধৃত কিশোরের। বাবা-মাকে সাহায্য করতে সে-ও মাঝেমধ্যে ভ্যানে ইট, বালি পৌঁছে দেওয়ার কাজ করত। কাজ না থাকলে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াত সে। ছোট ভাই সম্প্রতি এলাকারই একটি অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়েছে। অর্থাৎ দুই ভাই-ই অভিভাবকহীন ভাবে বেড়ে উঠছে। রবিবার কিশোরের বাবা বলেন, "২০০৯ সালে আয়লার ঝড়ে সুন্দরবনে বাড়ি-ঘর তলিয়ে গিয়েছিল। সব হারিয়ে চলে আসি। কোনও রকমে সংসার চলে। ছেলেদের পড়াশোনা নিয়ে কী করে মাথা ঘামাব?" আবার জোড়াসাঁকোর রত্ন ব্যবসায়ী খুনে জড়িত বন্দর এলাকার বাসিন্দা কিশোরের পরিবারে ছিল অন্য টানাপড়েন। বাবা কর্মসূত্রে দুবাইয়ে থাকতেন। ছেলেকে নিয়ে মা থাকলেও সন্তানের দেখাশোনায় সময় দিতে পারতেন না। পড়াশোনা ছেড়ে গ্যারাজে কাজে ঢুকেছিল কিশোর। তখনই জড়িয়ে পড়ে অপরাধের সঙ্গে। যার পরিণতিতে জোড়াসাঁকোর রত্ন ব্যবসায়ী খুনে জড়িত থাকার অপরাধে আপাতত তার ঠাঁই 'বিশেষ হোমে'। অন্য দিকে, খারাপ সঙ্গে মিশে ছেলে অপরাধে জড়িয়েছিল বলে মনে করেন কসবার শীলা চৌধুরী খুনের অভিযুক্ত কিশোরের মা। এক সময়ে তিনি শীলাদেবীর বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন। টেগোর পার্কের বাসিন্দা ওই কিশোর কী করে যে শীলাদেবীকে খুনে সাহায্য করেছিল, তা মানতেই পারেন না তার মা!অন্য দিকে, নিউ আলিপুরে বৃদ্ধ মলয় মুখোপাধ্যায় খুনের ঘটনায় ধরা পড়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপির এক কিশোর। সে-ও কলকাতায় এসেছিল কাজের সূত্রে। প্লাস্টিক কুড়োনোর কাজ করতে করতেই অপরাধে জড়িয়ে পড়ে সে। যদিও নিউ আলিপুরের অভিযুক্ত কিশোরের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা রয়েছে বলে হোম সূত্রের খবর। একই সূত্র জানাচ্ছে, গত দু'বছরের মধ্যে ওই কিশোর এক বার হোম থেকে পালিয়েওছিল। মনোরোগ চিকিৎসক প্রথমা চৌধুরীর মতে, "বেশ কয়েকটি কারণে বয়ঃসন্ধিকালে অপরাধের প্রতি ঝোঁক বাড়ছে। যার মধ্যে রয়েছে ১) ছোট থেকে হিংসা দেখে বড় হলে তাদের মধ্যে সেই মানসিকতার প্রকাশ দেখা যায়। ২) জিনগত ভাবে অপরাধের যোগ থাকা এবং সর্বোপরি শৈশব থেকে তীব্র লড়াই করায় নিজেদের 'বড়' হিসেবে ভাবতে শুরু করা। ভাল-মন্দ না বুঝে বড়দের নকল করতে গিয়ে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তারা।"

ভাইরাল শ্বেতা তিওয়ারির ভিডিও

দেশি বহুর অবতার থেকে একেবারে নতুন রূপে হাজির হলেন শ্বেতা তিওয়ারি। যেখানে অক্ষয় ওবেরয়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে স্ক্রিন শেয়ার থেকে শুরু করে লিপলক, শ্বেতা তিওয়ারি যেন ঝলসে উঠলেন পর্দায়।শনিবার মুক্তি পায় হাম তুম অউর দেম-এর ট্রেলার। যেখানে শ্বেতা তিওয়ারির সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতে দেখা যাচ্ছে অক্ষয় ওবেরয়কে। যেখানে দুই প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের বিয়ে ভাঙার পর তাঁদের ভালবাসার নতুন মানুষের সঙ্গে সন্তানদের জীবনের টানাপোড়েন কে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।হাম তুম অউর দেম-এর মাধ্যমে ডিজিটাল দুনিয়ায় প্রথম পা রাখলেন টেলিভিশনের এই জনপ্রিয় মুখ। ট্রেলারে যেভাবে অক্ষয় ওবেরয়ের সঙ্গে শ্বেতা তিওয়ারির সম্পর্কের রসায়ন তুলে ধরা হয়েছে, তা দর্শকদের বেশ ভাল লাগবে বলেই মনে করছেন অনেকে।সম্প্রতি দ্বিতীয় স্বামী অভিনব কোহলির বাড়ি থেকে ছেলে এবং মেয়েকে নিয়ে পৃথকভাবে থাকতে শুরু করেছেন শ্বেতা তিওয়ারি। মায়ের গরহাজিরায় অভিনব তাঁর মেয়ে পলককে নানাভাবে হেনস্থা করছেন, অশ্লীল কথা বলতেন বলে অভিযোগ করেন শ্বেতা। শুধু তাই নয়, অভিনব তাঁর গায়ে হাত তোলেন বলেও দ্বিতীয় স্বামীর বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ করে পুলিসের দ্বারস্থ হন এই অভিনেত্রী। যে খবর প্রকাশ্যে আসার পর শুরু হয় জোর শোরগোল।শ্বেতা এবং অভিনবের সাংসারিক অশান্তি এবং বাদানুবাদে আরও কয়েক মাত্রা বেশি যোগ করে অভিনেত্রীর প্রাক্তন স্বামী রাজা চৌধুরির বয়ান। তিনি দাবি করেন, শ্বেতার গরহাজিরায় অভিনব তাঁর মেয়ের সঙ্গে অসালীন আচরণ করতেন। তিনি মেয়ের কাছ থেকে একাধিকবার সেকথা জানতে পেরেও কিছু করতে পারেননি। তবে অভিনব যদি আর কখনও তাঁর মেয়ের সঙ্গে এই ধরনের আচরণ করেন, তাহলে তিনি তাঁকে ছেড়ে দেবেন না বলেও হুমকি দেন রাজা চৌধুরি।

পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে জ্বলন্ত মহাকাশ কেন্দ্র

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন অকেজো হয়ে পড়া চীনা মহাকাশ স্টেশনের ধ্বংসাবশেষ সোমবারের মধ্যেই ভূপৃষ্ঠে এসে আছড়ে পড়বে। তবে কোথায় পড়বে তা এখনও কেউ ধারণা করতে পারছেন না।

টিয়াংগং ১ নামে এই মহাকাশ গবেষণা স্টেশনটি চীনের উচ্চাভিলাষী মহাকাশ কর্মসূচির অন্যতম প্রধান অংশ ছিল। চীনের লক্ষ্য হচ্ছে ২০২২ সাল নাগাদ তারা মানুষের বসবাসের উপযোগী একটি মহাকাশ কেন্দ্র মহাশূন্যে পাঠাতে চায়। টিয়াংগং ১ ছিল তারই পূর্ব প্রস্তুতি।

২০১১ সালে মহাকাশ কেন্দ্রটি কক্ষপথে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। প্রায় সাত বছর পর এটি এখন ধ্বংস হয়ে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে। চীনা ও ইউরোপীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সোমবা নাগাদ মহাকাশ কেন্দ্রটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে। বায়ুমন্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটিতে আগুন ধরে যাবে। তারপরও কিছু ধ্বংসাবশেষ মাটিতে এসে পড়বে।

চীনের মহাকাশ প্রকৌশল দফতর তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্ভয় দিয়েছে, কোনো সায়েন্সফিকশন সিনেমার মতো ঘটনা ঘটবে না। বরঞ্চ দেখারমতো কোনো ঘটনা ঘটতে পারে, আকাশে উল্কাবৃষ্টির মতো দৃশ্য চোখে পড়তে পারে।

কোথায় এসে পড়বে এই মহাকাশ স্টেশন?

২০১৬ সালে চীন জানায়, টিয়াংগংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তারা সেটিকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ফলে কোথায় গিয়ে সেটি পড়বে, তা বলা যাচ্ছে না। ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানাচ্ছে, এটি নিউজিল্যান্ড থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে কোনো এক জায়গায় গিয়ে পড়বে।

কীভাবে এটি বিধ্বস্ত হবে?

এস্ট্রেলিয়ার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের ড. এলিয়াস আবোটানিয়োস বলেছেন, বায়ুমণ্ডলে ঢোকার পর এটির পতনের গতি ক্রমে বাড়তে থাকবে। একপর্যায়ে এর গতি ঘন্টায় ২৬ হাজার কিলোমিটারে পৌঁছাতে পারে। তিনি বলেন, ভূপৃষ্ঠের ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছানোর পর এটি গরম হতে থাকবে। ফলেএটি পুড়তে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত মাটিতে পড়ার আগে এর কত অংশ টিকে থাকে বলা কঠিন। কারণ এর গঠন নিয়ে চীন কখনও কিছু খুলে বলেনি। ভয়ের কি কোনো কারণ রয়েছে?

বিজ্ঞানীরা বলছেন না। যদিও এই মহাকাশ স্টেশনটির ওজন ৮.৫ টন , কিনতু বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তবে যন্ত্রগুলো যেমন, তেলের ট্যাংক বা রকেট ইঞ্জিন হয়তো পুরোপুরি ভস্মীভূত নাও হতে পারে। যদি না হয়, তা হলেও এগুলো কোনো মানুষের ওপর এসে পড়বে সেই সম্ভাবনা খুবই কম।

আবোটানিয়োস বলছেন -এসব ক্ষেত্রে ধ্বংসাবশেষের সিংহভাগই গিয়ে পড়ে সাগরে।

টিয়াংগং১ কেমন মহাকাশ স্টেশন?

যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার তুলনায় মহাকাশে চীনেরযাত্রা অল্প দিন আগের ঘটনা। ২০০১ সালে প্রথম চীন মহাকাশ যন্ত্র পাঠায়। তার পর ২০০৩ সালে প্রথমবার চীনা কোনো নভোচারী মহাকাশে যায়। এরপর ২০১১ সালে এসে চীন প্রথম মহাকাশ স্টেশন পাঠায়, যার নাম টিয়াংগং১ বা স্বর্গের প্রাসাদ। এই কেন্দ্রে মানুষ যেতে পারত, তবে অল্প ক'দিনের জন্য। ২০১২ সালে একজন নারী নভোচারী টিয়াংগংয়ে গিয়েছিলেন। দুবছর পর অর্থাৎ ২০১৬ সালের মার্চের পর এটি আর কাজ করছিল না।

জন্মের আগেই মায়ের কষ্ট বুঝতে পারে শিশু !

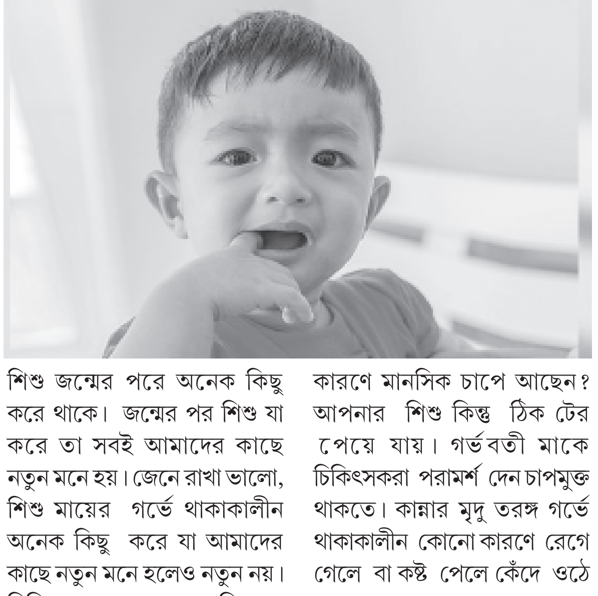

শিশু জন্মের পরে অনেক কিছু করে থাকে। জন্মের পর শিশু যা করে তা সবই আমাদের কাছে নতুন মনে হয়। জেনে রাখা ভালো, শিশু মায়ের গর্ভে থাকাকালীন অনেক কিছু করে যা আমাদের কাছে নতুন মনে হলেও নতুন নয়। চিকিৎসকরা বলছেন, মস্তিষ্কের গঠন উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, কিছু কিছু ইচ্ছাধীন কাজও আপনার শিশু করে ফেলে জন্মের আগেই। আসুন জেনে নেই শিশু জন্মের আগেই যেসব কাজ করে।রাগ, দুঃখ, কষ্টকেমন আছে মা? রাগ, দুঃখ ও কষ্ট বুঝতে পারে শিশু। মায়ের গর্ভে ৮ মাস পরই গর্ভস্থ শিশুর মুখে ফুটে উঠতে থাকে নানা আবেগের ভঙ্গি। মূলত, মায়ের ভালো থাকা খারাপ থাকার ওপর তা অনেকটাই নির্ভরকরে। মা খুশি হলে শিশুও খুশি! ৩৩ সপ্তাহ কাটলে তা হাসি মুখেণ ছবিও ধরা পড়ে আলট্রাসাউন্ডে।

মাতৃত্বকালীন ছুটি

মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যাওয়ার আগে অফিসে কাজের চাপ বেড়েছে কিংবা বাড়িতে কোনো কারণে মানসিক চাপে আছেন? আপনার শিশু কিন্তু ঠিক টের পেয়ে যায়। গর্ভবতী মাকে চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন চাপমুক্ত থাকতে। কান্নার মৃদু তরঙ্গ গর্ভে থাকাকালীন কোনো কারণে রেগে গেলে বা কষ্ট পেলে কেঁদে ওঠে সে। তবে তখনও শব্দ করতে পারে না বলে , সেকান্নার প্রকাশ হয় নিঃশব্দে। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, তিন মাস পর থেকেই আলট্রাসাউন্ডের মাইক্রোফোনে অনেক সময়ই তদ্ধার কান্নার মৃদু তরঙ্গ ধরা পড়ে।

মস্কিষ্কের কাজ গর্ভস্থ অবস্থায় সুর করে বা জোরে কোনো ছড়া গল্প বললে কিংবা গান গাইলে তা শুনতে তো পায়ই শিশু, শুধু তা ই নয়, তার মস্তিষ্কের কাজওচলে পুরোদমে। হ্যাঁ, গর্ভে থাকাকালীনই সে মনে রাখতে শিখে যায় বারবার শোনা কোনো গান বা ছড়ার লাইন।

আঙুল চোষা

আট মাস গর্ভভারনের পর আলট্রাসাউন্ডে প্রায়ই ধরা পড়ে শিশু মুখের মধ্যে আঙুল পুরে নিশ্চিন্তে রয়েছে। আঙুল চোষার এই পাঠ সে শিখে ফেলে গর্ভে থাকাকালীনই। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, হাতের আঙুল নিয়ে যে কী করবে তা সে মাঝে মাঝেই বুঝে উঠতে পারে না, তাই সটান চালান করে দেয় মুখে!

শিশুকে কত বছর মায়ের দুধ খাওয়াবেন?

জন্মের পরে প্রথম ছয় মাস শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো খুবই জরুরি। প্রথম ৬ মাস মায়ের বুকের দুধ ছাড়া শিশুকে অন্যকিছু খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। এ সময়ে মায়ের দুধ শিশুর সব চাহিদা পূরণ করে।শিশুর ঠিক বিকাশ এবং মায়ের স্বাস্থ্যের জন্য সন্তানের শক্ত খাবারের অভ্যাস তৈরি করা এবং দুই বছর বয়সের পরে বুকের দুধ পানের পরিবর্তে সাধারণ খাবারে অভ্যস্ত করেতোলাও জরুরি। সেটা কিন্তু অধিকাংশ মা ই জানেন না। চিকিৎসকদের একাংশ জানাচ্ছেন, বুকের দুধ পানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মায়েদের বলা হয়। কিন্তু সেটার নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।

শিশুর বিকাশে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মায়ের দুধের গুরুত্ব রয়েছে। তার পরে বিভিন্ন খাবারের থেকেই পুষ্টি সংগ্রহ করা শিখতে হবে। অনেকেই মনে করেন, মাতৃদুগ্ধ পর্যন্ত খেলেই পেট ভরে যাবে। কিন্তু বছর দুয়ে পরে ঠিকমতো সব রকমের খাবার না খেলে নানা শারীরিক সমস্যা তৈরি হয়। এমনকি দাঁতে সংক্রমণও হতে পারে।শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর বিষয়ে সেন্ট্রাল হাসপাতাল লিমিটেডের গাইনি কনসালটেন্ট বেদৌরা শারমিন যুগান্তরকে বলেন, শিশুর জন্মের পর প্রথম ৬ মাস অবশ্যই মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো প্রয়োজন। এছাড়া ৬ মাসের পর থেকে ধীরে ধীরে শিশুকে পুষ্টিসম্মত বাড়তি খাবার দিতে হবে। শিশুকে কত বছর পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিশুদের জন্য মায়ের বুকের দুধ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ উপহার। তবে শিশুকে দেড় থেকে ২ বছরের বেশি বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। এই গাইনি কনসালটেন্ট জানান, অনেকে শিশু ৫ বছর পর্যন্ত বুকের দুধপানে অভ্যস্ত থাকে। সেটা ঠিক নয়। শিশুর জন্মের পরে অনেক সময় মায়েদের হরমোনঘটিত সমস্যা হতে থাকে। আবার অনেকে গর্ভনিরোধক ওষুধও ব্যবহার করেন। যেগুলো তার হরমোনঘটিত পরিবর্তন ঘটায়। সেই ওষুধ ব্যবহারের সময় সন্তানকে স্তন্যপান করালে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া শিশুর দেহে দেখা দিতে পারে। তার কথায়, মা কোনও ধরনের ওষুধ খেলে কিংবা সংক্রমণে আক্রান্ত হলে স্তন্যপানের মাধ্যমে শিশুর দেহে তা যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। তাই দু'বছরের পরে বুকের দুধ পান করানো ঠিক নয়। বছর দুয়েকের পরেও শিশু ভাত, ডালের মতো শক্ত খাবারের পরিবর্তে স্তন্যদুগ্ধেই অভ্যস্ত হলে রক্তসল্পতার মতো সমস্যা তৈরি হতে পারে বলেই মনে করছেন শিশুরোগ চিকিৎসক অপূর্ব।

তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরের মাইক্রোচিপ উদ্ভাবন

তরঙ্গের মাধ্যমেই আমাদের পরিচিত আলোক শক্তি, শব্দ শক্তি ইত্যাদি সঞ্চালিত হয়। আর তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরিত করে। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক এমন একটি মাইক্রোচিপ তৈরি করেছেন যা আলোর তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তর করতে সক্ষম। মাইক্রোচিপটি আলো হিসেবে সঞ্চিত তথ্য ধীরে ধীরে এবং আরও কার্যকরীভাবে দ্রুত প্রসেস করতে সক্ষম। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলটি তাদের গবেষণা জার্নালটি 'নেচার কমিউনিকেশনে' প্রকাশ করেছেন। এই দলে আছেন মরিসত মারক্লিন ও ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার।দূর থেকে কোনো তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আলো তরঙ্গ বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এর একটি দুর্বল দিক হল শব্দ তরঙ্গের তুলনায় এর গতি কম। ফলে এটি কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ সিস্টেমের জন্য সংরক্ষিত তথ্য প্রসে করাকে কঠিন করে তোলে। এ কারণে শব্দ তরঙ্গ অথবা আলো থেকে পরিণত শব্দ তরঙ্গে তথ্য চলাচলের কাজ দ্রুত হয়।গবেষকদের মাইক্রোচিপটি আলো তরঙ্গ থেকে তথ্য পাঠাতে যে সময় প্রয়োজন হয় সে সময়ের চেয়ে কম সময়ে শব্দ তরঙ্গতে রূপান্তরিত করে। যা আলো তরঙ্গ থেকে বহু গুণ দ্রুত কাজ করে। গবেষকদের মতে, বর্তমান সময়ের ল্যাপটপগুলোর চেয়ে আলোর তরঙ্গ ভিত্তিক বা ফোটোনিক কম্পিউটারগুলো ২০ গুণ বেশি দ্রুত গতিতে চলতে পারবে। ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার বলেন, শব্দ তরঙ্গ রূপান্তরের মাইক্রোচিপটি আলোর তুলনায় ৫ গুণ দ্রুত কাজ করে। এ ছাড়া এটি আলো তরঙ্গের মতো অধিক তাপ উৎপাদন করে না।সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কম্পিউটার প্রযুক্তিও দ্রুত উন্নত হচ্ছে। তবে ডিভাইসগুলো তাপ নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয়। শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করলে তাপবিষয়ক সমস্যা থেকে অনেকটা সমাধান পাওয়া যাবে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা

আসছে ''গোলমাল ফাইভ'', দর্শকদের পেটে খিল ধরাতে তৈরি রোহিত-অজয় জুটি

দ্য ওয়াল ব্যুরো: বলিউড পরিচালকদের মধ্যে বক্স অফিসে সাফল্যের দিক থেকে একেবারে সামনের সারিতে রয়েছেন রোহিত শেট্টি। নয় নয় করে বেশ অনেক ছবিই পরিচালনা করেছেন রোহিত। এমনকি দীর্ঘদিন পর তাঁর ছবিতেই ফের একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন বিটাউনের মোস্ট রোম্যান্টিক জুটি শাহরুখ খান এবং কাজল। তবে বলিউড রোহিতকে চিনেছে তাঁর ''গোলমাল'' সিরিজের জন্য। অমল পালেকর আর উতপল দত্তর গোলমাল যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন ''গোলমাল'' শব্দটার সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে দমফাটা হাসির মুহূর্ত। তাই সেই ছবির নামে নতুন সিনেমা হওয়ায় ২০০৬ সালে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন অনেকেই। তবে রোহিতের ''গোলমাল'' সিরিজের প্রথম ছবি ''গোলমাল-ফান আনলিমিডেট'' দেখার পর মুখে হাসি ফুটেছিল প্রায় সকলেরই। শুধু তাই নয়, সিনেমার সিক্যুয়েল যত এগিয়েছে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরেছে দর্শকদের। অজয় দেবগণ, শরমন যোশী, আরশাদ ওয়ারসি, শ্রেয়স তালপাড়ে ছাড়াও ''গোলমাল'' সিরিজে বারবার নজর কেড়েছেন তুষার কাপুর। এবার আসতে চলেছে ''গোলমাল ফাইভ''। পরিচালক রোহিত শেট্টি জানিয়েছেন নতুন সিক্যুয়েলেও থাকছেন অজয় দেবগণ। তবে আপাতত প্রয়োজনার কাজে ভীষণ ভাবে ব্যস্ত রোহিত। সেইসব সেরে নিয়ে তবেই ''গোলমাল ফাইভ''-এর কাজে হাত দেবেন তিনি। পরিচালনার পাশাপাশি রিলায়েন্স এন্টারটেনমেন্টের সঙ্গে যৌথভাবে ছবির প্রযোজনাও করবে রোহিত শেট্টির প্রোডাকশন হাউস ''রোহিত শেট্টি পিকচার্স''।

মঙ্গলবার রাজধানীতে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে উদ্যোক্তারা। ছবি- নিজস্ব।

চাঁদে খোঁজ মিলল বিক্রম ল্যান্ডারের, এলআরও ক্যামেরায় তোলা ছবি প্রকাশ্যে আনল নাসা

ওয়াশিংটন, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): অবশেষে চন্দ্রযান-২-এর বিক্রম ল্যান্ডারের খোঁজ মিলল। চাঁদের বুকে তন্নতন্ন করে খোঁজাখুঁজির পর ল্যান্ডার বিক্রম-এর সন্ধান পেল মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (নাসা)। ভারতীয় সময় অনুযায়ী গত ৬ সেপ্টেম্বর (ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ৭ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পৌনে দু'টো নাগাদ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পা ছোঁয়াতে যাওয়ার সময় চন্দ্রযান-২-এর নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ল্যান্ডার বিক্রম এখন ঠিক কোথায় রয়েছে, সেই ছবিও প্রকাশ্যে আনল নাসা।

বিক্রম এখন কী অবস্থায় রয়েছে, তা জানা গেল। চাঁদের কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করা নাসার মহাকাশযান 'লুনার রিকনাইস্যান্স অরবিটার (এলআরও)' বহু চেষ্টা চালিয়ে বিক্রমকে খুঁজে পেয়েছে। লুনার রিকনাইস্যান্স অরবিটার (এলআরও) ক্যামেরা থেকে তোলা ছবি প্রকাশ্যেও এনেছে নাসা। লুনার রিকনাইস্যান্স অরবিটার (এলআরও) ক্যামেরা থেকে তোলা ছবিতে নীল ও সবুজ রঙের কিছু বিন্দুর দেখা মিলেছে। নাসা জানিয়েছে, "সবুজ বিন্দু গুলি স্পেসক্রাফের ধ্বংসাবশেষ (নিশ্চিত অথবা সম্ভবত)। সবুজ বিন্দু দিয়ে বোঝানো হয়েছে বিক্রমের ভেঙে পড়া টুকরোর ধাক্কায় সরে যাওয়া চাঁদের মাটিকে।"

নাসা জানিয়েছে, বিক্রম যে স্থানে আছড়ে পড়েছিল সেখান থেকে ৭৫০ মিটার উত্তর-পশ্চিমে সর্বপ্রথম ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পান শানমুগা সুব্রহ্মণ্যম। গত ২২ জুলাই অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে 'জিএসএলভি মার্ক থ্রি' রকেটে চাপিয়ে চন্দ্রযান-২ উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল।

৬ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে পাখির পালকের মতো অবতরণের (সফট ল্যান্ডিং) কথা ছিল বিক্রমের। অবতরণের পরে প্রজ্ঞান বিক্রমের শরীর থেকে বেরিয়ে আসত। চাঁদের মাটি ছোঁয়ার আগেই বিক্রমের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায় ইসরোর। তার পর থেকেই নিখোঁজ ছিল বিক্রম। অবশেষে বিক্রম ল্যান্ডারের খোঁজ পেল নাসা।

গোটা দেশে নিরাপত্তা নিয়ে ছেলেখেলা চলছে, ফেসবুকে তোপ রবার্ট বঢরার

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): নিরাপত্তা নিয়ে ছেলেখেলা চলছে গোটা দেশেঊ মেয়েরা শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, আমরা কেমন ধরনের সমাজ তৈরি করছি? প্রতিটি নাগরিককে নিরাপত্তা দেওয়া সরকারেরই কর্তব্যঊ সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট সাইট ফেসবুকে তোপ দাগলেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর জামাই রবার্ট বঢরাঊ মঙ্গলবার সকালে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে রবার্ট বঢরা লিখেছেন, 'গোটা দেশে নিরাপত্তা নিয়ে ছেলেখেলা চলছেঊ মেয়েরা শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, আমরা কেমন ধরনের সমাজ তৈরি করছি? প্রতিটি নাগরিককে নিরাপত্তা দেওয়া সরকারের দায়িত্বঊ' এরপরই রবার্টের প্রশ্ন, 'আমরা যদি নিজেদের দেশ এবং বাড়িতেই নিরাপদ না থাকি, রাস্তায় নিরাপদ না থাকি, দিন অথবা রাতে নিরাপদ না থাকি, তাহলে কোথায় এবং কখন নিরাপদ থাকব?'

গত মাসেই হামলার আশঙ্কা কমে যাওয়ার যুক্তিতে গান্ধী পরিবারের এসপিজি নিরাপত্তা তুলে নেয় কেন্দ্রঊ এরপরই গান্ধী পরিবারের নিরাপত্তায় ফাঁক ধরা পড়লঊ সম্প্রতি প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরার সঙ্গে নিজস্বী নিতে সোজা তাঁর বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল জনা পাঁচেকের একটি দলঊ নিরাপত্তারক্ষীরা প্রথমে পরিচিত ভেবে বাড়ির ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেনঊ পরে ভুল ভাঙতেই দ্রুত ঘিরে ফেলেন দলটিকেঊ এ প্রসঙ্গেও সরব হয়েছেন রবার্ট বঢরাঊ ফেসবুকে প্রিয়াঙ্কার স্বামী রবার্ট লিখেছেন, 'শুধুমাত্র প্রিয়াঙ্কা, আমার মেয়ে ও ছেলে, আমি অথবা গান্ধী পরিবারের সুরক্ষার বিষয়ই নয়ঊ আমাদের দেশের নাগরিকদের, বিশেষ করে মহিলাদের সুরক্ষিত এবং নিরাপদ উপলব্ধি করার বিষয়।

জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ঢুকে পড়ল চিতাবাঘ, আতঙ্ক মহারাষ্ট্রের ঔরাঙ্গাবাদে

ঔরাঙ্গাবাদ (মহারাষ্ট্র), ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের ঔরাঙ্গাবাদ শহরে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ঢুকে পড়ল একটি চিতাবাঘঊ মঙ্গলবার সকালে ঔরাঙ্গাবাদ শহরের সিডকো এন ১ এলাকায় একটি চিতাবাঘকে ঘুরতে দেখেন প্রাতঃভ্রমণকারীরাঊ দূর থেকে দেখে অনেকেই ভেবেছিলেন অন্য কোনও জন্তু হবেঊ কিন্তু, কিছুক্ষণের মধ্যে ভুল ভেঙে যায় তাঁদেরঊ বুঝতে পারেন সিডকো এন ১ এলাকায় ঢুকে পড়েছে একটি চিতাবাঘঊ ততণাতখবর দেওয়া হয় পুলিশ ও বন দফতরেঊ বন বিভাগের কর্মীরা চিতাবাঘটিকে আটক করার চেষ্টা করছেন।

পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে প্রাতঃভ্রমণকারীরা সর্বপ্রথম চিতাবাঘটিকে ঘুরতে দেখেনঊ সকাল আটটা নাগাদ সিডকো এন ১ এলাকায় চিতাবাঘটিকে ঘুরতে দেখা যায়ঊ এই মুহূর্তে চিতাবাঘের আতঙ্কে রয়েছে সিডকো এন ১ এলাকার বাসিন্দারাঊ চিতাবাঘটিকে পাকড়াও করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন বন বিভাগের কর্মীরা।

ট্রেনের ধাক্কায় দাদু-নাতনির মৃত্যু, শিয়ালদহ মেইন শাখায় রেল অবরোধে ব্যহত ট্রেন চলাচল

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): অফিসের ব্যস্ত সময়ে শিয়ালদহ মেইন শাখায় ব্যহত ট্রেন চলাচল। দমদম-বেলঘরিয়া স্টেশনের মাঝে ট্রেনের ধাক্কায় দাদু-নাতনির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সকালে রেল অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অবরোধের জেরে সকালের ব্যস্ত সময়ে শিয়ালদহ মেইন শাখায় ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়। চরম দুর্ভোগে পড়েন অফিস যাত্রীরা। অবরোধ চলাকালীন প্রতিবাদ করেছিলেন যাত্রীরা। অভিযোগ, প্রতিবাদ করায় যাত্রীদেরও মারধর করা হয়।

রেল সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকালে দমদম-বেলঘরিয়া স্টেশনের মাঝে রেললাইন পারাপার করার সময় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয় দাদু ও নাতনির। নাতনিকে নিয়ে রেললাইন পার হচ্ছিলেন ওই বৃদ্ধ। ট্রেনের ধাক্কায় দাদু ও নাতনির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। দমদম-বেলঘরিয়া স্টেশনের মাঝে অবরোধ শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অবরোধের জেরে শিয়ালদহ মেইন শাখার আপ ও ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে একাধিক ট্রেন। অফিসের ব্যস্ত সময় ট্রেন না চলায় চরম সমস্যার মধ্যে পড়েন যাত্রীরা। যাত্রীদের সঙ্গে অবরোধকারীদের বচসাও হয়। আড়াই ঘন্টা পর পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ ওঠে যায়।

চেন্নাইতে থেকে হিন্দমোটরের বাড়িতে এল ভিক্টরের কফিনবন্দী মৃতদেহ

হুগলি,৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : কাজের সূত্রে চেন্নাইতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে হুগলির হিন্দমোটরে ভিক্টর রায়ের। মঙ্গলবার মৃতদেহ এল বাড়িতে। গত দুই বছর আগে চেন্নাইতে কাজে গিয়েছিল ভিক্টর।চেন্নাইয়ে ক্রন্দন চাউরি, ১২ নম্বর রাজপাল নগর থাকতো সে। গত শনিবার চেন্নাই পুলিশ হিন্দমোটরে ভিক্টরের বাড়িতে ফোন করে জানায় ভিক্টরের মৃতদেহ একটি হোটেলের বাথরুমে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।গত ১৬ ই নভেম্বর হিন্দমোটরের বাড়িতে তার মা ও বাবার সাথে দেখা করে যায় ভিক্টর। ২৪ শে নভেম্বর আবার ভিক্টর চেন্নাই ফিরে যায়। সেখানে সে অ্যামাজন নামে এক বেসরকারি সংস্থার উচ্চ পদে কাজ করত।শুক্রবার ভিক্টর তার মায়ের সাথে শেষ কথা বলে, এর পর শনিবারও বহু চেষ্টা করেও যোগাযোগ করতে পারা যায়নি ভিক্টরের সাথে। অবশেষে শনিবার রাত ৭:৪০ নাগাদ চেন্নাই পুলিশ তার বাড়িতে ফোন করে জানায় তার মৃত দেহ একটি হোটেলের বাথরুমে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।পুলিশ তদন্তে নেমে হেটেলের সি সি টিভি ফুটেজে সেই সময়ের এক বন্ধুর ছবি দেখতে পায়।

মা বাবার একমাত্র সন্তান ভিক্টরের মৃত্যুর খবর পেয়ে ভেঙে পরে বাবা ভাস্কর রায় ও মা শীলা রায়।এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। পরদিনই চেন্নাই রওনা হয় ভিক্টরের আত্মীয়রা।সোমবার রাত দুটো নাগাদ মৃতদেহ কলকাতায় আনা হয়। এরপর মঙ্গলবার দুপুরে হিন্দমোটরের বাড়িতে ভিক্টরের মৃত আনা হয়।মৃতের এক আত্মীয় শুভ্র কান্তি কর বলেন। চেন্নাই পুলিশ পি এম রিপোর্টে আত্মহত্যা লিখেছে। কিন্তু আমরা দাবি করছি ভিক্টরের মতো সাহসী ছেলে কখনো আত্মহত্য করতে পারে না।মৃতদের আনতে গিয়ে চেন্নাই পুলিশ আমাদের সাথে কোন রকম সাহায্য করেনি।সি সি টিভি ফুটেজে একটি ছেলেকে দেখা গেছে তারও কোন হদিশ দিলো বা পুলিশ। প্রথমে বলেছিল সবরকম তথ্য দেওয়া হবে আমাদের কিন্তু পরে সব কিছু থেকে সরে এসেছে ওখানকার পুলিশ।আমরা আর কি করবো। ওর মৃত্যু রহস্যই রয়ে গেলো। মৃতদের আসার পরই মৃতদেহ মালা দেন তৃনমুল জেলা সভাপতি দিলীপ যাদপ।তিনি যানান আমার কোন ভাষা নেই, তবে ওর পরিবারের পাশে সব সময় আছি।

প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদেরও আধার কার্ড করতে হবে: রাজ্যপাল

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.): শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে বহু বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিরই আধার কার্ড নেই। কিন্তু কোন বিশেষ প্রযুক্তি এনে সেই সকল ব্যক্তিদের আধার কার্ডের নথিভুক্ত করতে হবে। বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে এমনটাই জানালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। মঙ্গলবার রানী রাসমণি রোডে সমস্ত রাজনৈতিক তরজা ঊর্ধ্বে রেখে একই মঞ্চে দেখা মিলল ভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাধারার নেতাদের।

এদিন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী তরফ থেকে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কর্ণধার তথা প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, রাজ্যপাল জাগদীপ ধনকার, নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা, সমাজ কর্মী বিমান বসু, প্রাক্তন বিচারপতি অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, সুজান চক্রবর্তী প্রমুখ।

এদিনের অনুষ্ঠানে এসে হেলেন কিলারের নমুনা টেনে রাজ্যপাল জানান, ' যাদের হাত নেই বা যারা চোখে দেখতে পান না তারা আধার কার্ড পাবেন না এমনটা হতে পারে না তাই প্রযুক্তিকে আরও উন্নত করে এমন কিছু ব্যবস্থা করতে হবে যাতে এই ধরনের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাদের নিজেদের পরিচয় পত্র সহজেই পেতে পারেন।'

সম্প্রতি বাইপাসের ধারে মানসিক ভারসাম্যহীন এক তরুণীকে গণধর্ষণ করার প্রসঙ্গে রাজ্যপাল জানান, 'যে কোন অপরাধের থেকে মানসিক ভারসাম্যহীন দের ধর্ষণ করার মত অপরাধ সবথেকে বেশি ঘৃণ্য। এই ধরনের নৃশংস কাজ যারা করে থাকে তারা কখনোই সুস্থ সামাজিক জীব হতে পারে না।'পাশাপাশি রেলেও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিভিন্ন সুবিধা আনা হয়েছে এই বিষয়টিকে সাধুবাদ জানিয়ে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এর কর্মকাণ্ডের এদিন প্রশংসা করেন রাজ্যপাল।

গুরুতর অসুস্থ পারভেজ মুশারফ, চিকিতাধীন দুবাইয়ের হাসপাতালে

ইসলামাবাদ, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): হার্টের সমস্যা এবং উচ্চ রক্তচাপ জনিত অসুস্থতায় ভুগছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) পারভেজ মুশারফঊ গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় চিকিতাধীন রয়েছেন দুবাইয়ের একটি হাসপাতালেঊ হাসপাতাল সূত্রের খবর, হৃদরোগ এবং উচ্চ রক্তচাপ জনিত অসুস্থতায় ভুগছেন পারভেজ মুশারফঊ শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় সোমবার তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ঊ ২০১৬ সাল থেকে দুবাইয়ে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে রয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) পারভেজ মুশারফঊ ২০১৬ সাল থেকে এযাবত পাকিস্তানের ফেরেননি পারভেজ মুশারফঊ প্রাক্তন পাক প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা মামলা চলছেঊ ২০০৭ সালের ৩ নভেম্বর পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা জারি করা নিয়ে মুশারফের বিরুদ্ধে মামলার শুনানি চলছে বিশেষ আদালতে

সেন্ট্রাল জাকার্তায় স্মোক গ্রেনেড বিস্ফোরণ, জখম দু'জন সৈনিক

জাকার্তা, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় স্মোক গ্রেনেড ফেটে গুরুতর জখম হলেন দু'জন ইন্দোনেশিয়ান সৈনিকঊ মঙ্গলবার পুলিশ জানিয়েছে, সেন্ট্রাল জাকার্তায়, রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের কাছে ন্যাশনাল মনুমেন্ট পার্কে স্মোক গ্রেনেড বিস্ফোরণ হয়ঊ বিস্ফোরণে জখম হয়েছেন দু'জন ইন্দোনেশিয়ান সৈনিকঊ জাকার্তা পুলিশ প্রধান জি ই প্রামানো জানিয়েছেন, 'প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে...স্মোক গ্রেনেড ফেটেই বিস্ফোরণ হয়েছেঊ ওই স্থানে কীভাবে গ্রেনেড পড়েছিল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

ইন্সপেক্টর জেনারেল জানিয়েছেন, স্মোক গ্রেনেড বিস্ফোরণে জখম হয়েছেন দু'জন সৈনিকঊ জাকার্তার সেনা হাসপাতালে তাঁদের চিকিতা চলছেঊ একজন জওয়ানের দু'হাতেই চোট লেগেছে, অপরজন পায়ে আঘাত পেয়েছেনঊ ওই দু'জন জওয়ান রুটিন তল্লাশির সময় ন্যাশনাল মনুমেন্ট পার্কে সন্দেহজনক বস্তু পড়ে থাকতে দেখেনঊ সন্দেহজনক বস্তু স্পর্শ করা মাত্রই বিস্ফোরণ হয়।

সেন্ট্রাল জাকার্তায় স্মোক গ্রেনেড বিস্ফোরণ, জখম দু'জন সেনা জওয়ান

জাকার্তা, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় স্মোক গ্রেনেড ফেটে গুরুতর জখম হলেন দু'জন ইন্দোনেশিয়ান সৈনিকঊ মঙ্গলবার পুলিশ জানিয়েছে, সেন্ট্রাল জাকার্তায়, রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের কাছে ন্যাশনাল মনুমেন্ট পার্কে স্মোক গ্রেনেড বিস্ফোরণ হয়ঊ বিস্ফোরণে জখম হয়েছেন দু'জন ইন্দোনেশিয়ান সৈনিকঊ জাকার্তা পুলিশ প্রধান জি ই প্রামানো জানিয়েছেন, 'প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে...স্মোক গ্রেনেড ফেটেই বিস্ফোরণ হয়েছেঊ ওই স্থানে কীভাবে গ্রেনেড পড়েছিল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ইন্সপেক্টর জেনারেল জানিয়েছেন, স্মোক গ্রেনেড বিস্ফোরণে জখম হয়েছেন দু'জন সৈনিকঊ জাকার্তার সেনা হাসপাতালে তাঁদের চিকিতা চলছেঊ একজন জওয়ানের দু'হাতেই চোট লেগেছে, অপরজন পায়ে আঘাত পেয়েছেনঊ ওই দু'জন জওয়ান রুটিন তল্লাশির সময় ন্যাশনাল মনুমেন্ট পার্কে সন্দেহজনক বস্তু পড়ে থাকতে দেখেনঊ সন্দেহজনক বস্তু স্পর্শ করা মাত্রই বিস্ফোরণ হয়।

নিউ জলপাইগুড়িতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত বাইক আরোহী

শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতালের কাছে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। গুরুতর জখম আরও একজন। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম জতিন রায় (৬৫)।তিনি সাউথ কলোনীর বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, এদিন দুজন বাইকে করে যাচ্ছিলেন। সেই সময় উলটো দিক থেকে আসা একটি তেলের ট্যাংকারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বাইকটির। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় একজনের। অপরজনকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে এনজেপি থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনার জেরে এনজেপি রোডে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। পরে এনজেপি থানার পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

আজীবন জেলবন্দি রাখা উচিত দোষীদের : হেমা মালিনী

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় তরুণী পশু চিকিতককে গণধর্ষণ ও পুড়িয়ে মারার ঘটনায় এই মুহূর্তে উত্তাল গোটা দেশঊ কেউ চেয়েছেন দোষীদের ফাঁসির সাজা হোক, কেউ আবার বলেছেন জনসমক্ষে পিটিয়ে মারা উচিত দোষীদেরঊ কিন্তু, বিজেপি সাংসদ তথা অভিনেতা হেমা মালিনীর মতে, আজীবন জেলবন্দি রাখা উচিত দোষীদেরঊ অপরাধীদের কোনও দিনও যেন জেল থেকে মুক্তি না দেওয়া হয়।

তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে তরুণী পশু চিকিতককে গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় মঙ্গলবার সকালে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মথুরার বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী বলেছেন, 'প্রতিদিনই এমন ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে, নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন মহিলারাঊ' এরপরই হেমা মালিনী জানান, 'আমার পরামর্শ হল অপরাধীদের স্থায়ীভাবে জেলে রেখে দেওয়া উচিত, অপরাধীরা একবার জেলে গেলে কখনই তাদের মুক্তি দেওয়া উচিত নয়।

মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিলিগুড়ির শক্তিগড় এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে শক্তিগড়ের ৮ নম্বর রাস্তায় একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে ওই মহিলার মৃতদেহটি উদ্ধার হয়। মৃতার নাম সবিতা বিশ্বাস (৪৫)। বাড়ি রাঙাপানি এলাকায়। শক্তিগড়ে ছোটো মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন সবিতাদেবী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল থেকেই সবিতাদেবীর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপর সকলে তাঁর খোঁজ শুরু করেন। সেই সময় ওই এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে সবিতাদেবীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কলকাতায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধর্ম সম্মেলন

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি.স): সাধুসন্তদের নিয়ে ধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করতে উদ্যোগী বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। আগামী ১৩ ডিসেম্বর উত্তর কলকাতার বাগবাজার গৌড়ীয় মিশনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সারা রাজ্য থেকে প্রায় ৫০০ সাধুসন্ত এতে যোগ দেবেন বলে খবর। হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করাও এই সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। রাম মন্দিরের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায় এবং তার পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়েও এই বৈঠকে আলোচনা হবে।

কলকাতায় সাধুসন্তদের নিয়ে এই সম্মেলন সেই উদ্যোগকেই আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা রাস্তা খোঁজা হবে। গঙ্গাসাগর মেলা সামনে। জানুয়ারির মাঝামাঝি সেই মেলায় যোগ দিতে উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড থেকে আসেন প্রচুর সাধুসন্ত। তাঁরা আশ্রয় নেন বাবুঘাটের বিশেষ ক্যাম্পে। তাঁদেরকেই এক জোট করে হবে এই ধর্ম সম্মেলন। রাম মন্দির ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে জয় হয়েছে হিন্দু সংগঠনগুলোর। এরপর এই সম্মেলনে দ্রুত রাম মন্দির নির্মাণই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে। বৈঠক শেষে রাজ্যের সাধুসন্তরা রাম মন্দির নির্মানের জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিত ট্রাস্টের কাছে আবেদন জানাবে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এই বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। প্রাদেশিক মার্গদর্শক মণ্ডল, দক্ষিণবঙ্গ, এই ব্যানারেই ধর্ম সম্মেলন ডাকা হয়েছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মুখপাত্র সৌরিশ মুখোপাধ্যায়ের জানান, 'রাম মন্দির নিয়ে হিন্দুদের পক্ষে যে রায় এসেছে সেজন্য সুপ্রিম কোর্টকে ধন্যবাদ জানানো হবে। এছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হবে এই ধর্ম সম্মেলনে'। সৌরিশ মুখোপাধ্যায় আরও জানান, "এই সভায় উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্র ও রাজ্যের একাধিক শীর্ষনেতারা। শুধু কলকাতায় নয়, রাজ্যের একাধিক জায়গায় রাম মন্দির নির্মানের দাবিতে জনসভার আয়োজন করা হবে। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে একাধিক জনসভা হবে"। অযোধ্যায় রাম মন্দিরের দাবিতে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গ মিলিয়ে ১৯ টি জায়গায় হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এইসব সম্মেলন থেকে রাম মন্দির নির্মাণের দাবি তোলা হবে।

নেপালে গণ্ডকী নদীতে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই জীপ, মর্মান্তিক মৃত্যু ১৪ জনের

কাঠমাণ্ডু, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): নেপালের বাগ্লুঙ জেলায় রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৫০০ মিটার নীচে গণ্ডকী নদীতে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি জীপঊ ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১৪ জনেরঊ গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৩ জন, এছাড়াও একজনের কোনও খোঁজ নেইঊ মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বাগ্লুঙ জেলার বড়িগাড় গ্রামীণ মিউনিসিপ্যালিটিতেঊ মৃত ১৪ জনের মধ্যে ৯ জন মহিলা, ৪ জন পুরুষ এবং একটি শিশুঊ

পুলিশ সুপার (এসপি) দীপক রেগমি জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে গুলমি জেলা থেকে বাগ্লুঙ জেলার বুর্তিবাঙ অভিমুখে যাচ্ছিল যাত্রীবোঝাই একটি জীপঊ সকাল দশটা নাগাদ রাস্তা থেকে প্রায় ৫০০ মিটার নীচে গণ্ডকী নদীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যায় জীপটিঊ ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনেরঊ গুরুতর আহত হয়েছেন ৩ জন এবং একজনের কোনও খোঁজ নেইঊ নিহতদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

মঙ্গলবার আগরতলায় এডমার্স ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

শিশুকে খুন করে আত্মঘাতী মা

ঝাড়্গ্রাম, ৩ ডিসেম্বর (হি: স)::- নিজের শিশুকন্যাকে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করার পর নিজের মৃত্যু নিশ্চিত করতে প্রথমে হাতের শিরা কাটেন। পরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক গৃহবধূ। এহেন মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল এর রোহিনিতে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম মিতা মন্ডল(৩২) এবং তার শিশু সন্তানের নাম দেবলীনা মন্ডল(৪)। মৃতার স্বামী বুদ্ধদেব মন্ডল স্থানীয় লাউদহ স্কুলের শিক্ষক। বুদ্ধদেব মন্ডল এর বাড়ি বর্ধমানের মঙ্গলকোট গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে সাঁকরাইল ব্লকের লাউদহ হাই স্কুলের শিক্ষক হলেন বুদ্ধদেব মন্ডল ।তিনি এবং তার স্ত্রী মিতা চার বছরের কন্যা সন্তানকে নিয়ে রোহিনীতে ভাড়া থাকতেন।একটি দোতালা বাড়িতে তারা বেশ কয়েক বছর ধরে ভাড়ায় থাকতেন।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বুদ্ধদেব মন্ডলের বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটে।মিতা দেবীর বাড়ি বীরভূমের মহম্মদবাজারে।।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন বুদ্ধদেব বাবু এদিনও বিদ্যালয়েও গিয়েছিলেন। পুলিশের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন বিদ্যালয় থেকে বাড়ি আসার আগে তার স্ত্রী তাকে ফোন করেছিলনে।তিনি সন্ধ্যা বেলায় বাড়ি ফিরে দেখেন ঘরের দরজা বন্ধ।ডাকাডাকি করেও কোন আওয়াজ না পেয়ে প্রতিবেশীদের খবর দেন।প্রতিবেশীদের সাহায্যে দরজা ভেঙে ভিতরে গিয়ে দেখা যায় শিশু কন্যাটি নিথরভাবে বিছানায় পড়ে রয়েছে এবং তার মা সিলিং থেকে গলায় দড়ি নিয়ে ঝুলছে।পুলিশে খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।স্থানীয় প্রতিবেশীরা জানান স্বামী এবং স্ত্রীর মাধ্যে প্রায়শই ঝামেলা গেলে থাকত।অন্যদিকে পুলিশ জানিয়েছে আত্মঘাতী ওই মহিলা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিলেন।তবে পুলিশ পুরো ঘটনা জানার জন্য তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার অমিত কুমার ভরত রাঠোর বলেন "ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ"।

লন্ডনে সাংবাদিক সম্মেলনে বরিস জনসনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

লন্ডন, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের প্রশংসা করলেন আমেরিকান প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড ট্রাম্পউ ন্যাট সম্মেলন ঘিরে সফরকালে মঙ্গলবার লন্ডনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বরিস জনসনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ট্রাম্প বলেন, আমি মোটেই ইংলান্ডের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করবো না, বা এ নিয়ে কোনও জটিলতা তৈরি করব না। কিন্তু, আমি মনে করি, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বরিস খুবই দক্ষ, আর আগামীতেও সে খুবই ভালো কাজ করবে।

চলতি মাসের ১২ তারিখে ইংলান্ডের জাতীয় নির্বাচন। এরই মধ্যে দু'দিনব্যাপী ন্যাটো সম্মেলনের আয়োজন করতে হচ্ছে দেশটিকে। এ সম্মেলনে যোগ দিতেই এই মুহুর্তে লন্ডন সফরে রয়েছেন আমেরিকান প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড ট্রাম্পউ আর এই সফরের মধ্যেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের অনুরোধ উপেক্ষা করে এক প্রকার সেদেশের নির্বাচনে নাক গলালেন ট্রাম্প উ এদিন তিনি লন্ডনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বরিস জনসনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ট্রাম্প বলেন, আমি মোটেই ইংলান্ডের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করবো না, বা এ নিয়ে কোনও জটিলতা তৈরি করব না। কিন্তু, আমি মনে করি, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বরিস খুবই দক্ষ, আর আগামীতেও সে খুবই ভালো কাজ করবে। শুধু তাই নয়, বরিসের অন্যতম প্রধান নির্বাচনী ইস্যু ব্রেক্সিট বাস্তবায়নের পক্ষেও নিজের সমর্থন ব্যক্ত করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

এদিকে, এদিন আগামীতে লেবার পার্টির জেরেমি করবিন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হলে তার সঙ্গে কাজ করতে পারবেন কিনা জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন, আমি যে কারো সঙ্গে কাজ করতে পারি। কাজ করার ব্যাপারে আমি খুবই সহজ।

উল্লেখ্য, এর আগে সফরকালে ট্রাম্প যেন কোনওভাবেই ইংল্যান্ডের নির্বাচনের ব্যাপারে নাক না গলান, সে জন্য কয়েকদিন আগেই তাকে অনুরোধ জানিয়েছেন বরিস জনসন। সে সময় মার্কিন কর্তৃপক্ষও খুব বড় মুখ করে বলে, অন্য দেশের নির্বাচনে নাক গলানোর কোনো আগ্রহ আমাদের প্রেসিডেন্টের নেই। যে আশঙ্কা করা হচ্ছিল এরই মাঝে তা বাস্তবে পরিণত করেছেন ট্রাম্প।-

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার বাংলাদেশের বিমান সংস্থার দুই প্রাক্তন আধিকারিক

ঢাকা, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার বাংলাদেশের বিমান সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের দুই প্রাক্তন আধিকারিক উ মঙ্গলবার তাদের গ্রেফতার করে সেদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বিমানের কার্গো শাখার ১১৮ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গ্রেফতার গ্রেফতার লাদেশের বিমান সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার মহাম্মদ আলী আহসান ও প্রাক্তন ম্যানেজার ইফতেখার হোসেন চৌধুরীকে গ্রেফতার করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদকের জনসংযোগ আধিকারিক প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য জানান, মঙ্গলবার দুপুরে কাকরাইল এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

উল্লেখ্য, আজ সকালেই দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ এ গ্রেফতার দু'জনসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন সংস্থার ডেপুটি ডিরেক্টর নাসির উদ্দিন। অভিযোগে বলা হয়, আসামিরা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কার্গো শাখায় দায়িত্ব পালনকালে পারস্পরিক যোগসাজশে অবৈধ সুবিধা নিয়ে কার্গো ও মেইল হ্যান্ডলিং চার্জের ১১৮ কোটি ৪ লাখ ১৭ হাজার ৪৮ টাকা আদায় না করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি করেছেন। এ কারণে আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯/৪১৮/১০৯ ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন-১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

ডেঙ্গি নিয়ে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ও পুরমন্ত্রীর তোপের মুখে প্রাক্তন পুরমন্ত্রী

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : ডেঙ্গি নিয়ে আলোচনায় মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভা অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী ও পুরমন্ত্রীর তোপের মুখে পড়লেন রাজ্যের প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। ডেঙ্গি নিয়ে এ দিন রাজ্য বিধানসভায় হট্টগোল হয়। বাম বিধায়ক তথা শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের মেয়র অশোক ভট্টাচার্য ডেঙ্গি নিয়ে আলোচনায় এ দিন বলেন, শুধুমাত্র আধিকারিক বদল করে ডেঙ্গি মোকাবিলায় করা যাবে না। কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র নিজে বলেছেন যে স্বাস্থ্য দফতর ফেল করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিলিগুড়ির মেয়রকে কটাক্ষ করে বলেন, যার এলাকায় ডেঙ্গি সবচেয়ে বেশি তিনি ভাষণ দিয়ে চলে গেলেন। শিলিগুড়ির মেয়রকে তো আগে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত। ওনার এলাকার ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। অশোক ভট্টাচার্যকে পাল্টা তোপ দেগে পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, যারা অপদার্থ তারাই আবার অপদার্থতার কথা বলছেন। অশোক ভট্টাচার্য শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের মেয়র, তাহলে সেখানকার পরিকাঠামো এত খারাপ কেন? আমরা ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই ডেঙ্গি মোকাবিলায় কাজ শুরু করে দিয়েছি।

নরেন্দ্র মোদী

আটের পাতার পর

অটলজি পৃথক ঝাড়খণ্ড তৈরি করেছিলেন। এটি ভগবান বিরসাকে দেওয়া সঠিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। এটি ছিল অটলজির বিজেপি সরকার, যা স্বাধীনতার পরে প্রথমবারের মতো উপজাতি মন্ত্রক গঠন করেছিল। এখন ঝাড়খন্ডের বয়স ১৯ বছর। এখন সে তরুন। এবার আপনারা সবাই সচেতন হোন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। যেমন বাড়িতে বাবা-মা সন্তানের বয়স ১৯ বছর হয়ে গেলে তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে চিন্তা করেন। ঠিক তেমনই ঝাড়খণ্ডেরও শৈশবের বয়স আর নেই। এই পরিস্থিতিতে ঝাড়খণ্ডের নাগরিকের মতো আমাদেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। ঝাড়খণ্ডের বয়স ১৯ থেকে ২৫ বছর হওয়ার আগেই এটি এতটাই সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী হওয়া উচিত যাতে আর পিছনে ফিরে তাকাতে না হয়। সুতরাং, আসন্ন পাঁচ বছর ঝাড়খণ্ডের ১৯ বছর বয়সের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং একটি সুযোগও নষ্ট করবেন না, আমি সবসময় আপনার জন্য প্রস্তুত।শুধু আমাকে সমর্থন করুন। আমরা রেকর্ড বাজেট পেশ করেছি। বিজেপি সরকার প্রথমবারের মতো জেলা ডিস্ট্রিক মিনরেল ফান্ডের ব্যবস্থা করেছে। এতে পাঁচ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। এবার এখান থেকে উৎপন্ন খনিজগুলির একটি অংশ জনস্বার্থে দিতে হবে। রাজ্য সরকার ৬০০ হাজার ইজারা দিয়েছে। বাকি ৩০-৪০ হাজার ইজারা সরকার গঠনের পরে দেওয়া হবে। কংগ্রেসের নজর রয়েছে এখাকার খনিজসম্পদের উপর। তারা ক্ষমতায় আসার জন্য ভয় এবং বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। ৭০ বছরের কংগ্রেস সরকার বিকাশের কথা ভাবেনি, বিজেপি সরকার তা নিয়ে ভেবেছে।আদিবাসী স্বার্থের জন্য আমরা অঙ্গিকারবদ্ধ। জল, বন, জমির উপর আমরা কোনও প্রভাব পড়তে দেব না। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, কংগ্রেস ও তাদের বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকুন। তাদের অতীত ও তাদের শোষণগুলি মনে রাখবেন, তাদের চোখ এখানের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর রয়েছে। এরা সবকিছু লুট করবে।তাই তারা ভয় ও বিভ্রান্তির পরিবেশ তৈরি করছে।

প্রথম পর্যায়ে ভোটগ্রহণ থেকে তিনটি বিষয় পরিষ্কার

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, প্রথম পর্বের ভোটগ্রহণ তিনটি বিষয় পরিষ্কার করেছে। প্রথমত, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে এবং দেশগঠনে অবদান রাখার ক্ষেত্রে ঝাড়খণ্ডবাসীদের বিশ্বাস অভূতপূর্ব। দ্বিতীয়ত, বিজেপি সরকার মাওবাদীদের কোমর ভেঙে দিয়েছে। সরকারের তৎতায় তাদের কার্যকলাপ সীমিত করতে বাধ্য হয়েছে মাওবাদীরা। এতে ভয়ের পরিবেশ কমেছে। উন্নয়নের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তৃতীয়ত, এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ঝাড়খণ্ডের জনগণ বিজেপি সরকারের প্রতি আস্থা অনুভূতি জেগে উঠেছে। যদি কোনও দল ঝাড়খণ্ডকে উন্নত করতে পারে তবে কেবল এবং কেবল বিজেপিই তা করতে পারে। আমি এটা অনুভব করতে পারছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনে ভোটগ্রহণের পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু লোকেরা এই উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

এখানকার লোকেরা বলছে "ঝাড়খণ্ড পুকারা ভাজপা দোবারা"

ঝাড়খণ্ডের লোকেরা রাজ্যের উন্নয়নের গতি বজায় রাখতে দিল্লি এবং রাঁচিতে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার চাইছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আমাদের সঙ্গীঅর্জুন মুন্ডা ঠিক বলেছেন যে, দিল্লি রাজ্যের গ্রামগুলিকে উন্নত করার ব্যবস্থা করেছে এবং রাজ্য সরকার এটিকে দায়িত্বের সঙ্গে পালন করেছে উ এখানকার লোকেরা বলছেন-"ঝাড়খণ্ড পুকারা ভাজপা দোবারা"।

কংগ্রেসের এবং জেএমএম-এর রাজনীতি প্রতারণা এবং স্বার্থপরতার রাজনীতি

আপনাদের আশেপাশের রাজ্য যেখানে বিজেপি সরকার নেই সেখানকার পরিস্থিতি দেখুন। কৃষক, পশ্চাৎপদ, আদিবাসীদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে কংগ্রেস সরকার গঠন করে নিচ্ছে কিন্তু পরে প্রতিশ্রুতি পূরণ করা থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। মানুষকে রাস্তায় নামতে হচ্ছে। ঝাড়খণ্ড জানে যে, কংগ্রেসের এবং জেএমএম-এর রাজনীতি প্রতারণা এবং স্বার্থপরতার রাজনীতি।

ভগবান বিরসা মুন্ডাকে স্মরণ প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কয়েকদিন আগেই গোটা দেশ বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী পালন করেছে। এদিনের জনসভা দাঁড়িয়ে বিরসা মুন্ডাকে স্মরণ করে তিনি জানিয়েছেন যে এই ৩রা ডিসেম্বর পরমবীর চক্র বিজেতা এলবরাট এক্কার বীরগতি হয়েছিল।

রাম-মন্দির সমস্যা জিইয়ে রেখেছিল কংগ্রেস

অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে কংগ্রেসের নিন্দায় মুখর হয়ে তিনি জানিয়েছেন, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে কয়েকটি রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে কংগ্রেস। এখন সেই প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ শতাব্দী প্রাচীন দলটি। এদের বিরুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে মানুষ এখন রাজপথে নেমে এসেছে। স্বার্থের জন্য জোট বেঁধেছে কংগ্রেস-জেএমএম। অন্যদিকে, বিজেপি কোনও প্রকারের স্বার্থ ছাড়াই কাজ করে চলেছে। ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত করা হয়েছে। অযোধ্যার সমস্য যা কংগ্রেস ঝুলিয়ে রেখেছিল, তা সমাধান করা হয়েছে।

আদিবাসীদের সঙ্গে থেকে রাজকুমার রাম ভগবান রাম হয়ে উঠেছিলেন আদিবাসীদের সঙ্গে ভগবান শ্রীরামের সম্পর্ক তুলে ধরে তিনি বলেন ১৪ বছরের বনবাসে আদিবাসীদের সঙ্গে শ্রীরাম। তাই তিনি অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে মর্যাদা পুরুষোত্তম হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। আদিবাসী তাঁকে সংস্কারী করে তুলেছিল।

কর্মক্ষমতা ও উদ্যোগ বাণিজ্য বিষয়ে অভিনব প্রয়াস অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। 'কর্মক্ষমতা ও উদ্যোগ বাণিজ্য' শীর্ষক এক অভিনব প্রয়াস নিয়েছে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য প্রফেসার উজ্জ্বল কুমার চৌধুরী আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রয়াসের ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়েছেন। তিনি জানান, ত্রিপুরায় বেকারত্বের সমাধান কিভাবে সম্ভব, কোন পথে, কিভাবে অগ্রসর হলে কেরিয়ারে উন্নতি হতে পারে, সে বিষয়ে আলোকপাত করাই হল প্রধান লক্ষ্য। যা পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরার তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ কার্যকরী হবে।

দেশের তরুণ প্রজন্মকে চাকুরীর সুযোগ, ব্যবসা বাণিজ্য ও স্কিল ডেভলাপমেন্টের মতো বিষয়ে অবহিত করতে এদিন আগরতলায় শহীদ ভৎগ সীং যুব আবাসে একটি আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয় ও পুনের ইউথ এইড ফাউন্ডেশন। ত্রিপুরার নতুন প্রজন্মের কথা ভেবে আগামীদিনে শিক্ষা সম্মেলনে করারও পরিকল্পনা রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। জানা গিয়েছে, ত্রিপুরা থেকে দশজন ছেলেমেয়েকে বাছাই করে পুনেতে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে তাদের বিভিন্ন কর্মমুখী প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য আর্থিক সহায়তারও ব্যবস্থা করা হবে। এদিন আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসোসিয়টে ভাইস প্রেসিডেন্ট (এডুকেশন কাউন্সেলিং অ্যান্ড কমিউনিকেশন) সৌরিন দত্ত রায়।

টিসিএস

● **প্রথম পাতার পর**

টিপিএস গ্রেড টু ১৫টি শূন্যপদ পূরণে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। ওই বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে ২০১৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর প্রিলিমিনারি পরীক্ষা এবং ৩০ অক্টোবর ফলাফল ঘোষণার বিজ্ঞপ্তি জারি করে টিপিএসসি। তাতে বলা হয়েছিল, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই মূল পরীক্ষার জন্য বাছাই করা হবে। সে মোতাবেক ২০১৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর থেকে ৯ জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে পরীক্ষা নেয় টিপিএসসি। কিন্তু ২০১৮ সালের ৫ জুন রাজ্য সরকার নতুন নিয়োগ নীতি প্রণয়ন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করে। শুধু তা-ই নয়, ২০১৮ সালের ২০ আগস্ট এক মেমোরেন্ডামে পূর্বের সমস্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল বলে জানানো হয়। তাতে টিসিএস এবং টিপিএস নিয়োগে গৃহীত পরীক্ষাটিও বাতিল করে দেয় ত্রিপুরা সরকার।

ত্রিপুরা সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে চাকরি প্রত্যাশী জনৈক সমুদ্র দেববর্মা ত্রিপুরা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন। চলতি বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ওই মামলায় ত্রিপুরা হাইকোর্টে শুনানি শুরু হয়। মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী শক্তিময় চক্রবর্তী বলেন, ত্রিপুরা সরকার হাইকোর্টে পরীক্ষা বাতিলের পক্ষে কোনও নির্দিষ্ট যুক্তি তুলে ধরতে পারেনি। তাই ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র বলেছিলেন, কোনও প্রক্রিয়ার মাঝপথে সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তে ওই প্রক্রিয়াকে বাতিল করা যায় না। ভারতীয় সংবিধান তার অনুমতি দেয় না। তাই, টিপিএসসি-র পূর্বের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী টিসিএস গ্রেড টু এবং টিপিএস গ্রেড টু নিয়োগে পরীক্ষা বহাল থাকবে। সাথে হাইকোর্ট ত্রিপুরা সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল, ৮ সপ্তাহের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

ত্রিপুরা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রিট আবেদন করেছিল ত্রিপুরা সরকার। গতকাল ওই মামলায় শুনানি সম্পন্ন হয়েছিল আদালতে। আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অকিল কুরেশি এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন বেঞ্চ ত্রিপুরা সরকারের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। কার্যত ত্রিপুরা হাইকোর্ট সিঙ্গল বেঞ্চের রায় বহাল রেখেছে। আদালত টিপিএসসিকে তিন মাসের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে নির্দেশ দিয়েছে, জানিয়েছেন আইনজীবী শক্তিময় চক্রবর্তী। তিনি বলেন, সমুদ্র দেববর্মার পক্ষে আদালত রায় দিয়েছে।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

ঘটনাস্থলে উপস্থিত ডিসিএম রূপক ভট্টাচার্য বলেন, গত পয়লা ডিসেম্বর ইরানী থানায় নিখোঁজ মাহমুদার পরিবার থেকে মিসিং ডায়েরী দেওয়া হয়েছিল।

তবে উনি জানান, মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য কৈলাসহরের উনকোটি জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। মৃতদেহের শরীরে কোনো দাগ বা চিহ্ন নেই বলে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় জানান। বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে প্রতিবন্ধী যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা রীতিমতো উদ্বেগজনক। এই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

দিবস পালিত

আটের পাতার পর

পিছিয়ে নেই। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরা রাজ্যে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের সংখ্যা অনেক বেশি হলেও রাজ্যের মোট চাহিদার তুলনায় কিছুটা ঘাটতি রয়ে গেছে সেই ঘাটতি সবাই একত্রিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব।

জখম ২১

আটের পাতার পর

রামপুরহাট যাচ্ছিল। গনপুরের বেসরকারি পলেটেকনিক কলেজের কাছে বাসটি অপর একটি বাসকে ওভারটেক করতে যায় সেই সময় উল্টোদিক থেকে আসা একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এরপরেই স্থানীয় বাসিন্দারা ও পুলিশ যৌথভাবে আহতদের উদ্ধার করে।

তুরস্কের স্কিমাররা

আটের পাতার পর

সম্মেলন করেন কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার, ক্রাইম, মুরলীধর শর্মা। তিনি বলেন, 'এর আগেও রোমানিয়ার চক্রের ব্যাপারটি সামনে এসেছিল। এবারও প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে ওই চক্রই রয়েছে।' গত বছর মে মাসে ঢাকুরিয়া, লেক গার্ডেন্স সহ দক্ষিণ কলকাতার একাধিক এলাকায় এটিএম জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময়ে রোমানিয়ার একটি চক্রকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

কলকাতার গোয়েন্দা প্রধান আরও জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের একটি বিশেষ দল দিল্লিতে পৌঁছে গিয়েছে। দিল্লি পুলিশও এই জালিয়াতির চক্র ধরতে সাহায্য করছে বলে জানিয়েছেন মুরলধীর শর্মা। খতিয়ে দেখা হচ্ছে রোমানিয়ার কিং পিন কাজ করেছে কিনা। এদিন কলকাতা পুলিশের তরফে বলা হয়েছে, গত বছর যখন শহরে এটিএম জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছিল, তখন লালবাজারের তরফে সমস্ত ব্যাঙ্ককে ডেকে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তার মধ্যে ৮০ শতাংশ নেওয়াও হয়েছে বলে জানান যুগ্ম কমিশনার। কিন্তু এখনও কলকাতার ২৫০টির বেশি এটিএম কিয়স্ক রক্ষী বিহীন বলে জানান তিনি। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, দ্রুত ওই কিয়স্কগুলোতে রক্ষী বসাতে হবে।

মাস খানেক আগে স্কিনিং করতে গিয়ে বিহারের তিনজন যুবক ধরা পড়েছিল। লালবাজারের তরফে বলা হয়েছে, অ্যান্টি স্কিনিং ডিভাইস ও ই-সার্ভিলেন্স চালু করার কথা বলা হয়েছে ব্যাঙ্কগুলোকে। একইসঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কী কী পদক্ষেপ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ নিয়েছে তার বিশদ রিপোর্ট ১ জানুয়ারি ২০২০-এর মধ্যে কলকাতা পুলিশকে জমা দিতে হবে।

শনিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত যাদবপুর এলাকায় ৩৬ জন গ্রাহকের টাকা উধাও হয়ে গিয়েছে। কারও অ্যাকাউন্ট থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে উবে গিয়েছে ৪০ হাজার টাকা, কারও আবার শনি ও রবিবার মিলিয়ে তিন ধাপে টাকা উবে গেছে। একাধিক গ্রাহক পুলিশের কাছে অভিযোগ জানায়। হাতে ডেবিট কার্ড থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে বুঝতেই পারছেন না তাঁরা। এই গণ অভিযোগ পাওয়ার পরই নড়েচড়ে বসে কলকাতা পুলিশ।

বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতির পদ থেকে সরলেন জেলা সভাধিপতি বিকাশ রায় চৌধুরী

সিউড়ি, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতির পদ থেকে সরলেন জেলা সভাধিপতি বিকাশ রায় চৌধুরী।শুধু তাই নয় ইতিমধ্যেই তা মঞ্জুর করে সহকারী সভাধিপতিকে দায়িত্ব ভার বুঝিয়ে দেন তিনি। কারন হিসাবে তিনি স্ত্রীর অসুস্থতা ও পারিবারিক কারণ দেখিয়েছেন। ছুটি মঞ্জুর হবার পর দায়িত্ব নেন সহকারি সভাধিপতি নন্দেশ্বর মন্ডল। যদিও ছুটির কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রাজনৈতিক মহলে। ২০১১ সালে রাজ্য সরকারের পরিবর্তনের পর ২০১৩ সালে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদ দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস। সভাধিপতি হিসাবে নিযুক্ত হন বিকাশ রায় চৌধুরী। ৫ বছর পর ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিউড়ি ২ ব্লক এলাকা থেকে ফের জেলা পরিষদের প্রতিনিধি হয়ে পুনরায় সভাপতি পদে আসীন হন তিনি। প্রায় সাড়ে ৬ বছর কাজ করার পর তিনি সাময়িকভাবে অব্যাহতি চাইলেন।

কমবে হার

● **প্রথম পাতার পর**

সমীক্ষা চালানো হলে ৬৫ হাজারের অধিক নিরক্ষর ব্যক্তি চিহ্নিত হবেন। তাঁর দাবি, নয়া সমীক্ষায় স্বাক্ষরতার হার ৮৮ শতাংশে নেমে আসবে। তিনি জানান, আগামী ২১ ডিসেম্বরর স্বাক্ষরতা মিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ওই বৈঠকে সারা রাজ্যে স্বাক্ষরতার হার নিরূপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

১২০

● **প্রথম পাতার পর**

হন বিরোধীরা। বিষয়টি প্রতিহিংসার রাজনীতি বলে আখ্যা দেয় সিপিআই(এম) সাংসদ। তার পাল্টা এমন মন্তব্য করেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে মঙ্গলবার রাজ্যসভায় এসপিজি সংশোধনী বিল ২০১৯ পেশ করার সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, সবাইকে প্রধানমন্ত্রীর মতো নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না। এদিন কংগ্রেসের দাবি ছিল যে গান্ধী পরিবারের কথা মাথায় রেখেই এই সংশোধনী বিল আনা হয়েছে। এমন দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, শুধুমাত্র গান্ধী পরিবারের নয় ১৩০ কোটি মানুষের কথা চিন্তা করে কেন্দ্রীয় সরকার। গান্ধী পরিবারের কথা মাথায় রেখে এই সংশোধনী করা হয়নি। তাদের সমস্ত দিক ক্ষতিয়ে দেখেই গান্ধী পরিবার থেকে এসপিজি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে পাঁচবার সংশোধন করা হল এসপিজি আইন। এর মধ্যে চারটি সংশোধন নির্দিষ্ট একটি পরিবারের কথা মাথায় রেখে করা হয়েছে।

অসম : ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে মাধ্যমিক ও হাইমাদ্রাসা শিক্ষান্ত পরীক্ষা

গুয়াহাটি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (সেবা) পরিচালিত ২০২০ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক ও হাইমাদ্রাসা শিক্ষান্ত পরীক্ষা আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে। চলবে ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সেবা-র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নারায়ণজ্যোতি শর্মা আজ মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিযোগে মাধ্যমিক ও হাইমাদ্রাসা পরীক্ষার দিনক্ষণ জারি করেছেন। ঘোষিত দিনক্ষণ তথা সূচি অনুযায়ী মাধ্যমিকের প্রথম দিন ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল নয়টা (৯:০০) থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা। দ্বিতীয় দিন ১১ ফেব্রুয়ারি সকালে একই সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে মিউজিক, ডান্স, গার্মেন্ট ডিজাইনিঙের পরীক্ষা। এভাবে ১২ ফেব্রুয়ারি মণিপুরি, বড়ো, সাঁওতালি, বাংলা। ১৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে ঐচ্ছিক বিষয় যেমন অ্যাডভান্সড ম্যাথেম্যাটিকস, সংস্কৃত, ভূগোল, ইতিহাস, হোম সায়ান্স, নেপালি, কমপিউটার সায়ান্স, আরবি, পার্সি পরীক্ষা। ১৪ ফেব্রুয়ারি হিন্দি, আরবি সাহিত্য; ১৫ ফেব্রুয়ারি অসমিয়া (ই)।

মাঝে একদিন ছুটির পর ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে অনুষ্ঠিত হবে সমাজ বিজ্ঞানের পরীক্ষা। এর পর ২০ ফেব্রুয়ারি উইভিং অ্যান্ড টেক্সটাইল, ২২ ফেব্রুয়ারি সাধারণ বিজ্ঞান, ২৫ ফেব্রুয়ারি সাধারণ গণিত, ২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে অসমিয়া / ইংরেজি (আইএল) এবং ২৯ তারিখ উড ক্র্যাফট, রিটেল ট্রেড ইত্যাদি।

মুখ্যমন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর**

পণ্য দ্রব্য পৌঁছানোর জন্য ৬৯টি তালিকাভুক্ত ট্রান্সপোর্ট কনট্রাক্টর, গোডাউন থেকে রেশনশপে পণ্য দ্রব্য সরবরাহের জন্য ১৬০টি ডোর স্টেপ ডেলিভারি কনট্রাক্টরস রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত আছে কিনা তা নিয়মিত তদারকি করতে হবে।

বাজারে নিত্য পণ্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে রাজ্যের ৮-টি জেলার বাজার কমিটিগুলির সঙ্গে খাদ্য দফতরকে নিয়মিত সভা করার জন্য খাদ্য দফতরের সচিবকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় খাদ্য দফতরের সচিব জানান, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে খাদ্য দফতর কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ৫০ হাজার মেট্রিকটন ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বর্তমানে যে চালের মিল স্থাপনের কাজ চলছে তা আগামী ৬-৭ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেলে সেখান থেকে চাল মজুত করতে সুবিধা হবে। রাজ্যে আরও চালের মিল স্থাপন করার ব্যাপারে খাদ্য দফতরকে উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যে কারা কারা মিল স্থাপন করেছেন বা যাঁরা আগ্রহী সে বিষয়ে খোঁজ নিয়ে সংশ্লিষ্টদের রাজ্যে মিল স্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে বলেন তিনি। রাজ্যে মিল স্থাপনে তাঁদের উৎসাহ দিতে এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার ব্যাপারেও দফতরকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে খাদ্য দফতরের সচিবকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, খাদ্য দফতর যে-সব বিষয়ে সাফল্য পেয়েছে তা প্রচারে নিয়ে আসতে হবে। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও খাদ্যমন্ত্রী মনোজকান্তি দেব, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনা করেন।

বর্তমান

● **প্রথম পাতার পর**

জোর দিচ্ছে। উন্নয়ন কিংবা বিকাশের সঙ্গে পরিবেশের প্রতিও নজর দেওয়া উচিত। রাজ্যবাসী খুবই ভাগ্যবান যে রাজ্যের অনেকটা অংশ জুড়েই বনাঞ্চল রয়েছে। আমাদের সেগুলিকে রক্ষা করতে হবে। কারণ পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে কৃষি, উদ্যান, রেশম শিল্প ও পর্যনটও ক্ষতিগ্রস হবে। রাজ্যের উন্নয়নে সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে। একা কোনও ব্যক্তি বা দপ্তরের পক্ষে রাজ্যের উন্নয়ন করা সম্ভব নয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের বিশেষ সচিব শৈলেন্দ্র সিং। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ইসরোর বিজ্ঞানী ড. জন ম্যাথিউ, এনইএসএসি-র অধিকর্তা পিএলএনরাজু প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করেন। তাছাড়া ইসরো ও এনইএসএসির পক্ষ থেকে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার হাতে একটি স্মারকও তুলে দেওয়া হয়। আলোচনাসভা শেষে অনুষ্ঠিত হয় টেকনিক্যাল সেশন।

অভিযান

● **প্রথম পাতার পর**

পর্যন্ত কলেজ রোডের দু'পাশে জবরদখলমুক্ত করতে কাজ শুরু করেছে প্রশাসন। স্থানীয়দের অনেকেই দাবি করেছেন ডিমারগেলনের পর অতিরিক্ত জমি খাস জমি উল্লেখ করে প্রশাসনিক যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে ভাঙচোর করা হচ্ছে। এ ধরনের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেকেই। আগরতলা পুরনিগমের

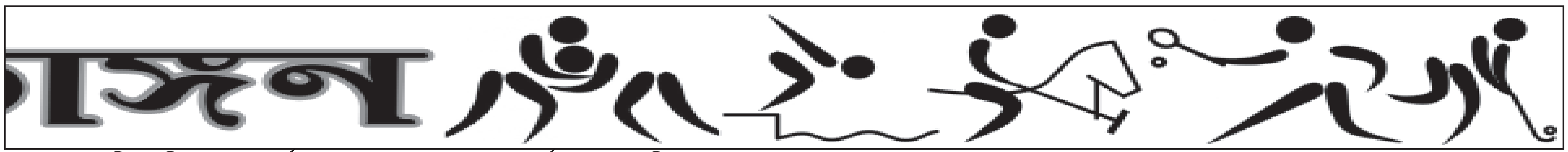

আইসিসি টুর্নামেন্টে ব্যর্থতা; বিরাট বাহিনীকে পরামর্শ সৌরভের

লাগাতার আইসিসি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট বিরাট কোহলি দের হার। ২০১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে ভারতের পরাজয়। পরিসংখ্যানটা অনেকটাই দীর্ঘ। ২০১৩ সালের পর থেকে ভারত কোন আইসিসি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। সামগ্রিকভাবে ভারতীয় দলের এই চ্যাম্পিয়ন হতে না পারার কারণ নিয়ে মুখ খুলেছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা বর্তমান বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সৌরভ এর মতে এটা একটা মানসিক ব্যাপার এবং এটা থেকে বের হওয়ার সঠিক রাস্তা খোঁজার প্রয়োজন রয়েছে। বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ এর মতে, 'ভালো দল হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় দল গত দু তিনটে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে হেরে গিয়েছে।' এই বিষয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এর বক্তব্য,'আমার মনে হয় না যে খেলোয়াড়েরা ছাড়া আর কেউ কিছু করতে পারে। এটা একটা মানসিক ব্যাপার। আপনি যদি সেমিফাইনালে পৌঁছান, তাহলে আপনার চ্যাম্পিয়ন হওয়া হাসিল করা প্রয়োজন রয়েছে।' প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভের কথায়, 'আমার বিশ্বাস যে বিরাট, রোহিত অন্য খেলোয়াড়েরা এই বিষয়টির উপর নজর দেবে।আমরা কেবলই ওদের সমর্থন করতে পারি।' নিজের ক্রিকেট কেরিয়ারের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন,'নিজের খেলার দিনে আমি ব্যাটিং করতে পারতাম আর ভারতকে ফাইনালে পৌঁছাতে পারতাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউই এখন এমনটা করতে পারবে না।আমরা কেবল অপ্রত্যক্ষভাবে দলের সাহায্য করতে পারি। আমরা ওদের সেটা দিতে পারি যেটা ওরা চায়, ওদের সুবিধা দিতে পারি'। অন্যদিকে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আসন্ন যুব বিশ্বকাপে ভারতীয় দল নিয়ে বলেছেন, 'আমরা শেষ যুব বিশ্বকাপ জিতেছি। আমি আশা করে রয়েছি রাহুল দ্রাবিড়,পরশ মামরে আর অন্যান্য অভিজ্ঞ স্টাফদের সংরক্ষণে আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় ভালো প্রদর্শন করব'। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে অনূর্ধ ১৯ বা যুব বিশ্বকাপের আসর দক্ষিণ আফ্রিকায় বসতে চলেছে। ১২ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে এই টুর্নামেন্ট, চলবে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।অধুনা ভারতীয় ক্রিকেটের চলমান প্রহেলিকা তিনি। তাঁর ক্রিকেটীয় ভবিষ্যত কী, কেউ জানে না। কেউ জানে না তিনি আর দেশের জার্সিতে নামবেন কি না, জানে না অবসর নিলে কবে নেবেন? বিশ্বকাপের পর মহেন্দ্র সিং ধোনিকে আর তো মাঠে দেখেনি ভারতীয় ক্রিকেট।মাঝে একটার পর একটা সিরিজ খেলেছে ভারত। ধোনি খেলেননি। তারই মধ্যে ভারতীয় বোর্ড মসনদে বসেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু ধোনি ধোঁয়াশা কাটেনি। বরং দিন দু''য়েক আগে ভারতীয় কোচ রবি শাস্ত্রী বলে দিয়েছেন যে, আগামী আইপিএলের উপর নির্ভর করবে ধোনির ক্রিকেটীয় ভবিষ্যত। শুক্রবার সেই ধোঁয়াশা অনেকটা কেটে গেল। শহরে এক অনুষ্ঠানে এসে বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ বলে দিলেন, ধোনি নিয়ে বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে! ''''ধোনি নিয়ে স্বচ্ছতা নেই, কে বলল? কিন্তু সব কিছু সর্বসমক্ষে বলা যায় না। মাথায় রাখতে হবে, ধোনি চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার,'''' বলে দেন সৌরভ। শাস্ত্রীয় মন্তব্য নিয়েও প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে সৌরভ বললেন, ''''দেখা যাক। কিন্তু এটা বলতে পারি, ধোনির সঙ্গে আমাদের কথা হয়ে গিয়েছে। ওর ব্যাপার নিয়ে আমরা ক্লিয়ার। নির্বাচকরাও জানে। ধোনি নিজেও জানে।''''যার পর প্রশ্ন উঠছে, ধোনি যুগ কি তাহলে সমাপ্তির পথে? তবে অন্যদিকে ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন এক সূচনার খোঁজ পাওয়া গেল শুক্রবার। সবকিছু ঠিকঠাক চললে, শচীন তেণ্ডুলকর-ভিভিএস লক্ষ্মণ বোর্ডের ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটিতে আবার ফিরতে চলেছেন! বোর্ড গঠিত প্রথম ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটিতে শচীন, লক্ষ্মণের সঙ্গে ছিলেন স্বয়ং সৌরভ। কিন্তু তাঁদের স্বার্থের সংঘাত মামলায় এমন নক্ক্যারজনকভাবে জড়িয়ে দেওয়া হয় যে, তিতিবিরক্ত হয়ে কমিটি ছেড়ে বেরিয়ে যান। পরবর্তীকালে সিওএ কপিল দেবের নেতৃত্বে নতুন ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে। সেটাও বাতিল হয়ে যায়। অথচ সামনেই জাতীয় নির্বাচক বাছার ব্যাপার আছে। তার দায়িত্ব ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটির উপরই। সেখানে ফের শচীন-ভিভিএসের প্রত্যাবর্তন ঘটানোর প্রবল সম্ভাবনা। কারণ স্বার্থের সংঘাতে তাঁরা জড়িয়ে নেই। তবে সৌরভ বর্তমানে বোর্ড প্রেসিডেন্ট বলে কমিটির তৃতীয় সদস্য খুঁজতে হবে।শনিবার মুম্বই যাচ্ছেন সৌরভ। রবিবার বোর্ডের বার্ষিক সভা। লোধা আইন দ্বারা গঠিত নতুন বোর্ড সংবিধানে দু''টো বড়সড় শোধন হতে পারে। এক) রাজ্য ক্রিকেট সংস্থায় ''কুলিং অফ'' তুলে দেওয়া। যাতে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার মেয়াদ সম্পূর্ণ করে সরাসরি বোর্ডে চলে যাওয়া যায়। দুই) বিভিন্ন কমিটি, সাব কমিটিতে সত্তরোর্ধরা যাতে থাকতে পারেন (যা লোধা আইনবিরুদ্ধ), সেটা দেখা হবে। বোর্ড সদস্যরা প্রস্তাব পাশ করে দিলে আর সুপ্রিম কোর্ট তা মেনে নিলে, বোর্ড প্রেসিডেন্ট হিসেবে সৌরভ তখন দশ মাস নয়, থাকবেন তিন বছর।

মেসির দখলে হাফ-ডজন ব্যালন ডি''অর

প্যারিস: আবারও শিরোনামে উঠে এলেন লিওনেল মেসি। ফুটবলের জাদুকরের মুকুটে যুক্ত হল আরও একটি পালক। তিন বছরের খরা কাটিয়ে ''ব্যালন ডি''অর''-এ আবারও ভূষিত হলেন এই আর্জেন্তাইন ফুটবল তারকা। এই নিয়ে ছ''বার ব্যালন ডি''অর পেলেন এলএমটেন। এর সঙ্গেই ব্যালন ডি''অর পাওয়ার সংখ্যায় ক্রিশ্চিয়ান রোনাল্ডোকে ছাপিয়ে গেলেন মেসি।মঙ্গলবার প্যারিসে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ফুটবলের অনন্য সম্মান দেওয়া হয় ''ফুটবলের রাজপুত্রকে''। এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন লিভারপুলের তারকা ফুটবলার ভার্জিল ভ্যান ডাইক-সহ অনেক ফুটবল তারকা।ফিফার বর্ষসেরা হওয়ার পরে এ বারের ব্যালন ডি''অরেও অনেকেই এগিয়ে রেখেছিলেন মেসিকে। আর্জেন্তিনার কিংবদন্তি ফুটবলার প্রত্যাশা মতোই ছ''বার এই সম্মান জিতলেন। দ্বিতীয় ভার্জিল ফান ডাইক, তৃতীয় রোনাল্ডো। তবে এই অনুষ্ঠান হাজির ছিলেন না পর্তুগিজ ফুটবল তারকা।মহিলাদের বিভাগে বর্ষসেরা হলেন বিশ্বকাপ জয়ী মার্কিন তারকা মেগান র‍্যাপিনো। অনুষ্ঠানে হাজির হতে না-পারলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় মেসিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এই মার্কিন ফুটবলার।ব্যালন ডি''অর সম্মানে ভূষিত হওয়ার আগে রবিবার রাতে লা লিগায় অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে ম্যাচ শেষ হওয়ার চার মিনিট আগে মেসি গোল করে বার্সেলোনাকে লিগ টেবলের শীর্ষ স্থানে পৌঁছে দেন। শনিবার রাতে আলাভেসকে হারিয়ে লা লিগা টেবলের এক নম্বরে উঠে এসেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। তাই, শীর্ষ স্থান পুনরুদ্ধারের জন্য আটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে জিততেই হত বার্সেলোনাকে। কিন্তু ম্যাচের শেষ অবধি গোল করতে পারেনি কোনও পক্ষই। হাইভোল্টেজ এই ম্যাচে জয়ের স্বপ্ন যে অধরাই থাকবে, ধরে নিয়েছিলেন বার্সেলোনা সমর্থকেরা। ম্যাচ শেষ হওয়ার মিনিট চারেক আগে নাটকীয়ভাবে ছবিটা বদলে দেন মেসি। সতীর্থ লুইস সুয়ারেজের সঙ্গে পাস ধরে বিপক্ষের পেনাল্টি বক্সের সামনে পৌঁছে যান তিনি। তার পরে ঠান্ডা মাথায় বল জালে জড়িয়ে দেন মেসি।প্রত্যাশিতভাবেই এই অনুষ্ঠানে ব্যালন ডি''অর-এ মেসির নাম ঘোষণা করা হয়। ০০৯, ২০১০,২০১১,২০১২ এবং ২০১৫ সালের পর ষষ্ঠ বারের মত ফুটবলের এই অনন্য সম্মান পেলেন মেসি। এই পুরস্কার পাওয়ার পর মেসি বলেন, ''হঠাত ভেবে দেখালাম আমি ভীষণ ভাগ্যবান। যদি একদিন আমাকে অবসর নিতে হয়, হয়ত তা খুব কঠিন হবে। কিন্তু এখনও আমার বহু বছর বাকি আছে। সময় খুব দ্রুত এগিয়ে যায়। তাই আমি ফুটবলকে উপভোগ করতে চাই।''এরপরেই কিছুটা আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন এই আর্জেন্তানীয় ফুটবল তারকা। তিনি বলেন, ''কয়েক বছর আগে এই প্যারিস শহরেই আমি আমার প্রথম ব্যালন ডি''অর পাই। তখন ২২ বছর বয়সে এটা আমার ভাবনা চিন্তার বাইরে ছিল। আর আজ আমি আমার ষষ্ঠ ব্যালন ডি''অর পেলাম। আমার স্ত্রী সব সময় বলে স্বপ্ন দেখা থামিও না কিন্তু নিজেকে শুধরে সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাও।''মেসি ব্যালন ডি''অর পাওয়ার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছাবার্তা উপচে পড়েছে। মেসির এককালের সতীর্থ লুইজ গার্সিয়া মেসির সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে লেখেন, ''তুমি তো ইতিহাস গড়ছ।'' প্রাক্তন ইংরেজ ফুটবল তারকা ডেভিড বেকহ্যামও ইনস্টাগ্রামে শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন মেসিকে।তবে, অনুষ্ঠানে ক্রিশ্চিয়ান রোনাল্ডো অনুপস্থিত থাকার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন মেসি ভক্তরা। মেসি-রোনাল্ডোকে নিয়ে শুরু হয়েছে একের পর এক ''মিম''।

মেয়াদ কমছে জাতীয় দলের নির্বাচকদের !

বাড়ছে না নির্বাচকদের মেয়াদ- রবিবারই বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে স্পষ্ট করেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কার্যত সেটাই সত্যি হতে চলেছে এবার। মেয়াদ কমছে নির্বাচকদের। চার বছর থেকে কমিয়ে তিন বছরের মেয়াদ করার ভাবনা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের।এর আগে বোর্ডের নির্বাচকদের মেয়াদ ছিল ৫ বছর। সেটাকে আগেই কমিয়ে ৪ বছরে করা হয়েছে। এবার আরও এক বছর মেয়াদ কমানোর ভাবনা বোর্ডের। বোর্ড সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি নিজেই জানিয়েছেন, 'বিশ্বকাপকে মাথায় রেখেই নির্বাচকদের মেয়াদ চার বছর করা হয়েছিল। আমার মনে হয়, নির্বাচকদের জন্য তিন বছরের মেয়াদ করা উচিত।'

বিশ্বরেকর্ড নেপালের অঞ্জলির

পোখরা:টি২০ আন্তর্জাতিকে বিশ্বরেকর্ড করলেন অঞ্জলি চাঁদ। নেপালের এই বোলার কোনও রান না দিয়ে ৬ উইকেট নিলেন। টি২০ আন্তর্জাতিকে এটি সেরা বোলিং (পাশের সারণি দ্রষ্টব্য) ।মহিলাদের সাউথ এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে নেপালের খেলা ছিল মালদ্বীপের সঙ্গে। সপ্তম ওভারে বল করতে আসেন মিডিয়াম পেসার অঞ্জলি। এই ম্যাচেই আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়েছিল তাঁর। প্রথম ওভারে তিনি ফেরান মালদ্বীপের অধিনায়ক জুনা মারিয়মকে। দুই বল পরে ২৪ বছরের অঞ্জলির শিকার লাতসা হালিমাথ। সেই ওভারেই তিনি ফেরান শাফা সালিমকে। পরের ওভারে অঞ্জলি তুলে নেন এশাল ইব্রাহিম ও কিনানাথ ইসমাইলকে। শেষ ওভারে শামা আলির উইকেটটিও নেন তিনি। মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে এতদিন সেরা বোলিংয়ের বিশ্বরেকর্ড ছিল মালয়েশিয়ার মাস এলিসার। এই বছরই চীনের বিরুদ্ধে ৩ রান দিয়ে ৬ উইকেট নিয়েছিলেন এলিসা। পুরুষদের টি২০ আন্তর্জাতিকে সেরা বোলিংয়ের বিশ্বরেকর্ড ভারতের দীপক চাহারের। তিনি গত নভেম্বরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক-সহ ৬ উইকেট নিয়েছিলেন ৭ রান দিয়ে।টস জিতে মালদ্বীপ ব্যাটিং নেয়। তাদের ইনিংস মাত্র ১৭ রানে শেষ হয়ে যায়। তাদের একজন ব্যাটসম্যানও দুই অঙ্কের রানে পৌঁছতে পারেননি। রান তাড়া করতে নেমে মাত্র এক ওভারে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় নেপাল।

২০২০ আইপিএল নিলামে ৯৭১ জন ক্রিকেটার

মুম্বই: কলকাতায় প্রথমবার বসছে আইপিএল নিলামের আসর। ১৯ ডিসেম্বর শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে ক্রিকেটার কেনাবেচা হবে। ২০২০ আইপিএল নিলামে উঠতে চলেছেন ৯৭১ জন ক্রিকেটার। এর মধ্যে ৭১৩ জন ভারতীয় এবং ২৫৮ জন বিদেশি ক্রিকেটার। সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য দিয়েছে বিসিসিআই।ত্রয়োদশ আইপিএল নিলামে ৯৭১ জন ক্রিকেটারের মধ্যে ৬৩৪ জন আনক্যাপড প্লেয়ার। তবে ৬০ জন ভারতীয় আনক্যাপড ক্রিকেটার রয়েছেন, যারা অন্তত একটি করে আইপিএল ম্যাচ খেলেছে। বিদেশি আনক্যাপড প্লেয়ারের সংখ্যাও ৬০। আর বিদেশি ক্যাপড ক্রিকেটার হলেন ১৯৬ জন। ভারতীয়দের মধ্যে ১৯জন রয়েছেন ক্যাপড প্লেয়ার। আর দু''জন হলেন অ্যাসোসিয়েট দেশের।বিদেশি প্লেয়ারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৫৫ জন রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার। ৫৪ জন দক্ষিণ আফ্রিকার। এছাড়াও শ্রীলঙ্কা থেকে রয়েছেন ৩৯, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৩৪, নিউজিল্যান্ডের ২৪, ইংল্যান্ডের ২২ এবং ১৯ জন রয়েছে আফগানিস্তানের। আর বাংলাদেশ থেকে রয়েছেন ৬ জন প্লেয়ার। তিনজন জিম্বাবোয়ে এবং একজন মার্কিন ক্রিকেটার।ট্রান্সফার উইন্ডোতে এবার ক্রিস লিন ও অল-রাউন্ডার রবিন উথাপ্পাকে ছেড়ে দিয়েছে কলকাতা নাইটরাইডার্স। নিলামে খরচ করার জন্য নাইটের হাতে রয়েছে ৩৫ কোটি ৬৫ লাখ টাকা। নিলামে ৭ জন ভারতীয় ক্রিকেটার-সহ ৪ জন বিদেশি অর্থাত মোট ১১ জনকে নিতে পারবে কেকেআর।আইপিএল সবচেয়ে সফল দল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হাতে নিলামে ক্রিকেটার কেনাবেচার জন্য রয়েছে মাত্র ১৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। আর এই টাকার মধ্যে ২ জন বিদেশি-সহ মোট ৭ জন ক্রিকেটার নিতে পারবে নীতা আম্বানির দল। গত বছরের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ১৮ জন খেলোয়াড়কে রেখে দিলেও বাদ দিয়েছে লাসিথ মালিঙ্গা, যুবরাজ সিংহ-সহ ১২ জন ক্রিকেটারকে।তিন বারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংস ২০ ক্রিকেটারকে ধরে রেখেছে। তবে ছেড়ে দিয়েছে ডেভিড উইলি, স্যাম বিলিংস, মোহিত শর্মা-সহ ৬ জন ক্রিকেটারকে। সিএসকে-র হাতে রয়েছে ১৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। সর্বাধিক ৫ জন ক্রিকেটার কিনতে পারবে ধোনির দল। এর মধ্যে ২ জন বিদেশি।আর ১২ জন ক্রিকেটার ছেড়ে দিয়েছে বিরাট কোহালির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। যার মধ্যে রয়েছেন ডেল স্টেইন, কলিন ডি গ্র্যান্ডহোম, মার্কাস স্টোওনিস, শিমরন হেটমায়ার। ১২জন ক্রিকেটার কিনতে পারবে আরসিবি। এর জন্য বিরাটের দলের হাতে রয়েছে ২৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা।

অস্ট্রেলিয়ার কাছে টেস্টে হেরে লজ্জার বিশ্বরেকর্ড গড়ল পাকিস্তান !

টেস্ট ক্রিকেটে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ আবারও প্রকাশ পেল। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুই টেস্ট সিরিজে ইনিংস ব্যবধানে পরাজিত আজহার আলীর নেতৃত্বাধীন দলটি। ব্রিসবেনের পর দিনরাতের অ্যাডিলেড টেস্টেও ইনিংস ব্যবধানে হারল পাকিস্তান। ডেভিড ওয়ার্নারের রেকর্ড গড়া ট্রিপল সেঞ্চুরিতে ৫৮৯ রানে ইনিংস ঘোষণা করে অজিরা। জবাবে দুই ইনিংস মিলিয়েও ৪৮ রান কম করে পাকিস্তান। আর পাকিস্তানের এমন পরাজয় কোন নির্দিষ্ট দেশে টেস্টে টানা হারের রেকর্ড থেকে মুক্তি পেল বাংলাদেশ।ব্রিসবেন এবং অ্যাডিলেড টেস্টে ইনিংস ব্যবধানে পরাজিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের লজ্জার রেকর্ড ভেঙে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে পাকিস্তান। উল্লেখ্য, ভারতের বিপক্ষে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে ২০০০ সালে টেস্ট অভিষেক বাংলাদেশের। এরপর ঘরের মাঠে ২০০৪ সাল পর্যন্ত কোন জয়ের মুখ দেখেনি বাংলাদেশ। তখন টানা ১৩ টেস্টে পরাজয় হয়েছে তাদের। ২০০৫ সালে জিম্বাবোয়ের বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্ট জয়ের মধ্য দিয়ে সংখ্যাটা ১৩টিতেই থামে। আর ১৯৯৯ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে জয়ের দেখা পায়নি পাকিস্তান। অস্ট্রেলিয়ার মাঠে টানা ১৪টি টেস্ট হারের রেকর্ড গড়েছে তারা। এতদিন এই লজ্জার বিশ্ব রেকর্ডটি বাংলাদেশের দখলে ছিল। ২০০১ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ঘরের মাঠে টানা ১৩টি টেস্ট হারে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম।এদিকে অস্ট্রেলিয়া সফরে ব্রিসবেনে ইনিংস ও ৫ রানের ব্যবধানে হেরে যায় পাকিস্তান। সিরিজের শেষ টেস্টে অ্যাডিলেডে ইনিংস ও ৪৮ রানে পরাজিত পাকরা। অ্যাডিলেড টেস্টেও ইনিংস ব্যবধানে হেরে ছাড়িয়ে যায় বাংলাদেশকে, ১৯৯৯ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত টানা ১৪ হার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে। এখন এই রেকর্ড কোথায় গিয়ে থামে সেটাই দেখার বিষয়। ১৫ বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশ পেল মুক্তি। টানা ১৩ বার হারে বাংলাদেশের অবস্থান এখন দ্বিতীয়তে। অন্যদিকে তালিকার তৃতীয় স্থানে আছে আছে ভারত। তারাও ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে হারে টানা ৯ টেস্টে। আগামী ১১ এবং ১৯ ডিসেম্বর রাওলপিন্ডি ও করাচিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে দুটি টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামছে পাকিস্তান। সেখানের জল কোনদিকে যায় সেদিকেই তাকিয়ে ক্রিকেট বিশ্ব।

এবার মিতালির বায়োপিক কে করছেন তাঁর চরিত্র

ভারতীয় পুরুষদের ক্রিকেট দলের তিন প্রাক্তন অধিনায়ক শচীন তেণ্ডুলকর, মহম্মদ আজহারউদ্দিন ও মহেন্দ্র সিং ধোনির বায়োপিক ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছেন ক্রিকেট অনুরাগীরা। প্রথম বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেবের বায়োপিকও আসছে বড় পর্দায়। সেই দলে ঢুকে পড়লেন ভারতীয় মহিলা দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মিতালি রাজ। প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে বায়োপিক হচ্ছে মিতালির। কে করছেন তাঁর চরিত্র? প্রকাশ পেয়েছে সেই খবরও। সেলুলয়েডে মিতালি রাজের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে ''পিঙ্ক'', ''মুল্ক'' খ্যাত তাপসী পান্নুকে। অভিনেত্রী নিজেই এই খবর দিয়েছেন। বায়োপিকের নাম হতে চলেছে ''শাবাশ মিঠু।'' ৩ ডিসেম্বর মিতালির জন্মদিনে সেই কথা জানিয়েছেন তাপসী। নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে মিতালির কেক কাটার একটি ছবি পোস্ট করেন তাপসী। ছবিতে তিনিও রয়েছেন। ক্যাপশনে তাপসী লেখেন, ''হ্যাপি বার্থডে ক্যাপ্টেন। তুমি আমাদের নানাভাবে গর্বিত করেছ। তোমার চরিত্রকে বড় পর্দায় ফুটিয়ে তুলব, এটা ভেবেই আমি সম্মানিত। আজ তোমার জন্মদিনে আমি জানি না তোমাকে কী উপহার দেব! তবে আমি এটুকু কথা দিতে পারি যে তোমাকে স্ক্রিনে ফুটিয়ে তোলার সবরকমের চেষ্টা করব শাবাশ মিঠু ছবিতে। আশা করছি এই ছবি দেখে তুমিও গর্বিত হবে। তোমার থেকে কভার ড্রাইভ শেখার জন্য তৈরি।'' মিতালি রাজের বায়োপিক যে আসছে তা বেশ কিছুদিন আগে এক রিয়েলিটি শোয়ে এসে বলেছিলেন মেয়েদের ক্রিকেটে বিশ্বের সর্বোচ্চ রান করা মিতালি। কিন্তু কে তাঁর চরিত্রে অভিনয় করবেন সেটা বলেননি। এবার তা প্রকাশ পেয়ে গেল। এখনও অববশ্য স্ক্রিপ্ট হাতে পাননি তাপসী। তবে ইতিমধ্যেই নিজেকে মিতালির চরিত্রের মতো করে তৈরি করার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি ''ষাণ্ড কি অঁখ'' ছবিতে হরিয়ানার এক বৃদ্ধা শ্যুটারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাপসী। তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন সবাই। এবার ভারতের মহিলা ক্রিকেটের সবথেকে বড় আইকনকে বড় পর্দায় ফুটিয়ে তোলার চ্যালেঞ্জ তাঁর সামনে। এখন দেখার এই অগ্নিপরীক্ষায় পাশ করতে পারেন কিনা তাপসী।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 03/EE/PWD (R&B)/KMP/DIV/2019-20
Date: - 29-11-2019.

The Executive Engineer, Kamalpur Division, PWD(R&B), Kamalpur, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 18-12-2019 for the following work:-

	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date & time document down-loading and bidding	Time and date of opening of bid	Document down-loading and bidding at application	Class of bidder
1	FDR of road from K-M-A road to Bongbari from Ch. 0.00 Km to Ch. 1.50 km during the year 2019-20 / SH: Repairing to pot holes, WBM- 3, re-carpeting, sand seal coat. surface drains and Box Cell (2.00 x 2.00) rntr. etc. (Length considered- 1.50 km) Gr-I **DNIT No. 02/EE/PWD(R&B)/KMP/DIV/ 2019-20.**	Rs. 23,64,097.00	Rs. 23,641.00	90(Ninety) Days	U pto 15.00 Hrs on 18/12/2019	At 12.00 Hrs on 19/12/2019	http://tripura tenders.gov.in	Appropriate Class
2	FDR of K-A road from Ch. -18.00 km to 28.80 km during the year 2019-2(1 / SH :- Repairing to potholes. WBM-3. patch carpeting. sand seal coat, protection work by CC Block etc. (Length considered — 10.80 km) **DNIT No. 06/EE/PWD(R&B)/KMP/DIV/ 2019-20.**	Rs. 23,49,376.00	Rs. 23,494.00	90(Ninety) Days	U pto 15.00 Hrs on 18/12/2019	At 12.00 Hrs on 19/12/2019	http://tripura tenders.gov.in	Appropriate Class
3	Special maintenance and flood damage repair of KA road to Aparashkar(L-5.00 km) from **CH: 0.00 km** to 2.00 km Gr-I during the year 2019-20/SH: patch carpeting, WBM,Re-carpeting.sand seal coat.CC work etc. **DN IT No. 07/EE/PW D(R&B)/KMP/DIV/ 2019-20.**	Rs. 24,08,915.00	Rs. 24,089.00	90(Ninety) Days	U pto 15.00 Hrs on 18/12/2019	At 12.00 Hrs on 19/12/2019	http://tripura tenders.gov.in	Appropriate Class

ICA/C-1821/2019-20

নেশা শরীর ও সমাজকে ক্ষতি করে আসুন, সুস্থতার দিশা দেখাই নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে।

Executive Engineer
Kamalpur Division, PWD (R&B)
Kamalpur, Dhalai, Tripura

No.P. 13(3)/BDO/DMC/NAZ/VEH/2019-20/ 48054-63,
dated, Damcherra, The 30th Nov, 2019
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

The undersigned on behalf of the Governor of Tripura invites Short Quotation from the local bona-fide vehicle owners in prescribed format (in Sealed cover) for hiring of 1(one) Commercial Vehicle (Maruti Alto/Wagon R) preferably of 2017 model or onwards in order to meet up the office works at the disposal of the Office of the Block Development Officer, Damcherra R.U. Block for the period of 6(six) months.

The rate should be quoted both in figures & words as per prescribed pro-forma enclosed. The Quotationer has to attach D-Call amounting Rs. 5,000/- (Rupees five Thousand) only in favour of the "BLOCK DEVELOPMENT OFFICER" Damcherra R. D. Block, North Tripura from any nationalized Bank, payable at Damcherra.

The detailed terms & conditions are mentioned in Annexure-A which is enclosed.

The stated sealed cover of the quotation should be captioned "QUOTATION FOR RATE OF HIRING OF VEHICLE". Sealed quotation should be dropped in the Tender Box, kept in the chamber of the Programme Officer (BDO), Damcheraa R.D. Block on and from 9th December, 2019 to 16th December, 2019 up to 3:00 PM.

The Quotation will be opened on same day i.e. 16th December-2019 at 4.00 P.M. (if possible) in presence of the Vehicle Owners / authorized representatives who may remain present at the time of opening of the quotation.

ICA/C-1805/2019-20

(Pijush Deb)
Block Development Officer
Damcherra R.D. Block : North Tripura.

জীবন ও সমাজের সুস্থতার জন্য নেশার বিরুদ্ধে হোক সম্মিলিত যুদ্ধ।

PRESS NOTICE INVITING e-E.O.I. (ABRIDGED)
No.e-08/AGRI/EE/MECH/2019-20

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, Mechanical Division, Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Matripalli, Badharghat, Government of Tripura invites separate sealed e-E.O.I. vide D.N.I.E.O.I. **No.e08/AGRI/EE/MECH/2019-20 (both Technical and Financial bid)** from Manufacturers or authorized Distributer or authorized Dealer for the state through website https://tripuratenders.gov.in for **Empanelment for Vendors with rate of Mini Dal Mill (Model specific)** to facilitate the farmers for procurement under assistance of subsidy schemes, Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Government of Tripura.Cost of Bid Document:- Rs. 1,000/- only (Non-refundable),Earnest Money:- @Rs. 1,20,000/-only,Last date of e-bidding:- 23/12/2019 up to 3.00 PM.For details, please visit the website https://tripuratenders.gov.in or contact with the 0/o. the bid inviting authority Ph. No.:-0381-2374258.

ICA/C-1810/2019-20

আওয়াজ উঠেছে ত্রিপুরায়-নেশামুক্ত সমাজ গড়তে চায়।

(Er. B. Debbarma)
Executive Engineer (Mech.),
Deptt. of Agriculture & FW,
Government of Tripura,
Matripalli, Badharghat, Agartala.

PNIeT No. e PT-XIV/EE/RDISTB/2019-20, Dated 29/11/2019

On behalf of the 'Governor of Tripura the Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites percentage rate e-tender in up to 3.00 P.M. on 13/1212019 for 6 (Six) nos construction works at various location under RD Santirbazar Division_ For details visit website https: !ripuratenders.gov.in and contact at M-9612690107 / 7005841976. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1815/2019-20

জীবন ও সমাজের সুস্থতার জন্য নেশার বিরুদ্ধে হোক সম্মিলিত যুদ্ধ।

Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar, South Tripura.

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

মঙ্গলবার আর্ন্তজাতিক দিবাঙ্গজন দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

পানিসগরে বিএসএফ-এর রাইসিং ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩ ডিসেম্বর।। গোটা দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে ত্রিপুরায়ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী অর্থাৎ বিএসএফ তাদের প্রতিষ্ঠা দিবস বা রাইজিং ডে পালন করেছে মঙ্গলবার। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ বিএসএফ-এর ২০ ব্যাটালিয়ন পানিসাগরে তাদের সেক্টর হেডকোয়ার্টারে রাইজিং ডে পালন করেছে।

ত্রিপুরার উত্তর জেলার পানিসাগর বিএসএফ সেক্টর হেডকোয়ার্টার এবং ২০ ব্যাটলিয়ন-এর জওয়ানরা এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সকাল ১১টা থেকে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন পানিসাগর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের ডিআইজি রাজীব দোয়া। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের কমান্ডেন্ট সাংখাটা প্রসাদ-সহ বিএসএফ-এর শীর্ষ আধিকারিকরা।

আজকের রাইজি ডে-র প্রধান অতিথি ডিআইজি রাজীব দোয়া প্রদত্ত ভাষণে বলেন, প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরায়ও নানা কার্যসূচি হাতে নিয়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। এরই অঙ্গ হিসেবে পানিসাগর সেক্টর হেডকোয়াটারেও নানা কার্যসূচি পালিত হচ্ছে। ১৫ দিন আগে ১৫ নভেম্বর থেকে তাঁদের বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই রাইজিং ডে উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য শিবির-সহ সীমান্ত এলাকার সাধারণ জনগণ ও বিএসএফ-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বসুলভ নানা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। ভাংড়া নৃত্য ও অন্যান্য গান ও নৃত্য পরিবেশন করেছেন বিএসএফ জওয়ানরা।

১৯৬৫ সালের পয়লা ডিসেম্বর সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জন্ম হয়েছিল। দীর্ঘ ৫৪ বছর ধরে দেশ রক্ষার কাজে নিয়োজিত তাঁরা। প্রতি বছরই প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়ে থাকেন বিএসএফ-এর জওয়ানরা, এবারও তার ব্যতিক্রম নেই। ১ ডিসেম্বর ৫৫ বছরে পদার্পণ করেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। আজকের রাইজিং ডে অনুষ্ঠানে বিএসএফ-এর ২০ নম্বর ব্যাটালিয়ন ও পানিসাগর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের প্রায় ১২০০ জন আধিকারিক ও জওয়ান অংশগ্রহণ করেছেন।

মহম্মদবাজারে বাস ও লরির সংঘর্ষে জখম ২১

মহম্মদবাজার , ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : জাতীয় সড়কের বেহাল দশা, সেই কারণেই বাস ও লরির সংঘর্ষে জখম ২১, তাঁদের মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন ২ জন। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকেলে বীরভূমের মহম্মদবাজার থানা এলাকার গনপুরের ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর একটি বেসরকারি পলেটেকনিক কলেজের কাছে।

বীরভূমের উপর দিয়ে যাওয়া ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের বেহাল দশা। ফলে দুর্ঘটনা নিত্যদিনের। এদিনও বিকালে ফের বাস ও লরির সংঘর্ষে আহত ২১ জন গুরুতর জখম যাত্রীদের মল্লারপুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘাতক লরিকে আটক করেছে পুলিশ। চালক পলাতক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন বিকেলে সিউড়ি থেকে রামপুরহাটগামী এক বেসরকারি বাসের সঙ্গে মাল বোঝাই লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় গণপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সামনে। সংঘর্ষের ঘটনায় বাসের কার্যত সমস্ত যাত্রী কমবেশি জখম হন। ঘটনাস্থলে মহম্মদ বাজার থানার পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা এসে বাস যাত্রীদের উদ্ধার করেন। এদের মধ্যে ২১ জন এর আঘাত বেশি হওয়ায় তাদেরকে মল্লারপুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এদিন বিকেলে ওই বাসটি সিউড়ি থেকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

হায়দরাবাদ কান্ডের প্রতিবাদে সিপিএমের বিক্ষোভ মিছিল

হায়দরাবাদ, ৩ ডিসেম্বর।। হায়দরাবাদে পশু চিকিৎসক প্রিয়াঙ্কা রেড্ডির নির্মম হত্যা কাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে অমরপুরও প্রতিবাদে মুখর হলো সিপিআইএম অমরপুর বিভাগীয় গণ সংগঠন গুলো। আজ সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিটে দশরথদেব স্মৃতি ভবনের সম্মুখে স্বামী বিবেকানন্দের পাদদেশে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদে মুখর হয় তারা। তার আত্মার সৎগতি কামনায় এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন গণ সংগঠনগুলি। বিভিন্ন গণ সংগঠনের প্রায় শতাধীন কর্মী উপস্থিত হন এই প্রতিবাদ সভায়।

অর্থিক উন্নতির জন্য স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির অপেক্ষায় অখিলেশ

লখনউ, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি তৈরি না হলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হওয়া সম্ভব নয় বলে দাবি করেছেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব।

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ যাদব জানিয়েছেন, জনগণের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলি এখন বিপন্ন। ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি তৈরি না হলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। হায়দরাবাদ ধর্ষণকাণ্ড নিয়ে নিন্দায় মুখর হয়ে অখিলেশ জানিয়েছেন, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার পরামর্শ দেন তিনি। আগামীদিনে নির্বাচনী লড়াই জোট বেঁধে না কি একা সেই প্রশ্নের উত্তরে অখিলেশ জানিয়েছেন, ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টি একাই নির্বাচন লড়বে। প্রগতিশীল সমাজবাদী পার্টির প্রধান শিবপাল যাদব নিজে অখিলেশের সঙ্গে জোটে বাঁধতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন রাজনৈতিক মহলের মতে অখিলেশেরা এমন মন্তব্যের জেরে সেই প্রতিক্রিয়া ভেস্তে গেল।

বাংলাদেশী শ্রমিকে ছেয়ে গেছে বক্সনগর এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩ ডিসেম্বর ।। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের তিন দিকে বাংলাদেশ, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুম্পর্ক আচে বিধায় বাংলাদেশীরা, আনন্দ , বিনোদন, ভ্রমণ করার জন্য আমাদের দেশে আসেন। কিন্তু আলাউদ্দিন তার বাড়ি ঘিলাতলা দিঘীর পার, থানা বুড়িয়া, জিলা কুমিল্লা। সে পার্সপোর্ট মাধ্যমে ভিসা লাগিয়ে বক্সনগর, আর ডি ব্লকের অধীনে, কলসীমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাতান বাড়ি এলাকার হোসেন মিঞার বাড়িতে ভাড়া থাকে। আর স্পল্প মূল্যে বিল্ডিং নির্মাণের কাজ করে, ফলে বক্সনগরের ল্যোকাল নির্মাণ শ্রমিকের পেটে লাথি পড়ে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, আলাউদ্দিন শুধু নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়, সে পাচার বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত। গাঁজা ও ইয়াবা নেশার টেবলেট এর ব্যবসা করে। তারসঙ্গে আরো অবৈধভাবে ৫/৬ জন বাংলাদেশী নির্মাণ ও পাচার বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত। ভিসার মেয়ার শেষ হওয়ার আগে আবার বাংলাদেশে চলে যায় এবং নতুন করে ভিসা লাগিয়ে উক্ত ঠিকানায় বসতিস্থাপনে করে। এই বিষয়গুলি কলসীমুড়া বিওপি এবং কলমচৌরা থানার দৃষ্টি গোচরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু একমাত্র অপারেশন করেন।

বিয়ন্ত সিং হত্যাকারীর ফাঁসির সাজার কোনও পরিবর্তন করা হয়নি : অমিত শাহ

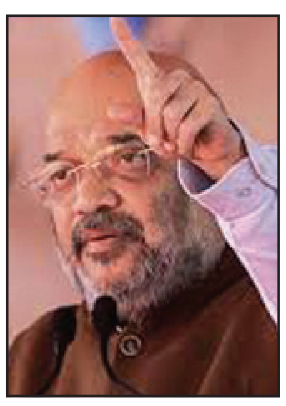

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন যে পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিয়ন্ত সিং হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়া বলওয়ন্ত সিং রাজোয়ানার মৃত্যুদণ্ডের কোনও পরিবর্তন করা হয়নি।

এদিন লোকসভায় বিয়নত সিং-এর নাতনি তথা কংগ্রেস সাংসদ রবনীত সিং বিট্টুর প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ জানিয়েছেন যে, রেজোয়ানা সাজাতে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি।

এর আগে বিট্টু বলেন, সোমবার হায়দরাবাদ ধর্ষণকাণ্ডে সংসদের বহু সদস্য ফাঁসির দাবি তুলেছে। কিন্তু রাজোয়ানার মৃত্যুদণ্ডে পরিবর্তন চাওয়া হচ্ছে। এর উত্তরে অমিত শাহ তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর হত্যাকারীর সাজার কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।

শাহ মিডিয়ার প্রতিবেদনের দিকে মনোনিবেশ না করার আহ্বান জানিয়ে সদস্যদের প্রতি উদ্দেশ্য করে বলেন যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাজোয়ানের মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করার প্রস্তাব দিয়েছে এবং এ বিষয়ে পাঞ্জাব সরকার এবং চণ্ডীগড় প্রশাসনের কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে বলে যে খবর রটেছে মিডিয়ায় তা ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন।

কৈলাসহরেও প্রতিবন্ধী দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩ ডিসেম্বর।। বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে আজ কৈলাসহর চন্ডিপুর মণ্ডলের মহিলা মোর্চার উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন উনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস। সভানেত্রী সুনিতা সিনহা চন্ডিপুর মণ্ডলের সভানেত্রী মাহামায়া দাস ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। রক্তদান একটি মহৎ দান বর্তমানে মহিলারা কোন অংশেই পুরুষের থেকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

মার্কফেডের রাজ্যভিত্তিক প্রতিনিধি সম্মেলন সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর ।। ত্রিপুরা মার্কফেড-এর প্রথম রাজ্যভিত্তিক প্রতিনিধি সম্মেলন আগরতলা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মার্কফেডের চেয়ারম্যান বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস সহ অন্যান্যরা। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে বিধায়ক তথা মার্কফেডের চেয়ারম্যান কৃষ্ণধন দাস বলেন, সমবায়কে যথার্থ রূপ দেওয়া। সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সমবায়কে কাজে লাগানোর বিষয় নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রাজ্যের ল্যাম্পস প্যাক্সগুলির দায়িত্ব ও কর্তব্যকে স্বনির্ভর করে তোলা। কৃষকদের কিভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া যায় তানিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়।

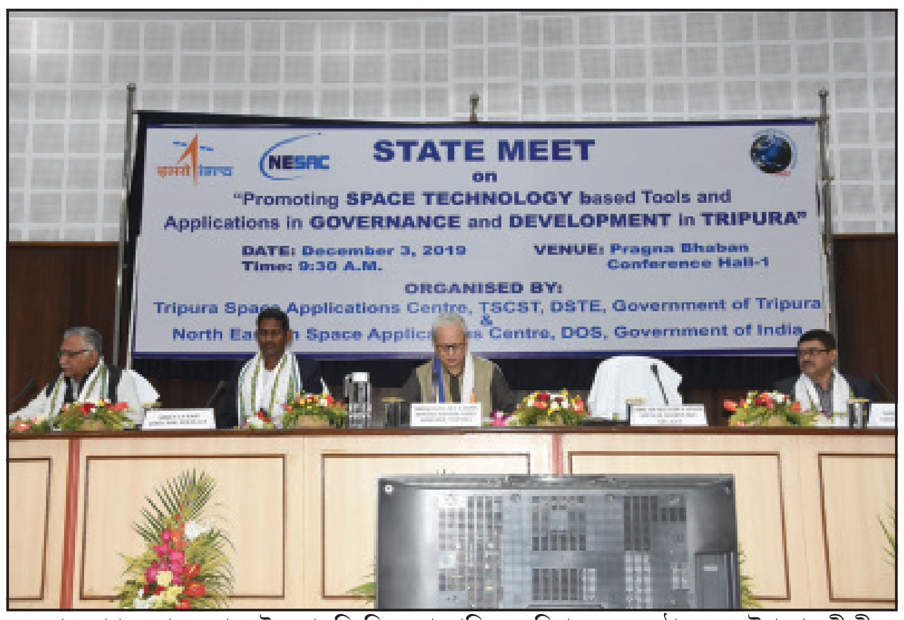

মঙ্গলবার আগরতলায় স্পেস টেকনোলজি নিয়ে আয়োজিত সেমিনামেরর অনুষ্ঠান মঞ্চে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

অন্ধ্রপ্রদেশে লাইনচ্যুত তিরুপতি-শিরডি এক্সপ্রেস সুরক্ষিত যাত্রীরা

কাডাপা (অন্ধ্রপ্রদেশ), ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন ১৭৪১৭ তিরুপতি-শিরডি এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রীরা। মঙ্গলবার সকালে অন্ধ্রপ্রদেশের কাডাপা জেলায় কোডুরু রেল স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে যায় তিরুপতি থেকে শিরডিগামী ১৭৪১৭ তিরুপতি-শিরডি এক্সপ্রেস। চালকের সতর্কতায় বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছেন যাত্রীরা।

রেল সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকাল ৯.২৭ মিনিট নাগাদ কোডুরু রেল স্টেশনের কাছে আচমকাই বেলাইন হয়ে যায় তিরুপতি-শিরডি এক্সপ্রেস। লাইনচ্যুত হয়ে যায় একটি বগি। ততণাতট্রেন থামিয়ে দেন চালক, তাই বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছেঊ এই দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। লাইনচ্যুত মহিলা স্লিপার কোচের যাত্রীদের অন্য কামরায় নিয়ে যাওয়া হয়, এরপর দুপুর বারোটা নাগাদ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তিরুপতি-শিরডি এক্সপ্রেসঊ গোটা পরিস্থিতির তত্ত্বাবধান করেন রেলওয়ে ডেপুটি পুলিশ সুপার (তিরুপতি) এস এম রমেশ বাবু।

এটিএম জালিয়াতির পিছনে রোমানিয়া আর তুরস্কের স্কিমাররা

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি.স): কলকাতার এটিএম জালিয়াতির পিছনে রোমানিয়া আর তুরস্কের স্কিমাররাও আছে বলে মনে করছে কলকাতা পুলিশ। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত যাদবপুর থানায় ৩৬টি অভিযোগ জমা পড়েছে।

ইতিমধ্যে লালবাজারের হাতে ছবিও এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, দিল্লির এটিএম থেকে টাকা তোলা হচ্ছে। মাথায় টুপি ও মুখে মাস্ক পরে। সন্দেহভাজন একজনের টাকা তোলার ছবি হাতে পেয়েছে কলকাতা পুলিশ। মঙ্গলবার লালবাজারে সাংবাদিক

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যসভায় পাশ এসপিজি সংশোধনী বিল

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : লোকসভার পর রাজ্যসভাতেও ধ্বনি ভোটে পাশ এসপিজি সংশোধনী বিল ২০১৯। ২৭ নভেম্বর সংসদের নিম্নকক্ষে ধ্বনি ভোটে পাশ হয়েছিল এই বিল। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় এসপিজি সংশোধনী বিল ২০১৯ পেশ করার সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, সবাইকে প্রধানমন্ত্রীর মতো নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না। এদিন কংগ্রেসের দাবি ছিল যে গান্ধী পরিবারের কথা মাথায় রেখেই এই সংশোধনী বিল আনা হয়েছে। এমন দাবিকে নস্যৎ করে দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, শুধুমাত্র গান্ধী পরিবারের নয়, ১৩০ কোটি মানুষের কথা চিন্তা করে কেন্দ্রীয় সরকার। গান্ধী পরিবারের কথা মাথায় রেখে এই সংশোধনী করা হয়নি। তাদের সমস্ত দিক ক্ষতিয়ে দেখেই গান্ধী পরিবার থেকে এসপিজি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে পাঁচবার সংশোধন করা হল এসপিজি আইন। এর মধ্যে চারটি সংশোধন নির্দিষ্ট একটি পরিবারের কথা মাথায় রেখে করা হয়েছে।

কংগ্রেসের নিন্দায় মুখর হয়ে অমিত শাহ জানিয়েছেন, গণতন্ত্রে আইন সবার জন্য সমান। পরিবার নয়, পরিবারবাদের বিরুদ্ধাচরণ করছে বিজেপি। এদিন কংগ্রেস সাংসদদের তীব্র হট্টগোলের মাঝে অমিত শাহ বলেন, সরকার কারও নিরাপত্তা কমিয়ে দেয়নি। বাস্তবে নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকার সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদের সুরক্ষা প্রদান করেছে। এসপিজি কখনও স্ট্যাটাস সিম্বল হওয়া উচিত নয়। কিন্তু কোনও রাজনৈতিক নেতা এই প্রত্যাশা থাকা উচিত নয় যে তাদের প্রধানমন্ত্রী সম সুরক্ষা দেওয়া হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে নতুন সংশোধনীতে কেবল মাত্র প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকারি বাসভবনে থাকা পরিবারের সদস্যরাই এসপিজি সুরক্ষা পাবে।

৬.০ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল চিলি, হতাহতের খবর নেই

পেরু, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : ৬.০ মাত্রার এক শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দক্ষিণ আমেরিকার দেশ চিলি। মঙ্গলবার ভোরের এই ভূমিকম্পটি আঘাত হানে দেশটির চিলির উত্তরাঞ্চলীয় উপকূলে ঊ ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত কোনও হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দক্ষিণ আমেরিকার দেশ চিলি। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ভোররাত পৌনে ৪টার দিকে আরিকা শহর থেকে ৩৮ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণাঞ্চলে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পেরুর সীমান্তে উত্তর চিলির উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরে ৬.০ মাত্রার প্রাথমিক মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছে। যেটি স্থানীয় সময় ভোর ৩টা ৪৬মিটিন নাদাগ আরিকা শহর থেকে ৩৮ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণাঞ্চলে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। এর উতস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩২ কিলোমিটার গভীরে।

নকশালবাদের কোমড় ভেঙেছে বিজেপি সরকার ভয়ের পরিবেশ শেষ হয়েছে : নরেন্দ্র মোদী

রাঁচি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় যেভাবে গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা প্রকাশ্যে এসেছেঊ যেভাবে বিজেপি সরকার নকশালবাদের কোমর ভেঙেছেঊ এর ফলে ভয়ের পরিবেশ উধাও হয়েছে এবং উন্নয়নের পরিবেশ তৈরি হয়েছেঊ মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার প্রচারে খুন্তির জনসভা থেকে এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ প্রধানমন্ত্রীর কথায়, গত ৩০ নভেম্বর প্রথম দফার ভোটের দিন নির্বাচনী পরিবেশকে নষ্ট করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল নেতিবাচক মনোভাবাপন্ন মানুষেরা, কিন্তু আপনাদের উতাহ প্রশংসনীয় ছিলঊ প্রথম দফার ভোটে বিজেপি সরকার ও পদ্ম ফুলের প্রতি আস্থা প্রকাশ্যে এসেছে।

মঙ্গলবার খুন্তি বিধানসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী তথা গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নীলকণ্ঠ সিং মুণ্ডার সমর্থনে জনসভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমি আজ ভগবান বিরসা মুন্ডার ভূমিতে এসেছি, এ জন্য প্রথমেই তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছিঊ এরপর পুন্যতিথিতে পরমবীর আলবার্ট এক্কাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন প্রধামমন্ত্রীঊ বক্তব্যের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ঝাড়খণ্ডের উন্নয়ন যদি কোনও দল করতে পারে, তাহলে সেই দল হল শুধুমাত্র বিজেপিঊ বিজেপি সরকার ও পদ্ম ফুলের প্রতি যথেষ্ট আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে ঝাড়খণ্ডের জনগণেরঊ প্রধানমন্ত্রীর কথায়, বিজেপির উপর যথেষ্ট ভরসা রয়েছে ঝাড়খণ্ডের জনগণের এবং প্রত্যেকেই পদ্ম ফুলের প্রতি আস্থা রেখেছেনঊ এর দু'টি বড় কারণ রয়েছে, একটি হল-গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করা এবং দেশ গঠনের প্রতি গভীর আস্থা রয়েছে ঝাড়খণ্ডের জনগণেরঊ দ্বিতীয়ত, বিজেপি সরকার যেভাবে নকশালবাদকে দমন করেছে, এর ফলে ঝাড়খণ্ডে উন্নয়নের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

ভোটারদের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, প্রথম দফায় অত্যন্ত উতাহের সঙ্গে ভোট দেওয়ার জন্য, প্রথম দফার ভোটারদের অভিনন্দন জানাইঊ যদিও, গত ৩০ নভেম্বর প্রথম দফা ভোট-পর্বের পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল নেতিবাচক মনোভাবাপন্ন মানুষজনঊ ঝাড়খণ্ডের জনগণ সেই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করেছেনঊ ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করেছেন প্রধানমন্ত্রীঊ মোদী বলেছেন, 'আদিবাসী শিল্প সংস্কৃতিকে সাজানোর জন্য অসংখ্য সংগ্রহশালা তৈরি করা হচ্ছে গোটা দেশেঊ উপজাতীয় অঞ্চলেও জলের পাইপ পৌঁছে যাচ্ছে, কংগ্রেস-জেএমএম সরকার যে বিষয়ে উদাসীন ছিলঊ এখন দরিদ্র, অনগ্রসর, ও উপজাতি পরিবারগুলিও তাঁদের নিজস্ব বাড়ি পাচ্ছেঊ কংগ্রেস-জেএমএম সরকার যাদের বস্তিতে থাকতে বাধ্য করেছিল।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আগামী বছরগুলিতে বিজেপি সরকারের প্রচেষ্টা হবে, প্রতিটি বাড়ির একজন মহিলা দেশের উন্নয়নে প্রত্যক্ষ অংশীদার হবেনঊ এখন ঘরে ঘরে শৌচালয় তৈরি হয়েছেঊ ঝাড়খণ্ডের বোনেরাই দ্রুততার সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেনঊ উজ্জ্বলা যোজনায় দ্বিগুণ সুবিধা দেওয়া হয়েছেঊ এর ফলে আপনাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবেঊ ঝাড়খণ্ডে প্রথম দফার ভোট-পর্ব উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, প্রথম দফার ভোটদানের পর এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, ঝাড়খণ্ডের উন্নয়নের জন্য বিজেপির প্রত্যাবর্তন আবশ্যিক এবং এখানকার জনগণও বলছেন ঝাড়খণ্ড ডেকেছে, আবারও বিজেপি।

খুন্তির জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, একজন রাজপুত্র অযোধ্যা থেকে চলে যান এবং ১৪ বছরের 'বনবাস' শেষে, ফিরে আসার পর তিনি 'মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম' হয়ে ওঠেন, কারণ রাজপুত্র সেই সমস্ত বছরগুলি আদিবাসীদের সঙ্গে কাটিয়েছিলেনঊ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এখন সেই সমস্ত অঞ্চলেও বিদ্যুতের তার পৌঁছে গিয়েছে, যে সমস্ত গ্রামে অসম্ভব ছিলঊ বিরোধী দলের নেতারা আগে যেখানে উঁকিও দিত না, সেই অঞ্চলগুলিও রাস্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেঊ ঝাড়খণ্ডের প্রতিটি ব্যক্তিই কেন্দ্রীয় ও ঝাড়খণ্ড সরকারের কোনও না কোনও প্রকল্প থেকে সরাসরি উপকৃত হয়েছেন।

ঝাড়খণ্ডের বাল্যকাল কেটে গেছে, এখন সজাগ থাকুন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন,

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।